মাসিক আত-তাহরীক

বিশেষ সংখ্যা
তাবলীগী ইজতেমা ২০১২

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৫তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
মার্চ ২০১২

মাসিক
আত-তাহরীক

১৫তম বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

আমি চাই

আমি স্বাধীনতা চাই

আমি আমার কথাগুলি প্রাণ খুলে বলতে চাই

আমি আমার ভাষার স্বকীয়তা চাই

আমি আমার ধর্মীয় স্বাধীনতা চাই

আমি আমার বাঁচার অধিকার চাই

আমি স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই

আমি মিথ্যা মামলাকারীর শাস্তি চাই

আমি আমার জান-মাল ও ইয্যতের নিরাপত্তা চাই

আমি আমার দেশের স্বাধীনতা চাই

আমি মুসলিম ছিলাম, তাই আমি আজ স্বাধীন বাংলাদেশী

আমি তাই প্রথমে মুসলিম, পরে বাঙ্গালী একথা স্পষ্ট বলতে চাই

আমি পদ্মা-তিস্তার মালিক ছিলাম, কেন তা আজ মরুভূমি?

আমি সুরমা-বরাকের মালিক ছিলাম, কেন আজ তার গলায় ফাঁস?

আমি কেন আজ মা-বোন নিয়ে নিজ ঘরেও অনিরাপদ?

আমি আমার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিচার চাই*

আমি কেন মরি প্রতিদিন সীমান্তে গুলি খেয়ে?

আমি কেন প্রতিদিন সূদী টাকার হারাম খাই?

আমি কেন পেটের দায়ে নিজের সন্তান বিক্রি করি?

আমি কেন বেকার হয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরি?

আমি কুরআন-হাদীছ মেনে চলতে চাই, তাই আমি আহলেহাদীছ

আমি শিরক ও বিদ'আতমুক্ত জীবন চাই, তাই আমি আহলেহাদীছ

আমি আমার দেশে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব চাই, তাই আমি আহলেহাদীছ

#এগিয়ে চলো আত-তাহরীক, আমরা তোমার স্বাধীন কণ্ঠ চাই॥ *[স.স.]*

[২২তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা'১২ বিশেষ সংখ্যার জন্য ২২ লাইনের বক্তব্য ॥সম্পাদক]।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২৫/২১ কিস্তি)

২৫. হযরত মুহাম্মাদ
(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায়কারী নিয়োগ :

নবগঠিত মাদানী রাষ্ট্রের আর্থিক ভিত মযবুত করার জন্য এবং ফরয যাকাত ও অন্যান্য ছাদাক্বা সমূহ সুশৃংখলভাবে আদায় ও বণ্টনের জন্য আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি রাষ্ট্রের অধীন ১৬টি গোত্র ও অঞ্চলের জন্য ১৬ জন কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। ৯ম হিজরী সনে এই সকল নিয়োগ কার্যকর হয়। উল্লেখ্য যে, ২য় হিজরীতে রামাযানে ছিয়াম ফরয হয় এবং একই বছর শাওয়াল মাসে যাকাত ফরয হয়। নিম্নে যাকাত আদায়ের কর্মকর্তা ও অঞ্চল সমূহের বিবরণ প্রদত্ত হ'ল-

	কর্মকর্তা	অঞ্চল/গোত্র
১	উয়ায়না বিন হিছন	বনু তামীম
২	ইয়াযীদ ইবনুল হুছাইন	আসলাম ও গেফার
৩	আব্বাদ বিন বিশ্র আশহালী	সুলায়েম ও মুযায়না
৪	রাফে' বিন মাকীছ (رافع بن مكيث)	জুহায়না
৫	আমর ইবনুল 'আছ	বনু ফাযারাহ
৬	যাহ্হাক বিন সুফিয়ান	বনু কেলাব
৭	বাশীর বিন সুফিয়ান	বনু কা'ব
৮	ইবনুল লুৎবিয়াহ আল-আযদী	বনু যুবিয়ান
৯	মুহাজির বিন আবু উমাইয়া (তাদের উপস্থিতিতেই এখানে ভণ্ডনবী আসওয়াদ আনাসীর আবির্ভাব ঘটে)	ছান'আ শহর
১০	যিয়াদ বিন লাবীদ	হাযারামাউত
১১	আদী বিন হাতেম	বনু ত্বাই ও বনু আসাদ
১২	মালেক বিন নুওয়াইরাহ	বনু হানযালা
১৩	যবরক্বান বিন বদর	বনু সা'দের একটি অংশে
১৪	ক্বায়েম বিন আছেম	বনু সা'দের আরেকটি অংশে
১৫	'আলা ইবনুল হাযরামী	বাহরায়েন
১৬	আলী ইবনু আবী ত্বালেব	নাজরান (ছাদাক্বা ও জিযিয়া উভয়টি আদায়ের জন্য)

এই সময় কোন কোন গোত্র জিযিয়া ও ছাদাক্বা দিতে অস্বীকার করে এমনকি অন্যকে দিতে বাধা প্রদান করে। এমনি একটি গোত্র ছিল বনু তামীম। ৯ম হিজরীর মুহাররম মাসে উক্ত গোত্রের জন্য দায়িত্বশীল কর্মকর্তা উয়ায়না বিন হিছন মুহাজির ও আনছারের বাইরের ৫০ জনের একটি অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে এদের উপরে আকস্মিক হামলা চালালে সবাই পালিয়ে যায়। তাদের ১১ জন পুরুষ, ২১ জন মহিলা ও ৩০ জন শিশু বন্দী হয়ে মদীনায় নীত হয় এবং রামলা বিনতুল হারেছ-এর গৃহে রাখা হয়। পরদিন বনু তামীমের দশজন নেতা বন্দী মুক্তির বিষয়ে আলোচনার জন্য মদীনায় আসে। যোহরের ছালাতের প্রাক্কালে তারা মদীনায় উপস্থিত হয় এবং রাসূলের হুজরার সামনে গিয়ে يَا مُحَمَّدُ أُخْـرُجْ إِلَيْنَـا 'হে মুহাম্মাদ! বেরিয়ে এসো' বলে হাকডাক শুরু করে দেয়। বর্বর বেদুঈনদের এই অসভ্যাচরণে ব্যথিত হ'লেও আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কিছু বললেন না। কিন্তু আল্লাহ এ উপলক্ষে সূরা হুজুরাতের ৪ ও ৫ আয়াত নাযিল করে সবাইকে এরূপ আচরণের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিলেন।[১]

যোহরের ছালাত আদায়ের পর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বনু তামীম নেতাদের সাথে বসলেন। কিন্তু তারা তাদের বংশীয় অহমিকা বর্ণনা করে বক্তৃতা ও কবিতা আওড়ানো শুরু করেছিল। প্রথমে তাদের একজন ভাল বক্তা উতারেদ বিন হাজেব (عُطَارِدُ بْنُ حَاجِبٍ) বংশ গৌরবের উপরে উঁচু মানের বক্তব্য পেশ করলেন। তার জওয়াবে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) 'খাতীবুল ইসলাম' (خطيب الإسلام) নামে খ্যাত ছাবেত বিন ক্বায়েস বিন শাম্মাসকে পেশ করলেন। অতঃপর তারা তাদের কবি যবরক্বান বিন বদরকে পেশ করল। তিনিও নিজেদের গৌরবগাথা বর্ণনা করে স্বতঃস্ফূর্ত কবিতা সমূহ পাঠ করলেন। তার জওয়াবে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) 'শা'এরুল ইসলাম' (شاعر الإسلام) হযরত হাসসান বিন ছাবেত (ছাঃ)-কে পেশ করলেন।

উভয় দলের বক্তা ও কবিদের মুকাবিলা শেষ হ'লে বনু তামীমের পক্ষ হ'তে আক্বরা বিন হাবেস বললেন, তাদের বক্তা আমাদের বক্তার চাইতে বড়, তাদের কবি আমাদের কবির চাইতে বড়। তাদের আওয়ায আমাদের আওয়াযের চাইতে উঁচু এবং তাদের বক্তব্য সমূহ আমাদের বক্তব্য সমূহের

১. *তিরমিযী, আহমাদ, মা'আরেফ পৃঃ ১২৭৭।*

চাইতে উন্নত'। অতঃপর তারা ইসলাম কবুল করলেন। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাদের উত্তম উপঢৌকনাদি দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং তাদের বন্দীদের ফেরৎ দিলেন'।

এখানে আক্বরা বিন হাবেস সম্পর্কে মুবারকপুরী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, তিনি ইতিপূর্বে মুসলমান ছিলেন না অথচ ৮ম হিজরীর শাওয়ালে সংঘটিত হোনায়েন যুদ্ধ শেষে গনীমত বণ্টনের পর হাওয়াযেন গোত্রের বন্দীদের ফেরৎ দানের সময় বনু তামীমের পক্ষে আক্বরা বিন হাবেস তাদের বন্দী ফেরৎ দিতে অস্বীকার করেন বলে চরিতকারগণ বলেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি আগেই মুসলমান হয়েছিলেন'।

এক্ষেত্রে আমাদের মতামত এই যে, আক্বরা সহ বনু তামীম আগেই মুসলমান হয়েছিল বলেই তারা রাসূলের পক্ষে হোনায়েন যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। আর সেকারণেই তাদের কাছ থেকে জিযিয়া ও যাকাত গ্রহণের দায়িত্ব উয়ায়না বিন হিছনকে ৯ম হিজরীতে দেওয়া হয়। কিন্তু তাদের কিছু লোক যারা তখনও মুসলমান হয়নি, তারা জিযিয়া দিতে অস্বীকার করায় এবং অন্যান্য গোত্রকে জিযিয়া প্রদানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার কারণেই তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান প্রেরিত হয়েছিল। এমনও হ'তে পারে যে, আক্বরা বিন হাবেস-এর প্রচেষ্টায় উক্ত প্রতিনিধি দল মদীনায় আসে এবং ইসলাম কবুল করে। অতএব আক্বরা বিন হাবেস-এর উপরোক্ত বক্তব্য একথা প্রমাণ করে যে, ইতিপূর্বে তিনি মুসলমান ছিলেন না।

প্রতিনিধি দল সমূহের আগমন (ورود الوفود) :

৯ম ও ১০ম হিজরী সনকে আমরা প্রতিনিধি দল সমূহের আগমনকাল (عام الوفود) হিসাবে বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে পারি। মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম কবুলের স্রোত জারি হয়ে যায়। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভের জন্য সমগ্র আরব জাহান যেন মক্কা বিজয়ের অপেক্ষায় ছিল। কেননা তারা বলত, اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق 'মুহাম্মাদ ও তাঁর কওমকে ছেড়ে দাও। কেননা যদি তিনি তাদের (অর্থাৎ কুরায়েশদের) উপরে জয় লাভ করেন, তাহ'লে তিনি সত্য নবী'।[২] অতঃপর ৮ম হিজরীর রামাযান মাসে যখন তিনি মক্কা জয় করলেন এবং কুরায়েশ নেতারা ইসলাম কবুল করল, এমনকি হোনায়েন যুদ্ধে রাসূলের পক্ষ হয়ে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করলেন, তখন বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন গোত্রের পক্ষ হ'তে দলে দলে প্রতিনিধি দল মদীনায় আসতে শুরু করল এবং ইসলাম কবুল করে ধন্য হ'ল। ফলে দেখা গেল যে, মক্কা বিজয়ের মাত্র নয় মাসের মাথায় ৯ম হিজরীর রজব মাসে তাবুক অভিযানের সময় ৩০,০০০ ফৌজ জমা হয়ে গেল। তার এক বছর পর ১০ম হিজরীর যিলহাজ্জ মাসে বিদায় হজ্জের সময় আল্লাহ্র রাসূলের সাথী ছিলেন এক লক্ষ অথবা এক লক্ষ চব্বিশ হাযার মুসলমান। যাদের লাব্বায়েক, আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ্র ধ্বনিতে গগন-পবন মুখরিত হয়েছিল। দু'দিন আগেও যারা লাত, মানাত, উয্যা, হোবলের নামে জয়ধ্বনি করত ও তাদের সন্তুষ্টির জন্য বিভিন্ন নযর-নেয়ায নিয়ে তাদের অসীলায় পরকালে মুক্তি লাভের জন্য সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ত।

প্রতিনিধি দল সমূহ : চরিতকারগণ ৭০-এর অধিক প্রতিনিধি দলের কথা বর্ণনা করেছেন। মানছূরপুরী তাদের মধ্যেকার ২৬টি বিশেষ দলের নাম ও বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। যেমন দাওস, ছাদা, ছাক্বীফ, আব্দুল ক্বায়েস, ত্বাই, বনু হানীফা, আশ'আরী, আযদ, হামদান, বনু সা'দ, বনু আসাদ, বনু নাজীব, ওয়াফদে তারেক বিন আব্দুল্লাহ, বাহরা, উযরাহ, খাওলান, মুহারিব, গাসসান, বনুল হারেছ, বনু আয়েশ, গামেদ, বনু ফাযারাহ, সালামান, নাজরান, নাখঈ (نخع) এবং ফারওয়া বিন আমরের দূত। মুবারকপুরী ১৬টি প্রতিনিধি দলের বর্ণনা দিয়েছেন, যার মধ্যে চারটি রয়েছে মানছূরপুরীর তালিকার বাইরের। যেমন- বালী, কা'ব বিন যুহায়ের, ইয়ামনের শাসকদের দূত এবং বনু আমের বিন ছা'ছা'আহ প্রতিনিধি দল। আমরা উভয়ের দেওয়া তালিকা থেকে উদ্ধৃত করব। কেননা প্রত্যেকটিতেই রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়, যা অতীব যরূরী।

১. আব্দুল ক্বায়েস প্রতিনিধি দল (وفد عبد القيس) :

এই গোত্রের নেতা মুনক্বিয বিন হাইয়ান (منقذ بن حيان) ৫ম হিজরী বা তার পূর্বে ব্যবসা উপলক্ষে মদীনায় এসে ইসলাম কবুল করেন এবং তাঁর গোত্রের প্রতি ইসলাম কবুলের দাওয়াত দিয়ে তার মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ) একটি পত্র প্রেরণ করেন। পত্র পাঠ অন্তে ইসলাম কবুল করে নিজ গোত্রের ১৩/১৪ জন লোক নিয়ে আল-আশুজ্জ আল-আছরীর নেতৃত্বে তারা মদীনায় আসেন। মদীনা এবং আব্দুল ক্বায়েস গোত্রের মাঝখানে শত্রুভাবাপন্ন 'মুযার' (مضر) গোত্র থাকায় তারা 'হারাম' মাসে মদীনায় আসেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে চারটি বিষয়ে নির্দেশ ও চারটি বিষয়ে নিষেধ করেন, যার বিবরণ মিশকাত সহ *(হাদীছ সংখ্যা ১৭)* বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে রয়েছে। এই সময় রাসূল (ছাঃ) দলনেতাকে বলেছিলেন, إِنَّ فِيْكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ 'তোমার মধ্যে দু'টি স্বভাব রয়েছে, যা আল্লাহ পসন্দ করেন: ধৈর্য ও দূরদর্শিতা'।[৩]

উক্ত গোত্রের ৪০ জনের দ্বিতীয় দলটি আগমন করে ৯ম হিজরীতে। যাদের মধ্যে জারূদ ইবনুল 'আলা আল-আবদী

২. *আর-রাহীক্ব পৃঃ ৪৩৫।*

৩. *মুসলিম হা/১৭।*

নামক জনৈক খৃষ্টান ছিলেন। যিনি ইসলাম কবুল করেন এবং তাঁর ইসলাম অত্যন্ত সুন্দর থাকে'।

[শিক্ষণীয় : স্রেফ দাওয়াতের মাধ্যমেই এই বিখ্যাত গোত্রটি ইসলাম কবুল করে]

২. দাউস প্রতিনিধি দল (وفد دَوْس) :

ইয়ামনের পার্শ্ববর্তী এলাকায় এই গোত্রের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ছিল। প্রথমে ১০ম নববী বর্ষে দাউস গোত্রের নেতা ও বিখ্যাত কবি তোফায়েল বিন আমর মক্কায় যান। মক্কাবাসীগণ শহরের বাইরে এসে তাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং তাদের মতে যাদুগ্রস্ত (?) রাসূলের কাছে যেতে তারা তাকে নিষেধ করে। কিন্তু তিনি একদিন খুব ভোরে কা'বাগৃহে যান ও রাসূলকে পেয়ে যান। তিনি তাঁর কুরআন তেলাওয়া শুনে মুগ্ধ হন এবং ইসলাম কবুল করেন'। অতঃপর তিনি ফিরে গিয়ে তার কওমকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। দীর্ঘদিন দাওয়াত দিয়ে কোন ফল না পেয়ে এক পর্যায়ে নিরাশ হয়ে তিনি রাসূলকে এসে তার কওমের বিরুদ্ধে বদদো'আ করার আহ্বান জানান। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের জন্য হেদায়াতের দো'আ করে বলেন, اَللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ 'হে আল্লাহ! তুমি দাউস কওমকে সুপথ প্রদর্শন কর এবং তাদেরকে (মুসলমান করে) নিয়ে এসো'।[৪] ফলে সত্বর তার গোত্রের লোকেরা ইসলাম কবুল করল এবং ৭০ অথবা ৮০ জনের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে ৭ম হিজরীর প্রথম দিকে তিনি মদীনায় আসেন। কিন্তু ঐ সময়ে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) খায়বর অভিযানে থাকায় তারা খায়বরে চলে যান এবং রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করে ধন্য হন। এই দলেই ছিলেন পরবর্তীতে খ্যাতনামা ছাহাবী ও শ্রেষ্ঠতম হাদীছজ্ঞ আবু হুরায়রা (রাঃ)। যদি সেদিন রাসূল (ছাঃ) বদদো'আ করতেন, আর দাউস কওম ধ্বংস হয়ে যেত, তাহ'লে আবু হুরায়রার মত ছাহাবীর খিদমত থেকে মুসলিম জাতি বঞ্চিত হয়ে যেত। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

*[**শিক্ষণীয় :** দ্বীনের দাওয়াতে দ্রুত ফল লাভের আশা করা যাবে না বা নিরাশ হওয়া যাবে না। ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং বদদো'আ করা যাবে না। বরং সর্বদা লোকদের হেফাযতের জন্য দো'আ করতে হবে]*

৩. ফারওয়া বিন আমর আল-জুযামীর দূতের আগমন (رسول فَرْوَةَ بن عمرو الجُذَامي) :

রোমক সাম্রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের আরবীয় গভর্ণর ফারওয়া বিন আমর-এর রাজধানী ছিল মু'আন (معان)। জর্ডান, সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের সংশ্লিষ্ট এলাকা তাঁর শাসনাধীনে ছিল। মুবারকপুরী বলেন, ৮ম হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে সংঘটিত মুতার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর অপূর্ব বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তিনি ইসলামের সত্যতার উপরে বিশ্বাসী হন এবং ইসলাম কবুল করেন। তবে মানছূরপুরী বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি ইসলাম কবুল করেন এবং উপঢৌকন হিসাবে একটি সাদা খচ্চর সহ রাসূলের নিকটে একজন দূত প্রেরণ করেন।

গভর্ণর ফারওয়া ইসলাম কবুল করেছেন এ খবর জানতে পেরে রোম সম্রাট তাকে ডেকে পাঠান। অতঃপর তাকে ইসলাম ত্যাগ অথবা মৃত্যু দু'টির একটা বেছে নেবার এখতিয়ার দেন এবং সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ দানের জন্য কারাগারে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু প্রকৃত মুমিন ফারওয়া বিন আমর (রাঃ) ইসলাম ত্যাগের বদলে মৃত্যুকেই বেছে নেন। অতঃপর তাঁকে যেরুযালেমে নগরীর 'আফরা' (عفــراء) নামক ঝর্ণার পাড়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। তবে মুবারকপুরী বলেন, তাঁকে শূলবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়।

ফাঁসির মঞ্চে পৌঁছে ফারওয়া (রাঃ) নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করেন,

الأهل أتى سلمى بأن حليلها * على ماء عفرى فوق إحدى الرواحل

على ناقة لم يضرب الفحل أمها * مشذبة أطرافها بالمناجل

অতঃপর ফাঁসির দড়ি গলায় পরার প্রাক্কালে তিনি নিম্নের কবিতা পড়েন,

بلغ سراة المؤمنين بأني * سلم لربي وأعظمي ومقامي

ফারওয়া বিন আমর ও অন্যান্য নও মুসলিমদের বিরুদ্ধে রোমক সম্রাটের এহেন নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিবাদে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পূর্বে অর্থাৎ ১১ হিজরীর ছফর মাসে এক বিশাল সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন এবং উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে শামের বালক্বা অঞ্চল এবং দারূমের ফিলিস্তীনী অঞ্চল সমূহে গমনের নির্দেশ দেন। যার উদ্দেশ্য ছিল রোমকদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করা এবং ঐ অঞ্চলের আরব ও নও মুসলিমদের সাহস দেওয়া। মদীনা থেকে বেরিয়ে তিন মাইল যেতেই রাসূলের মৃত্যু সংবাদে অগ্রগমন স্থগিত হয়ে যায়। পরে আবু বকরের খেলাফতের শুরুতে তারা পুনরায় গমন করেন এবং অভিযান শেষে বিজয়ীর বেশে ফিরে আসেন।

*[**শিক্ষণীয় :** মুসলমান সবকিছু ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু ঈমান ত্যাগ করতে পারে না]*

৪. ছাদা প্রতিনিধি দল (وفد صداء) :

ইয়ামন সীমান্তবর্তী ছাদা অঞ্চলের নেতা যিয়াদ ইবনুল হারেছ ছুদাঈ প্রথমে একবার রাসূলের দরবারে হাযির হন। অতঃপর ফিরে গিয়ে নিজ কওমকে ইসলামের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন এবং নেতৃস্থানীয় ১৫ জনকে নিয়ে ৮ম হিজরীতে

৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯৯৬*।

দ্বিতীয়বার মদীনায় আসেন। তারা রাসূলের দরবারে হাযির হয়ে তাঁর নিকটে বায়'আত করে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর ফিরে গিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দেন। ফলে ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সময় এই সম্প্রদায়ের ১০০ জন লোক রাসূলের সাথী হন।

*[**শিক্ষণীয় :** দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের প্রসার ঘটেছে, এটি তার অন্যতম প্রমাণ]*

টীকা : মানছূরপুরী ও মুবারকপুরী উভয়ে অত্র ঘটনাটি ৮ম হিজরীর বলে উল্লেখ করেছেন। তবে মানছূরপুরী উক্ত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সেনাদল প্রেরণের কথা বলেননি। মুবারকপুরী ৪০০ সৈন্য প্রেরণের কথা বলেছেন। সেকথা জানতে পেরে গোত্র নেতা যিয়াদ বিন হারেছ রাসূলের দরবারে এসে সেনাদল ফেরৎ নেবার অনুরোধ করেন এবং নিজে তার সম্প্রদায়ের যামিন হন। ফলে সেনাদল ফিরে আসে মুবারকপুরী উক্ত ঘটনাটিকে হোনায়েন যুদ্ধের শেষে জেইররানা থেকে ফেরার পরের ঘটনা বলেছেন। অথচ জেইররানা থেকে ফিরে মক্কায় ওমরা করে ৮ হিজরীর ২৪শে যুলক্বা'দাহ মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর থেকে ৯ম হিজরীর মুহাররমের আগে আগে আর কোন অভিযান প্রেরিত হয়েছিল বলে তিনি তাঁর প্রদত্ত যুদ্ধ তালিকার কোথাও উল্লেখ করেননি।

৫. ছাক্বীফ প্রতিনিধি দল (وفد ثقيف) :

ত্বায়েফের বিখ্যাত ছাক্বীফ গোত্রের এই প্রতিনিধিদল ৯ম হিজরীর রামাযান মাসে মদীনায় আসে। এগারো মাস আগে ত্বায়েফ দুর্গ হ'তে অবরোধ উঠিয়ে ফিরে আসার সময় তাদের বিরুদ্ধে বদদো'আ করার জন্য সাথীদের দাবীর বিপরীতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) হেদায়াতের দো'আ করে বলেছিলেন। اَللَّهُمَّ اهْدِ ثَقِيفًا وآتِ بِهِمْ 'হে আল্লাহ! তুমি ছাক্বীফদের হেদায়াত করো ও তাদের এনে দাও'।[৫] আল্লাহ তাঁর রাসূলের দো'আ কবুল করেছিলেন এবং তিনি ত্বায়েফ থেকে ফিরে মক্কায় ওমরাহ করে ৮ম হিজরীর ২৪শে যুলক্বা'দাহ মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পরপরই[৬] ছাক্বীফ গোত্রের নেতা ওরওয়া বিন মাসঊদ ছাক্বাফী মদীনায় চলে আসেন এবং রাসূলের দরবারে হাযির হয়ে ইসলাম কবুল করেন। তাঁর দশজন স্ত্রী ছিল। মুসলমান হওয়ার পর রাসূলের হুকুমে চার জনকে রেখে বাকীদের তালাক দেন। ইতিপূর্বে হুদায়বিয়া সন্ধির প্রাক্কালে তিনি কুরায়েশদের পক্ষে রাসূলের নিকটে দুতিয়ালি করেন। ইনি প্রখ্যাত ছাহাবী হযরত মুগীরা বিন শো'আ (রাঃ)-এর চাচা ছিলেন। যিনি আগেই ইসলাম কবুল করেছিলেন।

ওরওয়া ফিরে এসে নিজ সম্প্রদায়ের নিকটে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। বহু লোক তাঁর দাওয়াতে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। একদিন তিনি নিজ বালাখানায় ছালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় এক দুষ্টমতি তাকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ে মারে। তাতে তিনি শহীদ হয়ে যান।

কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁর দাওয়াত সকলের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছিল। ফলে কিছু দিনের মধ্যেই আবদে ইয়ালীল (عَبْد يالِيل بن عمرو)-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ৯ম হিজরীর রামাযান মাসে মদীনায় পৌঁছে। এই দলে মোট ছয় জন সদস্য ছিলেন। যাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন পরবর্তীকালে খ্যাতনামা ছাহাবী ও হযরত ওমরের সময়ে প্রথম ভারত অভিযানকারী বিজয়ী সেনাপতি ওছমান বিন আবুল আছ ছাক্বাফী। এঁরা মদীনায় পৌঁছলে রাসূলের হুকুমে মুগীরা বিন শো'বা এঁদের আপ্যায়ন ও দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত হন।

উল্লেখ্য যে, প্রতিনিধি দলের নেতা আবদে ইয়ালীল ছিলেন সেই ব্যক্তি, যার নিকটে ১০ম নববী বর্ষের শাওয়াল মোতাবেক ৬১৯ খৃষ্টাব্দের মে/জুন মাসের প্রচণ্ড খরতাপের মধ্যে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কেবলমাত্র যায়েদ বিন হারেছাহকে সাথে নিয়ে মক্কা থেকে ৬০ মাইল পথ পায়ে হেঁটে এসে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। বিনিময়ে তিনি ত্বায়েফের কিশোর ছোকরাদেরকে তাঁর পিছনে লেলিয়ে দিয়েছিলেন। তারা তাঁকে পাথর মেরে রক্তাক্ত করে তিন মাইল পর্যন্ত পিছু ধাওয়া কর তাড়িয়ে দিয়েছিল। ফেরার পথে তিনি উৎবা ও শায়বাহ বিন রাবী'আহ্র আঙ্গুর বাগানে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বসে সেই প্রসিদ্ধ দো'আটি করেছিলেন, যা 'মযলূমের দো'আ' (دعاء المظلوم) বলে খ্যাত। অতঃপর 'ক্বারনুল মানাযিল' নামক স্থানে অবস্থানকালে পাহাড় সমূহের নিয়ন্ত্রক ফেরেশতা (ملك الجبال)-কে নিয়ে জিব্রীল (আঃ) অবতরণ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বদদো'আ না করে হেদায়াতের দো'আ করে বলেছিলেন, بَلْ أَرْجُو أَنْ يُّخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَّعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِه شَيْئًا 'বরং আমি আশা করি তাদের ঔরসে এমন সন্তানগণ জন্মগ্রহণ করবে, যারা একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না'।[৭] দীর্ঘ এক যুগ পরে ত্বায়েফের সেই দুর্ধর্ষ নেতাই আজ রাসূলের দরবারে হেদায়াতের ভিখারী। আল্লাহ্র কি অপূর্ব মহিমা!

আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছাক্বীফ প্রতিনিধি দলের জন্য মসজিদে নববীর নিকটবর্তী স্থানে তাঁবুর ব্যবস্থা করতে বললেন। যাতে তারা সেখান থেকে মসজিদে ছালাতের দৃশ্য দেখতে পায় ও কুরআন শুনতে পায়।

---

৫. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৯৮৬, সনদ যঈফ।*

৬. *মুবারকপুরী মদীনায় ফেরার পূর্বে বলেছেন। দ্রঃ আর-রাহীক, পৃঃ ৪৪৮; ঐ, অনুবাদ পৃঃ ২/৩৪৩।*

৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৪৮।*

রাসূলের এই দূরদর্শী ব্যবস্থাপনায় দ্রুত কাজ হ'ল। কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের অন্তরে ইসলাম প্রভাব বিস্তার করল। আবদে ইয়ালীলের নেতৃত্বে তারা একদিন এসে রাসূলের নিকটে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করল। তবে অত্যন্ত হুঁশিয়ার নেতা হিসাবে এবং স্বীয় মূর্খ সম্প্রদায়কে বুঝানোর স্বার্থে বায়'আতের পূর্বে নিজ সম্প্রদায়ের লালিত রীতি-নীতি ও মন-মানসিকতার আলোকে বেশ কিছু বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন, যাতে পরবর্তীতে কোন প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ না থাকে এবং লোকেরা বলতে না পারে যে, কোনরূপ আলোচনা ছাড়াই তোমরা মুসলমান হয়েছে। বিষয়গুলি এবং তার উত্তরে রাসূলের জবাব সমূহ নিম্নে বর্ণিত হ'ল-

১ম বিষয় : আমাদেরকে ছালাত পরিত্যাগের অনুমতি দেওয়া হৌক।

জওয়াব : রাসূল (ছাঃ) বললেন, لاَ خَيْرَ فِى دِينٍ لاَ رُكُوعَ فِيهِ 'ঐ দ্বীনে কোন কল্যাণ নেই, যার মধ্যে ছালাত নেই'।[৮]

২য় বিষয় : আমাদেরকে জিহাদ ও যাকাত থেকে মুক্ত রাখা হৌক।

জওয়াব : রাসূল (ছাঃ) এটিকে আপাততঃ মেনে নিলেন। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইসলামের প্রভাবে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এগুলি করবে' *(সুনানে আবুদাঊদ ওয়াহাব ও ওছমান বিন আবিল আছ হ'তে। তায়েফের খবর' অনুচ্ছেদ)।*[৯]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) আবদে ইয়ালীলের আরও কিছু বিষয়ের উপরে কথোপকথন উদ্ধৃত করেছেন। যেমন-

৩য় বিষয় : আমাদের লোকেরা অধিকাংশ সময় কার্যোপলক্ষে বাইরে থাকে। সেকারণ তাদের জন্য ব্যভিচারের অনুমতি আবশ্যক।

জওয়াব : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা বনু ইস্রাঈল ৩২ আয়াতটি পাঠ করে শুনান এবং এ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ ছাড় দেওয়ার সুযোগ নেই বলে জানান।

৪র্থ বিষয় : আমাদেরকে মদ্যপানের সুযোগ অব্যাহত রাখা হৌক। কেননা আমাদের লোকেরা এতে এমনভাবে অভ্যস্ত যে, তারা তা ছাড়তেই পারবে না।

জওয়াব : রাসূল (ছাঃ) তাকে সূরা মায়েদা ৯০ আয়াতটি পাঠ করে শুনান এবং একে সিদ্ধ করার কোন সুযোগ নেই বলে জানান। কথাগুলি শুনে আবদে ইয়ালীল তাঁবুতে ফিরে গেলেন এবং রাতে সঙ্গীদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। পরের দিন এসে পুনরায় রাসূলের সাথে কথাবার্তা শুরু করলেন।

৫ম বিষয় : আমরা আপনার সব কথা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আমাদের উপাস্য দেবী 'রব্বাহ' (رَبَّـــه) সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

জওয়াব : রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা ওটাকে গুঁড়িয়ে দিবে। একথা শুনে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা হায় হায় করে উঠে বলল, দেবী একথা জানতে পারলে আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবে। তাদের এই অবস্থা দেখে ওমর ফারূক (রাঃ) আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। বলে উঠলেন, হে ইবনু আবদে ইয়ালীল! তোমাদের জন্য আফসোস। তোমরা কি বুঝ না যে, ওটা একটা পাথর ছাড়া কিছুই নয়? আবদে ইয়ালীল ক্ষেপে গিয়ে বললেন, ওমর! আমরা তোমার সঙ্গে কথা বলতে আসিনি। অতঃপর তিনি রাসূলকে অনুরোধ করলেন যে, দেবী মূর্তি ভাঙ্গার দায়িত্বটা আপনি গ্রহণ করুন'। রাসূল (ছাঃ) তাতে রাযী হলেন এবং বললেন, ঠিক আছে আমি ওটা ভাঙ্গার জন্য লোক পাঠাব'। প্রতিনিধি দলের জনৈক সদস্য বললেন, আপনার লোককে আমাদের সাথে পাঠাবেন না। বরং পরে পাঠাবন।

এইভাবে বিস্তারিত আলোচনা শেষে তারা সবাই ইসলাম কবুল করলেন। অতঃপর বিদায়কালে বললেন, হে রাসূল! আমাদের জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করে দিন। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ওছমান বিন আবুল আছ ছাক্বাফীকে তাদের ইমাম ও নেতা নিযুক্ত করে দেন। কেননা দলের মধ্যে তিনিই কুরআন ও শরী'আতের বিধান সমূহ বেশী লিখেছিলেন। যদিও বয়সে ছিলেন সবার ছোট। বয়োকনিষ্ঠ হ'লেও তিনি অত্যন্ত যোগ্য নেতা প্রমাণিত হন। ১১ হিজরীতে রাসূলের মৃত্যুর পর ধর্ম ত্যাগের হিড়িক পড়ে গেলে ছাক্বীফ গোত্র ধর্মত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করে। তখন তিনি স্বীয় গোত্রকে ডেকে বলেন, يـــا معشر ثقيف كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أول الناس ردة 'হে ছাক্বীফগণ! তোমরা সবার শেষে ইসলাম গ্রহণ করেছ। অতএব সবার আগে ইসলাম ত্যাগী হয়ো না'। তার একথা শুনে সবাই ফিরে আসে। ইসলাম কবুল করার পর ত্বায়েফ ফিরে যাবার পথে প্রতিনিধিদল নিজ সম্প্রদায়ের নিকটে নিজেদের ইসলাম কবুলের কথা গোপন রাখার ব্যাপারে একমত হ'লেন। যাতে লোকেদের মন-মানসিকতা পরখ করে নেয়া যায়। অতঃপর তারা বাড়ীতে পৌঁছে গেলে লোকজন জমা হয়ে গেল এবং মদীনার খবর জানতে চাইল। তারা বললেন, রাসূল তাদেরকে বলে দিয়েছেন যে, তোমরা ইসলাম কবুল কর। ব্যভিচার, মদ্যপান, সূদখোরী ইত্যাদি

---

৮. যঈফুল জামে' হা/৪৭১১, সনদ যঈফ।

৯. উপরোক্ত বিষয়ের মধ্যে নও মুসলিমদের জন্য বিশেষ কৌশল অবলম্বনের সিদ্ধতা প্রমাণিত হয়। এ কৌশল সকল যুগেই প্রযোজ্য। তবে অবশ্যই তাঁকে যোগ্য ও দূরদর্শী আলেম হ'তে হবে। যে কেউ যখন-তখন যেকোন স্থানে এ কৌশল গ্রহণ করতে পারবে না। মানছূরপুরী 'দাওয়াতে ইসলাম' নামক গ্রন্থের ৪৬২ পৃষ্ঠার বরাতে একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন যে, 'একবার রাশিয়ার জার (সম্রাট) ইসলাম কবুলের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। কেননা তিনি মূর্তিপূজার প্রতি বিতৃষ্ণ ছিলেন। তবে তিনি মদ্যপানের অভ্যাস ছাড়তে রাযী হননি। কিন্তু মুসলমান আলেম মহোদয় উক্ত শর্ত মানতে অস্বীকার করেন। ফলে তিনি মুসলমান না হয়ে খৃষ্টান হয়ে যান। যদি উক্ত আলেম রাসূলের অত্র হাদীছটি জানতেন, তাহ'লে আজ রাশিয়ার জারের বদৌলতে হয়ত পুরা রাশিয়াকেই আমরা মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে দেখতে পেতাম।

ছাড়। নইলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও'। একথা শুনে লোকদের মধ্যে জাহেলিয়াত মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো এবং 'আমরাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত' বলে হুংকার দিয়ে উঠলো। প্রতিনিধিদল বললেন, ঠিক আছে। তোমরা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ কর। দুর্গ মেরামতে লেগে যাও। লোকেরা চলে গেল এবং দু'দিন বেশ তোড়জোড় চলল। কিন্তু তৃতীয় দিন তারা এসে বলতে শুরু করল, মুহাম্মাদের সঙ্গে আমরা কিভাবে লড়ব। সারা আরব তার কাছে নতি স্বীকার করেছে। অতএব إِرْجِعُوا إِلَيْه فَأَعْطُوْهُ مَا سَأَلَ 'তার কাছে ফিরে যাও এবং তিনি যা চান কবুল করে নাও'। এভাবে আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দিলেন।

এতক্ষণে প্রতিনিধিদল প্রকৃত তথ্যসমূহ প্রকাশ করে দিলেন এবং লোকেরা সবকিছু শুনে ইসলাম কবুল করে নিল।

মূর্তিভাঙ্গা (لات أو ربة) :

কয়েকদিন পরেই আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) খালেদ বিন ওয়ালীদের নেতৃত্বে মুগীরাহ বিন শো'বা সহ একটি দল প্রেরণ করেন ছাক্বীফ গোত্রের দেবীমূর্তি 'রব্বাহ' ভেঙ্গে ফেলার জন্য। মুবারকপুরী এই মূর্তির নাম 'লাত' (لات) বলেছেন। মুগীরা (রাঃ) সাথীদের বললেন, وَاللهِ لَأُضْحِكَنَّكُمْ مِنْ ثَقِيفٍ 'আল্লাহ্র কসম! আমি আপনাদেরকে ছাক্বীফদের ব্যাপারে হাসাবো'। অতঃপর তিনি মূর্তির প্রতি গদা নিক্ষেপ করতে গিয়ে নিজেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে হাত-পা ছুড়তে থাকেন। এ দৃশ্য দেখে ছাক্বীফের লোকেরা হায় হায় করে উঠে বলল, أَبْعَدَ اللهُ الْمُغِيرَةَ قَتَلَتْهُ الرَّبَّةُ 'আল্লাহ মুগীরাকে ধ্বংস করুন। দেবী ওকে শেষ করে দিয়েছে'। একথা শুনে মুগীরা লাফিয়ে উঠিয়ে দাঁড়ালেন এবং ছাক্বীফদের উদ্দেশ্যে বললেন, قَبَّحَكُمْ اللهُ إِنَّمَا هِيَ لَكَاعُ حِجَارَةٍ وَمَدَرٍ 'আল্লাহ তোমাদের মন্দ করুন। এটা তো পাথর ও মাটির একটা মূর্তি ছাড়া আর কিছু নয়'। অতঃপর তিনি মূর্তিটি গুড়িয়ে দিলেন এবং ভিতসমেত মন্দির গৃহটি নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। সেখানে রক্ষিত মূল্যবান পোষাকাদি ও অলংকার সমূহ উঠিয়ে মদীনায় নিয়ে আসেন। রাসূল (ছাঃ) সেগুলিকে ঐদিনই বণ্টন করে দেন এবং আল্লাহ্র প্রশংসা করেন।[10]

শিক্ষণীয় : *অদৃশ্য সৃষ্টিকর্তাকে মেনে নিলেও মানুষ স্বভাবত দৃশ্যমান কোন মূর্তি, প্রতিকৃতি বা বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধা ও পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করতে আগ্রহশীল। এর ফলে আল্লাহ গৌণ হয়ে যান এবং মূর্তি মুখ্য হয়। এটা স্পষ্ট শিরক। বর্তমান যুগে মুসলমানেরা কবরপূজা, প্রতিকৃতি পূজা, স্মৃতিসৌধ পূজা ইত্যাদি নামে ক্রমেই এ দিকে ঝুঁকে পড়ছে।*

৬. কবি কা'ব বিন যুহায়ের বিন আবী সুলমার আগমন (قدوم كعب بن زهير بن أبي سلمى) :

ইনি ছিলেন মু'আল্লাক্বা খ্যাত কবি যুহায়ের বিন আবী সুলমার পুত্র এবং আরবের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম। তার ছোট ভাই বুহায়েরও কবি ছিলেন এবং তিনি পিতার অছিয়ত মোতাবেক মুসলমান হয়েছিলেন। কিন্তু বড় ভাই কা'ব পিতার অছিয়ত অমান্য করে রাসূলের কুৎসা রটনা করে কবিতা লিখতে থাকেন। ফলে মক্কা বিজয়ের সময় যে সকল কুৎসা রটনাকারীদের বিরুদ্ধে আগাম মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়, ইমাম হাকেমের মতে কা'ব ছিলেন তাদের মধ্যকার অন্যতম। ৮ম হিজরীর শেষে হোনায়েন ও তায়েফ যুদ্ধ থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর কা'বের ছোট ভাই বুহায়ের (অথবা বুজায়ের) তাকে পত্র লিখলেন যে, মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কয়েকজন কুৎসা রটনাকারীকে হত্যা করেছেন। তবে কেউ তওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তাকে ক্ষমা করে থাকেন। অতএব বাঁচতে চাইলে তুমি সত্বর মদীনায় গিয়ে তওবা করে রাসূলের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর। দু'ভাইয়ের মধ্যে এভাবে পত্রালাপ চলতে থাকে এবং কা'ব ক্রমেই ভীত হয়ে পড়তে থাকেন। অবশেষে তিনি একদিন মদীনায় এলেন এবং জোহায়না গোত্রের জনৈক ব্যক্তির বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। অতঃপর তিনি জোহানী ব্যক্তির সাথে গিয়ে মসজিদে নববীতে ফজরের ছালাত আদায় করেন। ছালাত শেষে জোহানীর ইশারায় তিনি রাসূলের সামনে গিয়ে বসেন এবং তাঁর হাতে হাত রেখে বলেন, হে রাসূল! কা'ব বিন যুহায়ের তওবা করে মুসলমান হয়ে এসেছে আপনার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনার জন্য। আমি যদি তাকে আপনার নিকটে নিয়ে আসি, তাহ'লে আপনি কি তার প্রার্থনা কবুল করবেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বলে উঠলেন, আমিই কা'ব বিন যুহায়ের'। উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা'বকে চিনতেন না। এ সময় জনৈক আনছার লাফিয়ে উঠে বললেন, হে রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন, ওর মাথা উড়িয়ে দিই'। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ছাড় ওকে। সে তওবা করে এসেছে এবং সব কালিমা থেকে মুক্ত হয়েছে'। এই সময় কা'ব রাসূলের প্রশংসায় তার বিখ্যাত ক্বাছীদা (দীর্ঘ কবিতা) পাঠ করেন যার শুরু হ'ল নিম্নোক্ত বচন দিয়ে-

بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِي الْيَوْمَ مَتْبُوْلُ * مُتَيَّمٌ إِثْرَهَا لَمْ يُفْدَ مَكْبُوْلُ

'প্রেমিকা সু'আদ চলে গেছে। বিরহ ব্যথায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ। তার ভালোবাসার শৃংখলে আমি আবদ্ধ। আমার মুক্তিপণ দেওয়া হয়নি। আমি বন্দী'।

অতঃপর রাসূলের প্রশংসা এবং নিজের ক্ষমা প্রার্থনা করে তিনি বলেন,

১০. *যাদুল মা'আদ ৩/৫২৪; ইবনে হিশাম ৩/৫৩৭-৫৪২।*

نُبِّئْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ أَوْعَدَنِيْ * وَالْعَفْوُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ مَأْمُوْلُ

'আমি জানতে পেরেছি যে, আল্লাহ্‌র রাসূল আমাকে ধমকি দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকটে সর্বদা ক্ষমাই কাম্য'।

مَهْلًا هَدَاكَ الَّذِيْ أَعْطَاكَ نَافِلَةَ الْ * قُرْآنِ فِيْهَا مَوَاعِيْظُ وَتَفْصِيْلُ

'থামুন! আল্লাহ আপনাকে সুপথ প্রদর্শন করুন যিনি আপনাকে বিশেষ পুরস্কার হিসাবে কুরআন দান করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে উপদেশ সমূহ এবং সকল বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা সমূহ'।

لاَ تَأْخُذَنِّيْ بِأَقْوَالِ الْوُشَاةِ وَلَمْ * أُذْنِبْ وَلَوْ كَثُرَتْ فِيَّ الْأَقَاوِيْلُ

'নিন্দুকদের কথায় আমাকে পাকড়াও করবেন না। আমি কোন অপরাধ করিনি। যদিও আমার সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে।

لَقَدْ أَقُوْمُ مَقَامًا لَوْ يَقُوْمُ بِهِ * أَرَى وَأَسْمَعُ مَا لَوْ يَسْمَعُ الْفِيْلُ

'আমি এমন এক স্থানে দাঁড়িয়েছি এবং দেখছি ও শুনছি, যদি কোন হাতি সেখানে দাঁড়াতো ও সেকথা শুনতো-

لَظَلَّ يَرْعَدُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ * مِنْ الرَّسُوْلِ بِإِذْنِ اللهِ تَنْوِيْلُ

'তাহ'লে সে অবশ্যই কাঁপতে থাকত। তবে যদি আল্লাহ্‌র হুকুমে রাসূলের পক্ষ হ'তে তার জন্য অনুকম্পা হয়'।

حَتَّى وَضَعْتُ يَمِيْنِيْ مَا أُنَازِعُهُ * فِي كَفِّ ذِيْ نَقِمَاتٍ قِيْلُهُ الْقِيْلُ

'অবশেষে আমি আমার ডান হাত রেখেছি যা আমি ছাড়িয়ে নেইনি, এমন এক হাতের তালুতে, যিনি প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতাশালী এবং যাঁর কথাই চূড়ান্ত কথা'।

فَلَهُوَ أَخْوَفُ عِنْدِيْ إِذْ أُكَلِّمُهُ * وَقِيْلَ إِنَّكَ مَنْسُوْبٌ وَمَسْئُوْلُ

'অতঃপর নিশ্চয়ই তিনি আমার নিকটে অধিক ভীতিকর ব্যক্তি, যখন আমি তাঁর সাথে কথা বলি, এমন অবস্থায় যে আমার সম্পর্কে বলা হয়েছে, তুমি (অমুক অমুক ব্যঙ্গ কবিতার দিকে) সম্পর্কিত এবং সেগুলি সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞাসিত হবে'।

مِنْ ضَيْغَمٍ بِضَرَّاءِ الْأَرْضِ مُخْدَرُهُ * فِيْ بَطْنِ عَثَّرَ غَيْلٌ دُوْنَهُ غَيْلُ

'(তিনি অধিক ভীতিকর) যমীনের কঠিনতম স্থানের ঐ সিংহের চাইতে, যার অবস্থানস্থল এমন উপত্যকায়, যেখানে পৌঁছানোর আগেই ঘাতক নিহত হয়ে যায়'।

إِنَّ الرَّسُوْلَ لَنُوْرٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ * مُهَنَّدٌ مِنْ سُيُوْفِ اللهِ مَسْلُوْلُ

'নিশ্চয়ই রাসূল আলোকস্তম্ভ স্বরূপ, যা থেকে আলো গ্রহণ করা হয়। তিনি আল্লাহ্‌র তরবারি সমূহের মধ্যেকার হিন্দুস্থানী কোষমুক্ত তরবারি সদৃশ'।

এ সময় আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) খুশী হয়ে নিজের চাদর কবির গায়ে চড়িয়ে দেন। এজন্য কবির এ দীর্ঘ কবিতাটি 'ক্বাছীদাতুল বুরদাহ' (قصيدة البردة) বা চাদরের ক্বাছীদা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

শিক্ষণীয় : *মিথ্যা অপবাদ ও কুৎসা রটনা করা জঘন্যতম অপরাধ। এ থেকে তওবা করার পথ হ'ল পুনরায় প্রশংসা করা। এর মাধ্যমেই কেবল তাকে ক্ষমা করা যেতে পারে। আজকালকের মিডিয়া কর্মীদের জন্য উপরোক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।*

৭. উযরাহ প্রতিনিধিদল (وفد عُذْرَة) :

১২ সদস্যের এই প্রতিনিধি দলটি ৯ম হিজরীর ছফর মাসে মদীনায় আসে। মানছূরপুরী ১৯ সদস্য বলেছেন। হামযাহ বিন নু'মান তাদের মুখপাত্র ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলে তারা বললেন, আমরা বনু উযরাহ্‌র লোক এবং মায়ের দিক থেকে (কুরায়েশ নেতা) কুছাইয়ের ভাই। যারা কুছাইকে সাহায্য করেছিলেন এবং বনু খোযা'আহ ও বনু বকরকে মক্কার নেতৃত্ব থেকে বিতাড়িত করতে সহযোগিতা করেছিলেন। আমাদের সঙ্গে আপনার আত্মীয়তা ও বংশীয় সম্পর্ক রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে 'মারহাবা' জানালেন এবং সুসংবাদ দিলেন যে, সত্বর শাম বিজিত হবে এবং হেরাক্লিয়াস ঐ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হবে। বস্তুতঃ রাসূলের এই ভবিষ্যদ্বাণীর পাঁচ মাসের মধ্যেই ৯ম হিজরীর রজব মাসে তাবুক অভিযানে বিনা যুদ্ধে শাম বিজিত হয় এবং রোমকরা এলাকা ছেড়ে চলে যায়। তবে পূর্ণ বিজয় সম্পন্ন হয় হযরত ওমরের খেলাফতকালে হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ্‌র অভিযানের মাধ্যমে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে গণৎকারদের নিকটে যেতে নিষেধ করেন এবং বেদীর নিকটে তারা যেসব যবেহ করে থাকে, তা থেকে নিষেধ করেন এবং বললেন যে, আগামী থেকে কেবল ঈদুল আযহার কুরবানী বাকী থাকবে। অতঃপর তারা ইসলাম কবুল করলেন এবং কয়েকদিন অবস্থান করে ফিরে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে উত্তম উপঢৌকনাদিসহ বিদায় দেন।

শিক্ষণীয় : *রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় যত দূরেরই হৌক, তাকে সম্মান করা ইসলামের নীতি।*

৮. বালী প্রতিনিধি দল (وفد بلي) :

এরা ছিলেন শামের অধিবাসী। হযরত আমর ইবনুল আছ-এর দাদী ছিলেন এই গোত্রের মহিলা। সেই সুবাদে মুতা যুদ্ধের পরে ৮ম হিজরীর জুমাদাল আখেরাতে উক্ত অঞ্চলে আমর ইবনুল আছ-এর নেতৃত্বে ৩০০ সৈন্যের একটি বাহিনী পাঠানো হয়েছিল। যাতে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে রোমকদের সঙ্গে একজোট না হয়। যেটি 'যাতুস সালাসেল'

অভিযান নামে পরিচিত। ৯ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে আবুয যাবীব (أَبُــو الـضبيب)-এর নেতৃত্বে 'বালী' গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় আসেন এবং ইসলাম কবুলের পর তিন দিন অবস্থান করেন। এ সময় তারা জিজ্ঞেস করেন, মেহমানদারীতে কোন ছওয়াব আছে কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হাঁ। كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة 'প্রতিটি পুণ্যকর্ম চাই তা ধনীর প্রতি করা হউক বা ফকীরের প্রতি করা হউক সেটি ছাদাক্বা হবে'।[১১] এরপর তারা জিজ্ঞেস করলেন, মেহমানদারীর সময়সীমা কত? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তিনদিন'। অতঃপর প্রশ্ন করলেন, হারানো বকরীর হুকুম কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ওটা তোমার বা তোমার ভাইয়ের অথবা নেকড়ের'। তাদের শেষ প্রশ্ন ছিল, হারানো উটের হুকুম কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, دَعْهُ حَتَّى يَجِدَهُ صَــاحِبُهُ 'ওটাকে ছেড়ে দাও, যতক্ষণ না ওর মালিক ওকে পেয়ে যায়'।

শিক্ষণীয় : *কেবলমাত্র বিশ্বাস নয় বরং বিধি-বিধান সমূহের অনুসরণের নাম হ'ল ইসলাম।*

৯. ইয়ামনের শাসকদের পত্রবাহকের আগমন (رسالة ملوك اليمن) :

তাবুক অভিযান থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর ইয়ামন থেকে হিমইয়ার শাসকদের (ملوك حِمْيَــر) পত্র নিয়ে তাদের দূত মালেক বিন মুররাহ আর-রাহাভী (مالــك بــن مــرة الرَّهَـــاوي) রাসূলের খিদমতে আগমন করেন। পত্রে তাদের শাসকদের ইসলাম কবুলের এবং শিরক ও শিরককারীদের থেকে সম্পর্ক চ্যুতির খবর ছিল। ঐ শাসকগণের নাম ছিল হারেছ বিন আবদে কেলাল (الحارث بن عبد كــلال), তার ভাই নাঈম বিন আবদে কেলাল, নু'মান বিন ক্বীল যী রাঈন (النعمان بن قيــل ذي رعــين) এবং হামদান ও মু'আফির (هَمْدَان ومُعَافِر)।

জওয়াবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি পত্র সহ মু'আয বিন জাবালের নেতৃত্বে একদল ছাহাবীকে সেখানে শিক্ষা দানের জন্য প্রেরণ করেন। পত্রে তিনি মুমিনদের করণীয় বিষয় সমূহ এবং জিযিয়া প্রদানের বিষয়াদি উল্লেখ করেন।

শিক্ষণীয় : *শিরক ও তাওহীদ কখনো একত্রে চলতে পারে না। শাসকদের ক্ষেত্রেও সেকথা প্রযোজ্য। মুসলমান নামধারী ধর্মনিরপেক্ষ এবং তথাকথিত মডারেট বা উদার লোকদের জন্য উপরের ঘটনায় শিক্ষণীয় রয়েছে।*

১০. হামদান প্রতিনিধি দল (وفد همدان) :

হামদান ইয়ামানের একটি গোত্রের নাম। যাদের প্রতিনিধি দল তাবুক অভিযানের পর অর্থাৎ ৯ম হিজরীর শেষ দিকে মদীনায় আসে। ইতিপূর্বে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবার জন্য খালেদ ইবনু ওয়ালীদকে পাঠানো হয়। তিনি দীর্ঘ ছয় মাস সেখানে অবস্থান করা সত্ত্বেও কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) একটি পত্রসহ হযরত আলীকে প্রেরণ করেন এবং খালেদকে প্রত্যাহার করেন। হযরত আলী (রাঃ) তাদের নিকটে রাসূলের পত্রটি পড়ে শুনান এবং তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেন। ফলে তাঁর দাওয়াতে এক দিনেই সমস্ত গোত্রের লোক ইসলাম কবুল করে। এই সুসংবাদ জানিয়ে প্রেরিত আলী (রাঃ)-এর পত্র পাঠ করে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) খুশীতে 'সিজদায়ে শুকর' আদায় করেন এবং সিজদা থেকে উঠে তাঁর যবান মুবারক থেকে বেরিয়ে যায়, السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَ السَّلَامُ عَلَى هَمْــدَانَ 'হামদানদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক, হামদানদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক'!

শিক্ষণীয় : *যেসব নিন্দুকরা বলেন, ইসলাম তরবারির জোরে প্রসার লাভ করেছে, তারা বিষয়টি লক্ষ্য করুন। হামদানের লোকদের ইসলামের পথে আমার জন্য খালেদের তরবারিই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ছয় মাসেও তিনি তা ব্যবহার করেননি। অবশেষে হযরত আলীর উপদেশ তাদের মনের মধ্যে পরিবর্তন এনে দেয়। তাই তরবারি নয়, দাওয়াতের মাধ্যমেই ইসলাম প্রসার লাভ করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে ইনশাআল্লাহ।*

হযরত আলীর নিকটে ইসলাম কবুলের পর হামদান গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলের দর্শন লাভের জন্য মালেক বিন নিমতের (مالك بن النّمط) নেতৃত্বে মদীনায় আসে। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে রাসূলের সম্মুখে নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করেন-

إِلَيْك جَاوَزْنَ سَوَادَ الرِّيْفِ * فِيْ هَبَوَاتِ الصَّيْفِ وَالْخَرِيْفِ
مُعَظَّمَات بِحِبَالِ اللِّيْفِ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মালেক বিন নিমতকে উক্ত কওমের নেতা মনোনীত করেন এবং তাদের নিকটে পত্র প্রেরণ করেন।

১১. বনু ফাযারার প্রতিনিধি দল (وفد بني فَزَارة) :

তাবুক অভিযানের পর ১০/১৫ জনের এই দলটি মদীনায় আসে। এরা আগেই ইসলাম কবুল করেছিল। তাদের সওয়ারী ও চেহারা দুর্দশাগ্রস্ত ছিল। রাসূল (ছাঃ) তাদের এলাকার অবস্থা জিজ্ঞেস করলে তারা চরম দুর্ভিক্ষের কথা জানালো। তারা তাদের এলাকায় বৃষ্টি বর্ষণের জন্য রাসূলকে আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করার আবেদন জানালো। তখন তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে দু'হাত উঁচু করে (সম্ভবতঃ জুম'আর খুৎবায়) নিম্নোক্ত

---

১১. *ছহীহুল জামে' হা/৪৫৫৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০৪০।*

দো‘আ করলেন, যে দো‘আটি পরবর্তীকালে ইসতেসক্বার ছালাতে সচরাচর পড়া হয়ে থাকে।-

اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَك وَانْشُرْ رَحْمَتَك وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا نَافِعًا، طَبَقًا وَاسِعًا عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةً لَا سُقْيَا عَذَابٍ وَلَا هَدْمٍ وَلَا غَرَقٍ وَلَا مَحْقٍ اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَانْصُرْنَا عَلَى الْأَعْدَاءِ-

‘হে আল্লাহ! তোমার বান্দাদের ও তোমার চতুষ্পদ জন্তুদের পরিতৃপ্ত কর। তোমার রহমতকে বিস্তৃত করো ও তোমার মৃত জনপদকে জীবিত কর। হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন বারি বর্ষণ কর, যা শান্তিদায়ক, কল্যাণকর, সমতল বিস্তৃত এবং যা দ্রুত, দেরীতে নয়। যা উপকারী, ক্ষতিকর নয়। হে আল্লাহ! রহমতের বৃষ্টি চাই, আযাবের বৃষ্টি নয়। যা ধ্বসিয়ে না দেয়, ডুবিয়ে না দেয় এবং নিশ্চিহ্ন করে না দেয়। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দ্বারা পরিতৃপ্ত কর এবং আমাদেরকে শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর’।

শিক্ষণীয় : *বৃষ্টি বর্ষণ ও অভাব দূরীকরণের মালিক আল্লাহ। তাই সবকিছুর জন্য কেবল তাঁর কাছেই প্রার্থনা করতে হবে।*

১২. সালামান প্রতিনিধি দল (وفد سلامان) :

হাবীব বিন আমরের নেতৃত্বে ১০ম হিজরীর শাওয়াল মাসে ১৭ সদস্যের এই প্রতিনিধি দলটি রাসূলের খিদমতে এসে ইসলাম কবুল করে। তারা প্রশ্ন করে, হে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ‘সর্বোত্তম আমল কোনটি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا ‘ওয়াক্ত মোতাবেক ছালাত আদায় করা’।[১২]

তারা তাদের এলাকায় অনাবৃষ্টি ও খরার অভিযোগ করল এবং দো‘আর আবেদন করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো‘আ করে বললেন, اللَّهُمَّ اسْقِهِمْ الْغَيْثَ فِيْ دَارِهِمْ ‘হে আল্লাহ! এদেরকে তাদের এলাকায় বৃষ্টি দ্বারা পরিতৃপ্ত কর’। দলনেতা হাবীব আরয করলেন, হে রাসূল! আপনার পবিত্র হাত দু’খানা উঠিয়ে একটু দো‘আ করুন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুচকি হেসে হাত উঠিয়ে দো‘আ করেছিলেন। প্রতিনিধি দল ফেরৎ গিয়ে দেখল, ঠিক যেদিন দো‘আ করা হয়েছিল, সেদিনই তাদের এলাকায় বৃষ্টি হয়েছিল’।

শিক্ষণীয় : *অন্য হাদীছে এসেছে, দো‘আ কখনো সাথে সাথে কবুল হয়, কখনো দেরীতে হয়, কখনো আখেরাতে প্রদানের জন্য রেখে দেওয়া হয়। এজন্য নেক্কার মুমিনের দো‘আ সর্বদা সকলের জন্য কাম্য।*

১৩. গামেদ প্রতিনিধি দল (وفد غامد) :

১০ সদস্যের এই প্রতিনিধি দল ১০ম হিজরীতে মদীনায় আসে। তারা মদীনার বাইরে তাদের সরঞ্জামাদি একটি বালকের যিম্মায় রেখে রাসূলের দরবারে আসে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের জিজ্ঞেস করেন, মাল-সামান কার কাছে রেখে এসেছ? তারা বললেন, একটা বালকের যিম্মায়’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা আসার পরে সে ঘুমিয়ে গিয়েছিল। একজন এসে তোমাদের خــورجي চুরি করে নিয়ে গেছে। প্রতিনিধি দলের জনৈক সদস্য বলে উঠল, হে রাসূল! ওটা তো আমার। রাসূল বললেন, ভয় পেয়ো না। বাচ্চাটা উঠেছে এবং চোরের পিছে পিছে ছুটেছে ও তাকে পাকড়াও করেছে। তোমাদের সব মালামাল নিরাপদ আছে’। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ফিরে গিয়ে ছেলেটির কাছে যা শুনলো, তা সবকিছু রাসূলের বক্তব্যের সাথে মিলে গেল। ফলে এতেই তারা মুসলমান হয়ে গেল। রাসূল (ছাঃ) উবাই বিন কা‘বকে তাদের জন্য নিযুক্ত করেন, যাতে তাদের কুরআন মুখস্থ করান এবং ইসলামের বিধি-বিধান সমূহ শিক্ষা দেন। ফিরে যাবার সময় তাদেরকে উক্ত বিধি-বিধান সমূহ একটি কাগজে লিখে দেওয়া হয়’।

শিক্ষণীয় : *এর মধ্যে রাসূলের যুগে হাদীছ লিখনের দলীল পাওয়া যায়।*

১৪. গাসসান প্রতিনিধি দল (وفد غسَّان) :

সিরিয়া এলাকা হ’তে তিন সদস্যের এই খৃষ্টান প্রতিনিধি দলটি ১০ম হিজরীতে মদীনায় এসে ইসলাম কবুল করেন। অতঃপর তাঁরা নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে ইসলামের প্রচার-প্রসারে নিয়োজিত হন। হযরত ওমরের খেলাফতকালে সেনাপতি আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ্‌র নেতৃত্বে সিরিয়া বিজয়ের সময়েও ঐ তিন জনের একজন জীবিত ছিলেন। তার পূর্বে অন্য দু’জন মৃত্যুবরণ করেন।

শিক্ষণীয় : *অমুসলিমদের কখনোই জোর করে মুসলমান করা হয়নি, এটি তার অন্যতম প্রমাণ।*

১৫. বনুল হারেছ প্রতিনিধি দল (وفد بني الحارث) :

১০ম হিজরীতে এই প্রতিনিধি দল মদীনায় আসে। ইতিপূর্বে উক্ত অঞ্চলে হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদকে ইসলাম প্রচারের জন্য পাঠানো হয়। তাঁর শিক্ষাগুণে গোত্রের লোকেরা সব মুসলমান হয়ে যায়। এ সংবাদ মদীনায় পাঠিয়ে হযরত খালেদ (রাঃ) তাদের অধিকতর শিক্ষা দানের জন্য সেখানে থেকে যান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখানকার কিছু নেতৃস্থানীয় লোককে সাথে নিয়ে তাঁকে মদীনায় ফিরে আসার জন্য পত্র

১২. *বুখারী হা/৭৫৩৪।*

প্রেরণ করেন। সেমতে অত্র প্রতিনিধি দল রাসূলের সাথে মুলাক্বাতের জন্য মদীনায় আসে। যাদের মধ্যে ক্বায়েস ইবনুল হুছায়েন (قَيْسُ بْنُ الْحُصَيْنِ) এবং আব্দুল্লাহ বিন ফুরাদ (عبد الله بن فراد) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাদের সাথে আলোচনার এক পর্যায়ে রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করেন, জাহেলী যুগে যারাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত, তারাই পরাজিত হ'ত, এর কারণ কি ছিল'? জবাবে তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা কখনোই আগ বেড়ে কাউকে হামলা করতাম না বা যুলুমের সূচনা করতাম না। কিন্তু যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হ'লে আমরা দৃঢ় থাকতাম, ছত্রভঙ্গ হতাম না'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঠিক বলেছ। এটাই মূল কারণ'।

শিক্ষণীয় : *সেনাপতি হৌক আর আলেম হৌক, মুসলমান মাত্রই ইসলামের একক প্রচারক, খালেদ (রাঃ)-এর ভূমিকা তার বাস্তব প্রমাণ।*

(ক্রমশঃ)

মাসিক আত-তাহরীক : ফেলে আসা দিনগুলি

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

ভূমিকা :

মানবতার মুক্তির একমাত্র গ্যারান্টি হচ্ছে ইসলাম। যা পূর্ণাঙ্গ হয়েছে দেড় সহস্র বছর পূর্বে পবিত্র কুরআনের এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার মাধ্যমে যে, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْناً 'আজকের দিনে তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদা ৩)*।

মুসলিম মাত্রেরই এই দৃঢ় বিশ্বাস অপরিহার্য যে, শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত রিসালাতের দায়িত্বও তিনি যথাযথভাবে পালন করেছেন। এই বিশ্বাসের কমবেশী হ'লে রাসূল (ছাঃ)-কে খেয়ানতকারী সাব্যস্ত করা হবে (নাঊযুবিল্লাহ)। অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ) করেননি, করতে বলেননি বা অনুমোদন প্রদান করেননি এমন কর্ম শরী'আতে সংযোজিত হ'লে ধরে নেয়া হবে যে, রাসূল (ছাঃ) রিসালাতের এই অংশটি তাঁর উম্মাতকে না জানিয়ে বিদায় নিয়েছেন। যার ফলে শত শত বছর পরে এসে এটি দ্বীন হিসাবে সমাজে চালু হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম মালেক বিন আনাস (রহঃ) দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছেন, إِنَّ كُلَّ مَالَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ (ص) وَاَصْحَابه دِيْنًا لَمْ يَكُنِ الْيَوْمَ دِيْنًا وَقَالَ مَنِ ابْتَدَعَ فِى الْاسَلاَمِ بِدْعَةً فَرَاءِهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ اَنَّ مُحَمَّدًا (ص) قَدْ خَانَ الرِّسَالَةَ. 'রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের সময়ে যে সব বিষয় 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত ছিল না, বর্তমান কালেও তা 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত হবে না। যে ব্যক্তি ধর্মের নামে ইসলামে কোন নতুন প্রথা চালু করল, অতঃপর তাকে ভাল কাজ বা 'বিদ'আতে হাসানাহ' বলে রায় দিল, সে ধারণা করে নিল যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বীয় রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করেছেন' (নাঊযুবিল্লাহ) *(আবু বকর আল-জাযায়েরী, আন-ইনছাফ (কুয়েত : জমঈয়াতু এহইয়াইত তুরাছিল ইসলামী, তাবি), পৃঃ ৩২; গৃহীত ঃ মাসিক আত-তাহরীক, মে'৯৯ সংখ্যা, পৃঃ ১৪)*। মূলতঃ ইসলাম শাশ্বত দ্বীন। এর বিধানও অকাট্য। এই বিধান বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিশ্বনবীর মাধ্যমে বিশ্ব মানবতার জন্য নাযিলকৃত এক কল্যাণ বিধান। এখানে কমবেশী বা সংযোজন বিয়োজনের কোনই সুযোগ নেই। কিন্তু বাস্তবতা বড়ই করুণ। ইসলামকে যে যার মত ব্যবহার করে চলেছে। কুরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা করে, কখনো বা জাল-যঈফ হাদীছ ভিত্তিক আমল সমাজে চালু করে যার পর নাই বিশৃংখলা সৃষ্টি করা হয়েছে। 'পপুলার' (Popular) ইসলামের ভিড়ে 'পিওর' (Pure) ইসলাম যেন বিদায় নিতে চলেছে। এমনি এক ক্রান্তি লগ্নে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাণী তথা 'পিওর' ইসলাম জাতিকে জানানোর দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আত্মপ্রকাশ করেছিল পাঠক নন্দিত গবেষণা পত্রিকা মাসিক **'আত-তাহরীক'**। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। ইতিমধ্যে আত-তাহরীক তার আত্মপ্রকাশের ১৪টি বছর অতিক্রম করেছে। শৈশব পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করেছে। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত, অনেক সংকট ও ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে চলেছে সম্মুখপানে। দেশের সীমানা পেরিয়ে বহির্বিশ্বের বাংলাভাষী পাঠকদের মনেও স্থান করে নিয়েছে **'আত-তাহরীক'**। আলোচ্য নিবন্ধে আত-তাহরীক এর বিগত ইতিহাস নিয়ে স্মৃতিচারণ মূলক কিছু লেখার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

'আত-তাহরীক' শব্দের অর্থ :

اَلتَّحْرِيْكُ (আত-তাহরীক) শব্দটি বাবে تفعيل এর মাছদার। এর আভিধানিক অর্থ- বিশেষ আন্দোলন। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় The Movement অথবা That very Movement.

নামকরণের স্বার্থকতা :

যেকোন সংস্কারের জন্য প্রয়োজন আন্দোলন। আন্দোলন ব্যতীত কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠা হওয়া কল্পনাতীত। শিরক-বিদ'আতে নিমজ্জিত দিকভ্রান্ত মানবতাকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র পথে পরিচালনার জন্য তাই সর্বব্যাপী এক আন্দোলন প্রয়োজন ছিল। যে আন্দোলন হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার আন্দোলন, যে আন্দোলন হবে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-ভিত্তিক সমাজ গঠনের আন্দোলন, যে আন্দোলন হবে বিশ্ব মানবতার মুক্তি আন্দোলন। যে মানুষ নিজের জ্ঞানকে অহি-র জ্ঞানের সামনে বিনা দ্বিধায় সমর্পণ করে দিবে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত নির্দেশকে সানন্দে মাথা পেতে নিবে, দুনিয়ার চাইতে আখেরাতকে সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিবে 'আত-তাহরীক' মূলত তাদেরই মুখপত্র। আধুনিক জাহেলিয়াতের গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত বাংলার ঘুমন্ত চেতনাগুলি আন্দোলিত করার লক্ষ্যে 'আত-তাহরীক'-এর আত্মপ্রকাশ। 'আত-তাহরীক' তাই সর্বব্যাপী এক আন্দোলনের নাম। যে আন্দোলনের তীব্র ঝংকারে শিরক-বিদ'আত সহ যাবতীয় কুসংস্কার সমাজ থেকে চিরতরে বিদায় নিবে। 'আত-তাহরীক' নামকরণের স্বার্থকতা এখানেই।

আত-তাহরীক প্রকাশের উদ্দেশ্য :

দেশে অসংখ্য ইসলামী পত্রিকা থাকা সত্ত্বেও **'আত-তাহরীক'** প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা কি ছিল? এই প্রশ্নের জবাব মিলবে দেশে অসংখ্য ইসলামী দল থাকতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' নামে পৃথক সংগঠন করার প্রয়োজনীয়তার দিকে তাকালে। অসংখ্য সংগঠনের মাঝে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর যেমন প্রয়োজন, অসংখ্য পত্রিকার ভিড়ে 'আত-তাহরীক'-এর তেমনি

প্রয়োজন। শতধা বিভক্ত মুসলিম উম্মাহকে নিরবচ্ছিন্নভাবে অহী-র রাজপথের সন্ধান দানের নিমিত্তে জন্ম লাভ করেছে আত-তাহরীক। কেননা রাসূলুল্লাহ এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী জান্নাতী দল হবে মাত্র একটি। যার পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বললেন, مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِيْ 'আমি এবং আমার ছাহাবীগণ যে পথের উপর আছি' (কেবলমাত্র তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে)। অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবীগণের সনিষ্ঠ অনুসারীরাই কেবল জান্নাতে দাখিল হবে। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّ أُمَّتِىْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ، إِلاَّ مَنْ أَبَى. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ أَبَى؟ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ أَبَى– 'আমার সকল উম্মাতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কেবল তারা ব্যতীত, যারা 'অসম্মত'। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'অসম্মত' কারা হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! জবাবে তিনি বললেন, যারা আমার অনুসরণ করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যারা আমার অবাধ্যতা করবে তারাই হ'ল 'অসম্মত' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩)*।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও সত্য যে, বর্তমান সমাজে এই অবাধ্য শ্রেণীর সংখ্যাই বেশী। নবী প্রেমের মুখরোচক শ্লোগান আর মিছিলে মিছিলে মহানগরী মাত করে দিলেও তাদের অন্তর আসলে ফাঁকা। রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ মানতে এরা রাযী নয়। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ছালাতের ক্ষেত্রেও ছহীহ হাদীছ মেনে বুকে হাত বাঁধা, রাফউল ইয়াদায়েন, আমীন সরবে বলতে সম্মত নয়। বরং জাহেলী আরবের মত বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে এরা যেই তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থাকতে চায়। বাজারে যেসকল ইসলামী পত্রিকা আছে তার সবক'টিই প্রায় একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। এরা 'পিওর' ইসলাম জাতির সামনে তুলে ধরে না। অথবা তুলে ধরার সাহস রাখে না। এমত পরিস্থিতিতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বক্তব্য নির্দ্বিধায় ও বলিষ্ঠভাবে জাতির সামনে তুলে ধরার হিম্মত ও অঙ্গীকার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে মাসিক **'আত-তাহরীক**। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*।

স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর আত-তাহরীক :

১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশের পর হ'তে অদ্যাবধি আত-তাহরীক তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে সম্মুখ পানে এগিয়ে চলেছে। নিম্নে আত-তাহরীক -এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হ'ল।-

(ক) রেফারেন্সভিত্তিক লেখনী : আত-তাহরীক-এর প্রতিটি লেখা হয় পূর্ণ রেফারেন্স ভিত্তিক। যাতে যে কেউ যেকোন তথ্য যাচাই করতে পারে। সেই সাথে কুরআনের আয়াতেও সূরার নম্বর এবং হাদীছের ক্ষেত্রে পূর্ণ রেফারেন্স সহ হাদীছটির অবস্থা অর্থাৎ ছহীহ, হাসান ইত্যাদি উল্লেখ থাকে। কোন অবস্থাতেই জাল ও যঈফ হাদীছ থেকে দলীল পেশ করা হয় না। কখনো অসাবধানতা বশতঃ কোন মওযূ বা যঈফ হাদীছ প্রকাশ হয়ে গেলে, জানার পর পরবর্তী সংখ্যায় এর সংশোধনী দেয়া হয়। যাতে পাঠক সাধারণ বিভ্রান্তিতে না পড়েন বা ভুল আমল করে ক্ষতিগ্রস্ত না হন। রেফারেন্সের ত্রুটির কারণে অনেক লেখা প্রকাশের অনুপযোগী হয়ে যায়। সেকারণ অনেক নামী-দামী লেখককে আমরা বলতে শুনেছি যে, 'আত-তাহরীকে লেখার যোগ্যতা আমাদের নেই'।

(খ) গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিভাগের সমাহার : আত-তাহরীক-এর নিয়মিত কিছু বিভাগ, যেগুলো পত্রিকাটির গুণগত মান অক্ষুণ্ন রেখেছে। যেমন দরসে কুরআন, দরসে হাদীছ, নবীদের কাহিনী, ছাহাবা চরিত, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, মহিলাদের পাতা, অর্থনীতির পাতা এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধ। এছাড়াও ছোটদের জন্য এতে রয়েছে সোনামণিদের পাতা, হাদীছের গল্প ও গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান। আছে দলীলভিত্তিক ৪০টি প্রশ্নের উত্তর। স্বদেশ-বিদেশ ও মুসলিম জাহানের গুরুত্বপূর্ণ খবর, কবিতা, ক্ষেত-খামার, চিকিৎসা জগতও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এক কথায় সর্বমহলের পাঠকের জন্য **আত-তাহরীক** এক অনন্য গবেষণা পত্রিকা।

(গ) সময়োপযোগী বলিষ্ঠ সম্পাদকীয় : সম্পাদকীয় হচ্ছে একটি পত্রিকার হৃৎপিণ্ড। সম্পাদকীয় পাঠেই জানা যায় সে পত্রিকার নীতি-আদর্শ। জানা যায় পত্রিকাটির মান ও বলিষ্ঠতা। আত-তাহরীক-এর বেলায়ও এর ব্যতিক্রম কিছু নয়। সম্মানিত পাঠকগণই বিচার করবেন এক্ষেত্রে আত-তাহরীকের ভূমিকা সম্পর্কে। দ্বীনী বিষয় সহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতে আত-তাহরীক নির্দ্বিধায় তার বলিষ্ঠ বক্তব্য তুলে ধরে থাকে। এ বিষয়ে নিন্দুকের নিন্দাবাদকে বা কোন সমালোচকের সমালোচনাকে অথবা সম্ভাব্য কোন বিপদকে সে কখনোই তোয়াক্কা করেনি। এমনকি আদর্শিক কোন বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আপোষে মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও আত-তাহরীক দ্বিধাহীনভাবে সঠিক বিষয় জাতির সামনে তুলে ধরে। আহলেহাদীছ আন্দোলনকে আদর্শচ্যুত করার ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় আত-তাহরীক-এর আপোষহীন বলিষ্ঠ ভূমিকাই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(ঘ) কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক ফৎওয়া প্রদান : মানুষের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, দ্বীনী বিষয়ে ফৎওয়া দানের জন্য হেদায়া, শরহে বেকায়া, কুদূরী, আলমগীরী ইত্যাদি ফৎওয়ার কিতাবগুলি অপরিহার্য। ফৎওয়ার কিতাব ছাড়া ফৎওয়া দান একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু আত-তাহরীক প্রমাণ করেছে যে, ফৎওয়ার কিতাব নয়, বরং ফৎওয়া দানের জন্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছই যথেষ্ট। এ প্রসঙ্গে একজন বিদগ্ধ পাঠকের মন্তব্য ছিল, 'ফৎওয়ার কিতাব ব্যতীত শুধুমাত্র কুরআন ও হাদীছ থেকে ফৎওয়া দেওয়া যায় তা আমাদের জানা ছিল না। আত-তাহরীক এক্ষেত্রে এক নীরব বিপ্লব সৃষ্টি করেছে'। অনেক সময় পাঠকরা দেশের অন্যান্য ইসলামী পত্রিকায় প্রকাশিত ভুল ফৎওয়া উল্লেখ করে আত-তাহরীকে প্রশ্ন পাঠিয়ে থাকেন। যার জওয়াব আত-তাহরীকে দলীল ভিত্তিক প্রকাশিত হয়। ফলে ব্যক্তি ভুল আমল থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। কেননা আমল যত সুন্দরই হৌক না কেন তা যদি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক না হয় তাহ'লে তা নিষ্ফল হবে। ক্বিয়ামতের দিন শূন্য হাতে উত্থিত হ'তে হবে

(কাহফ ১০৩-১০৪)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি এমন আমল করল, যাতে আমার নির্দেশ নেই তা বাতিল' *(মুসলিম হা/১৭১৮)*।

সেকারণ মাসিক আত-তাহরীক মানুষকে আল্লাহ্র গ্রহণযোগ্য আমলের সন্ধান দেয়। মনগড়া সব আমলের বিপরীতে ছহীহ হাদীছভিত্তিক আমল অকপটে জানিয়ে দেয়।

(ঙ) ভুল সংশোধনী : আত-তাহরীক-এর আরো একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, ফৎওয়া বা যেকোন লেখায় অসাবধানতা বশত কোন ভুল হয়ে গেলে পরবর্তী সংখ্যায় এর সংশোধনী প্রকাশ করা। তাহরীক কখনো নিজের সিদ্ধান্তের উপরে যিদ করে না। বরং দলীলের কাছে মাথা নত করে।

(চ) কাউকে কটাক্ষ না করা : মাসিক আত-তাহরীকের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হচ্ছে কাউকে কটাক্ষ করে কিছু না লেখা। কারো বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য মূলকভাবে কিছু বলা আত-তাহরীকের লক্ষ্য নয়। বরং নির্ভয়ে সত্য প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। আর হক কথা সকলের নিকট পসন্দনীয় হয় না এটাই স্বাভাবিক। সেকারণ কেউ কেউ আত-তাহরীকের বিরুদ্ধাচরণেও প্রবৃত্ত হয়েছেন। কিন্তু তাতে ফল উল্টা হয়েছে। যেখানে আত-তাহরীক বাধাগ্রস্ত হয়েছে সেখানেই দ্রুত এর গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি কোন কোন মাদরাসার খবর আমাদের জানা আছে, যেখানে আত-তাহরীক গেলে পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তাহরীক পড়লে ছাত্রদের শায়েস্তা করার চূড়ান্ত হুমকি দেওয়া হয়, এতদসত্ত্বেও ছাত্ররা গোপনে এমনকি স্ব স্ব কিতাবের মলাটের ভিতরে লুকিয়ে রেখে আত-তাহরীক পাঠ করেছে।

(ছ) লেখক ও গবেষক সৃষ্টিতে আত-তাহরীক-এর ভূমিকা : আত-তাহরীক কেবলমাত্র পাঠকদের জন্যই উপকারী পত্রিকা নয়। বরং এটি নতুন নতুন লেখক সৃষ্টিতেও বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। এক্ষেত্রে আত-তাহরীক শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে আসছে। যারা এক সময় লিখতে জানতেন না আত-তাহরীক-এর বদৌলতে তারা এখন ভাল লেখক হয়েছেন। যারা গবেষণা কি তা বুঝতেন না, তারা এখন ভাল গবেষক হয়েছেন। যারা বক্তৃতা দিতে পারতেন না, তারাও এখন আত-তাহরীক-এর অবদানে বেশ ভাল বক্তা হয়েছেন। অতএব আত-তাহরীক এর অবদান অনস্বীকার্য।

(জ) ওয়েবসাইটে আত-তাহরীক : আত-তাহরীক তার হক দাওয়াত সর্বমহলে পৌঁছানোর নিমিত্তে আধুনিক প্রচার মাধ্যম থেকে পিছিয়ে নেই। ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর'০৪ থেকে আত-তাহরীক তার নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু করেছে। যার ঠিকানা www.at-tahreek.com. এর মাধ্যমে পত্রিকা বের হবার সাথে সাথে বিশ্বের যেকোন স্থান থেকে যেকেউ পড়তে পারেন। সেই সাথে উক্ত ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় আত-তাহরীক-এর বিগত সংখ্যা, ছালাতুর রাসূল, নবীদের কাহিনী সহ **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'** প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ বই, আমীরে জামা'আত সহ অন্যান্য বক্তাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য এবং আমীরে জামা'আতের ধারাবাহিক জুম'আর খুৎবা সমূহ।

(ঝ) স্বতন্ত্র বানান রীতি : বাংলা ভাষা মূলতঃ কয়েকটি ভাষার সমন্বয়। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহৃত অনেক বাংলা শব্দ আরবী, উর্দূ ও ফারসী ভাষা থেকে গৃহীত। সেকারণ আত-তাহরীক মূল আরবী, উর্দূ বা ফারসী বর্ণমালার সাথে মিল রেখে এবং ধ্বনি তত্ত্বের দিকে খেয়াল রেখে স্বতন্ত্র বানান রীতি অনুসরণ করে চলে, যাতে বাংলা ভাষার ইসলামী স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকে। সাথে সাথে ঢাকার বাংলা যাতে নিজস্ব ঐতিহ্যে দীপ্যমান থাকে এবং অন্যের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে, সেদিকেও আত-তাহরীক সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলে।

আত-তাহরীক-এর প্রথম দিনগুলো :

(ক) প্রকাশের ধারাবাহিকতা : আজ থেকে সাড়ে ১৪ বৎসর পূর্বে ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের এক শুভ ক্ষণে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর মুখপত্র হিসাবে **মাসিক আত-তাহরীক**-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। প্রথম সংখ্যা দুই হাযার কপি ছাপা হয়। সে সময় রাজশাহীতে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কর্মীদের ব্যাপক চাহিদার কারণে কর্মী সম্মেলনেই দুই হাযার কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে পরবর্তীতে উক্ত সংখ্যাটি আরও দুই হাযার কপি ছাপিয়ে পাঠকদের চাহিদা পূরণ করা হয়। এরপর থেকে চলতে থাকে আত-তাহরীকের অব্যাহত অগ্রযাত্রা। ৪০ পৃষ্ঠা এবং ৬টি বিভাগ নিয়ে আত-তাহরীক তার যাত্রা শুরু করেছিল। বিভাগ ৬টি ছিল- ১. দরসে কুরআন ২. দরসে হাদীছ ৩. প্রবন্ধ ৪. মহিলাদের পাতা ৫. কবিতা ও ৬. প্রশ্নোত্তর। এ সংখ্যায় মাত্র ৩টি প্রশ্নোত্তর স্থান পেয়েছিল।

প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর পাঠক মহলের ব্যাপক সাড়া এবং চাহিদা বিবেচনা করে ২য় সংখ্যায় ৬টির স্থলে ১৪টি বিভাগ, ৩টির স্থলে ১০টি প্রশ্নোত্তর এবং প্রথম সংখ্যার দ্বিগুণ অর্থাৎ চার হাযার কপি ছাপা হয়। অতঃপর ৩য় সংখ্যা নভেম্বর'৯৭ প্রকাশের পূর্বে 'আত-তাহরীক'-এর সরকারী রেজিস্ট্রেশন পাওয়া যায়। ফলে ৩য় সংখ্যা থেকে আরো এক ফরমা বৃদ্ধি করে ৪৮ পৃঃ এবং বিভাগ ১টি বৃদ্ধি করে ১৫টি করা হয়। এভাবে চলতে থাকে ১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা পর্যন্ত। অতঃপর ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা এপ্রিল'৯৮ থেকে আত-তাহরীকে আরেক দফা পরিবর্তন আসে। বৃদ্ধি করা হয় আরও ১টি ফরমা। অর্থাৎ ৪৮ থেকে পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৬ করা হয় এবং প্রশ্নোত্তর ৫টি বৃদ্ধি করে ১৫টি করা হয়। পরবর্তীতে পাঠকদের চাহিদার কারণে প্রশ্নোত্তর সংখ্যা কয়েক দফা বাড়ানো হয়। ২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা জুন'৯৯ থেকে ২৫, ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর'৯৯ হ'তে ৩০, ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০০০ সংখ্যা হ'তে ৩৫ এবং ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা জানু'০৩ হ'তে ৪০টি করে প্রশ্নোত্তর নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। প্রথমদিকে আত-তাহরীকে এক রঙা প্রচ্ছদ ছাপা হ'ত। অতঃপর ৩য় বর্ষ ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০০ (যৌথ বিশেষ

সংখ্যা) থেকে চার রঙ্গের আকর্ষণীয় প্রচ্ছদে আত-তাহরীক প্রকাশ হ'তে থাকে। সেই থেকে অদ্যাবধি পত্রিকাটি যথাসাধ্য তার অঙ্গসজ্জা বজায় রেখে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। বরং পূর্বের তুলনায় বর্তমানে আরও আকর্ষণীয় প্রচ্ছদে বের হচ্ছে। শুরু থেকে জুন'০৩ পর্যন্ত প্রচ্ছদে 'তাওহীদ ট্রাস্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নির্মিত দেশের বিভিন্ন এলাকার আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ছবি এবং এর পর থেকে প্রতি সংখ্যাতে দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা ও ঐতিহাসিক মসজিদ সমূহের ছবি স্থান পাচ্ছে। যাতে প্রতি সংখ্যায় একটি নতুন মসজিদের সাথে পাঠকদের পরিচিতি ঘটছে।

খ. আর্থিক দৈন্য : যেকোন পত্রিকার ক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপন হ'ল আয়ের একটি প্রধান খাত। শুধুমাত্র পত্রিকা বিক্রির আয় দিয়ে পত্রিকা চালানো দুঃসাধ্য। আত-তাহরীকের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটি প্রকট আকারে দেখা দেয়। মাসিক পত্রিকায় কেউ বিজ্ঞাপন দিতে চায় না। এতে সরকারী কাগজের কোটা বা সরকারী কোন বিজ্ঞাপন পাওয়া যায় না। নতুন পত্রিকার কারণে বিজ্ঞাপনের স্বল্পতা, তার উপর বাছাইতে অধিকাংশ বিজ্ঞাপন অননুমোদিত হওয়ায় প্রথমদিকে প্রায় বিজ্ঞাপন শূন্য অবস্থায়ই পত্রিকা প্রকাশ হ'ত। উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞাপন হ'ল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রচার মাত্র। এর সাথে পত্রিকার কোন সম্পর্ক নেই বা কোন দায়বদ্ধতাও নেই। কিন্তু আত-তাহরীকের পাঠকগণ এখানেও অত্যন্ত সজাগ। পান থেকে চুন খসলেই আত-তাহরীক পরিবারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ছাড়ে। একবার একটি মিষ্টির দোকানের বিজ্ঞাপনে 'জন্মদিনের কেক-এর অর্ডার নেওয়া হয়' মর্মে প্রচার হওয়ায় বিজ্ঞ পাঠকগণ এর প্রতিবাদ করেন। এদিকে পত্রিকার অন্য কোন আয় না থাকায় রীতিমত আর্থিক দীনতার মধ্যেই আত-তাহরীকের প্রাথমিক দিকের বছরগুলি অতিক্রান্ত হয়।

গ. জনবল : আত-তাহরীক-এর প্রথম দিকের জনবল বলতে তেমন কিছুই ছিল না। বলতে গেলে মাননীয় প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** একাই সবকিছু করতেন। সাথে আমি তাঁর সহযোগী হিসাবে এবং কম্পোজের জন্য একজন অপারেটর ও সার্কুলেশনের জন্য একজন সার্কুলেশন ম্যানেজার ছিল। উল্লেখ্য যে, আত-তাহরীক-এর ২য় সংখ্যা অক্টোবর'৯৭ থেকে (১৪ অক্টোবর'৯৭) আমি আত-তাহরীকে যোগদান করি। সে সময়ে বসার মত তেমন কোন জায়গা ছিল না। আমীরে জামা'আতের বাসা সংলগ্ন কম্পিউটার রুমেই তাহরীকের কাজ হ'ত। ফ্লোরে বসে একটি ছোট ডেস্ক-এর উপর কাজ করতাম। আমীরে জামা'আত দীর্ঘ সময় নিজে কম্পিউটারের সামনে বসে কারেকশন বলে দিতেন আর আমি সংশোধন করতাম। এভাবে দিন-রাতের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আত-তাহরীক বের হ'ত। প্রচণ্ড কাজের ভিড়ে অনেক রাত বিনিদ্র কেটে যেত। কম্পিউটার টেবিলে বসে অনেক সময় তন্দ্রা আসলে আমীরে জামা'আত কিছুসময় হেটে আসতে বলতেন এবং ঐ সময় তিনি নিজেই কুরআনের আয়াত ও হাদীছের হরকতগুলো কী বোর্ড চেপে চেপে আস্তে আস্তে দিতে থাকতেন। ঘুম তাড়িয়ে পুনরায় এসে কাজে বসতাম। এভাবেই প্রথমদিকে আত-তাহরীক প্রকাশ পেত।

বাধাসঙ্কুল পরিবেশের মোকাবেলায় আত-তাহরীক :

হক-এর পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, বরং কন্টকাকীর্ণ। আত-তাহরীক তার প্রকাশনার শুরু থেকে নানা প্রতিকূলতা ও চক্রান্ত দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করে এসেছে এবং সফলতা লাভে ধন্য হয়েছে। প্রকাশের পর থেকেই আত-তাহরীককে আমীরে জামা'আতের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার চক্রান্ত করতে থাকে সংগঠনের আভ্যন্তরীণ একটি চক্র। বারবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে অবশেষে সংগঠন থেকে বহিস্কৃত হওয়ার পর উঠে পড়ে লাগে আত-তাহরীকের বিরুদ্ধে। বিশেষ করে উক্ত চক্রের দোসর যারা আত-তাহরীকের এজেন্ট ছিল তারা এক যোগে পত্রিকা নেওয়া বন্ধ করে দেয় এবং আত-তাহরীকের পাওনা টাকা আত্মসাৎ করে। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রচার সংখ্যা হ্রাস পায় এবং অর্থনৈতিকভাবে আত-তাহরীক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে আল্লাহ পাকের অপার অনুগ্রহে অল্পদিনের মধ্যেই তা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়। যেসকল এজেন্ট পত্রিকা বন্ধ করে দিয়েছিল, সেখানে নতুন এজেন্ট সৃষ্টি হয় এবং সাময়িক বিঘ্ন সৃষ্টি হ'লেও গ্রাহকরা পুনরায় পত্রিকা পেতে শুরু করে।

এই ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই পর্বত সম বিপদ নিয়ে হাযির হয় ২০০৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারীর কালো রাত। সবকিছুকেই যেন স্তব্ধ করে দেয় এই ঘোর অমানিশা। আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার, ইজতেমা বাতিল, চারিদিকে গ্রেফতার আতঙ্ক, পত্র-পত্রিকায় একচেটিয়া মিথ্যা রিপোর্ট আমাদেরকে যারপর নেই শঙ্কিত ও স্তম্ভিত করে দেয়। অবাক বিস্ময়ে সবকিছু অবলোকন করা ছাড়া আমাদের করার তেমন কিছুই ছিল না। আমরা যেন একেবারে মুষড়ে পড়েছিলাম। আমরা নির্বাক দৃষ্টিতে পত্রিকার পাতায় দেখলাম যে, রাজশাহীর সাংবাদিকরা বৈঠক করে 'আত-তাহরীক' বন্ধের জন্য রাজশাহী যেলা প্রশাসক বরাবরে স্মারকলিপি দিয়েছে। এছাড়াও এরা আত-তাহরীকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে একাধিক মিথ্যা রিপোর্ট প্রকাশ করে আত-তাহরীক-এর প্রকাশনাকে চিরতরে স্তব্ধ করার অপচেষ্টা চালাতে থাকে। আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় আমরা শঙ্কিত হ'লেও সাহস হারাইনি। উক্ত স্মারকলিপি প্রদানের একদিন পরেই আমরা কয়েকজন মাননীয় যেলা প্রশাসকের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। সাক্ষাৎ করে সাংবাদিকদের স্মারকলিপির কথা তুলে ধরে যখন সমাজ সংস্কারে এবং দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আত-তাহরীক-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে লাগলাম, তখন যেলা প্রশাসক মহোদয় আমাদের থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি শুনেছি সাংবাদিকরা একটি স্মারকলিপি দিয়েছে। যে কেউ যেকোন বিষয়ে স্মারকলিপি দিতে পারে। সেটা আপনাদের ভাববার বিষয় নয়। আপনারা আপনাদের কাজ করে যান। আমি নিজেও তো আত-তাহরীক পড়ি'। যেলা প্রশাসকের এই ইতিবাচক বক্তব্য ঐ চরম মুহূর্তে আমাদের জন্য ছিল বিশাল সান্ত্বনা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে

নওদাপাড়ায় ফিরে এলাম। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় পত্রিকা বন্ধে সাংবাদিকদের চক্রান্ত ব্যর্থ হ'ল।

কিন্তু তারপরও চারিদিকে আতঙ্ক। **আত-তাহরীক**-এর সম্পাদক মণ্ডলীর মাননীয় সভাপতি মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** কারান্তরীণ। পাঠকরা আত-তাহরীক রাখতে ভয় পেতে লাগলো। না জানি আত-তাহরীক রাখার অপরাধে গ্রেফতার হ'তে হয় এই ভয়ে সে সময়ে অনেকে আত-তাহরীক রাখা বন্ধ করে দিল। এমনকি অনেকে বাসায় রক্ষিত পুরাতন তাহরীকগুলোও আগুনে পুড়িয়ে দিল অথবা স্থানান্তরিত করে হাফ ছেড়ে বাঁচল। শুধু পাঠকই নয়, লেখকদের ক্ষেত্রেও এমন নযীর রয়েছে। এমন দু'একজন লেখক আছেন, যারা তখন থেকে অদ্যাবধি আর আত-তাহরীকে লিখেননি। আল্লাহ তাদের হিম্মত ফিরিয়ে দিন- আমীন!

এই ধাক্কায় আত-তাহরীকের প্রচার সংখ্যা সাড়ে তের হাযার থেকে কমে আট হাযারে নেমে আসে। তবে আল্লাহ পাকের মেহেরবাণীতে এক সংখ্যার জন্যও আত-তাহরীক বন্ধ হয়নি। *ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ*।

অতঃপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে থাকে। ১৬ মাস কারাভোগের পর আমীরে জামা'আত ব্যতীত বাকী ৩ জন মুক্তি লাভ করেন। শুরু হ'ল আরেক ষড়যন্ত্র। এবার শুধু আত-তাহরীক নয়। বিগত ত্রিশ বৎসর যাবত তিলে তিলে গড়ে ওঠা সংগঠনকে একেবারে লক্ষ্যচ্যুত ও আদর্শচ্যুত করার ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রের বীজ প্রোথিত ছিল অত্যন্ত গভীরে । ছিল অত্যন্ত পরিকল্পিত। আমীরে জামা'আতকে জেলখানায় রেখে তার নামে মিথ্যাচার করে কর্মীদের ভুলিয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনকে' প্রচলিত শিরকী রাজনীতির নোংরা ড্রেনে নিক্ষেপের ষড়যন্ত্র। কিন্তু আত-তাহরীক-এর আপোষহীন ভূমিকার কারণে এখানেও চক্রান্তকারীরা দারুণভাবে ব্যর্থ হয়। তাদের জনসভার ও সাংবাদিক সম্মেলনের ঘোষণার বিপরীতে আত-তাহরীক তার আদর্শিক দৃঢ়তা বজায় রেখে অকপটে হক কথা জাতিকে জানিয়ে দেয়। ফলে নিজ গৃহেই এরা মুখ থুবড়ে পড়ে। আর এর ঝাল মিটায় সম্পাদককে দু'দুটি মিথ্যা শোকজ নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে। এমনকি শেষতক গ্রেফতারের হুমকি দিয়ে। তারা চেয়েছিল যেকোন উপায়ে সম্পাদককে তাড়াতে পারলে আত-তাহরীক কব্জা করে তাদের কাংখিত স্বপ্ন বাস্তবায়ন করবে। কিন্তু আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। ফলে তাদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অপরদিকে আত-তাহরীক তার আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে বিজয় পতাকা উড্ডীন করে টিকে আছে ময়দানে আল্লাহ্‌র রহমতে।

বাতিলের ভিত কাপিয়ে দিয়েছে আত-তাহরীক :

'সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত, নিঃসন্দেহে মিথ্যা অপসৃয়মান' *(বণী ইসরাঈল ৮১)*। হকের সিংহগর্জনে বাতিলের প্রাসাদ কেঁপে ওঠবে এটিই স্বাভাবিক। আত-তাহরীক বাতিলপন্থীদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছে। ধর্ম নিয়ে ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে। নির্দ্বিধায় হক কথা বলার কারণে জাতি সঠিক ইসলাম জানতে পারছে। ফলে দেশের সর্ববৃহৎ শিরকের আড্ডাখানা ফীরিদপুরের আটরশি, মাযারের নগরী চট্টগ্রাম ও সিলেটেও ঝংকার তুলেছে আত-তাহরীক। বিদ'আতীরা ক্ষিপ্ত হয়ে আত-তাহরীকের বিরুদ্ধে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেও ব্যর্থ হয়েছে। আটরশির দীর্ঘ ৫০ বৎসরের খাদেম ও তার সন্তান আহলেহাদীছ হয়ে গেছে। আটরশির একেবারে সন্নিকটে নিজেরা পৃথক আহলেহাদীছ জামে মসজিদ স্থাপন করেছে। সেখানে জুম'আ সহ নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত মাইকে আযান সহ জামা'আতের সাথে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আহলেহাদীছদের এই উত্থান দেখে এরা ভীত হয়ে পড়ে এবং নানাভাবে প্রতিরোধ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। অবশেষে এরাই ব্যর্থ হয়। এরকম জানা-অজানা অসংখ্য ঘটনা আছে যা বিদ'আতীদের ভিতকে কাঁপিয়ে দিয়েছে।

শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি ও অগ্রগতির পথে আত-তাহরীক :

নানাবিধ বাধা-বিপত্তি ও চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আত-তাহরীক শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে এগিয়ে চলেছে। ১৪ বৎসর পূর্বে ২০০০ কপি দিয়ে শুরু হওয়া তাহরীক বর্তমানে সাড়ে ১৮ হাযার কপি প্রকাশিত হচ্ছে (ফেব্রুয়ারী'১২)। দেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বের ১৩টি দেশে নিয়মিত আত-তাহরীক যাচ্ছে। ইন্টারনেটের বদৌলতে মুহূর্তের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। ইন্টারনেট পাঠকও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাত্র চার জন দিয়ে শুরু হওয়া আত-তাহরীক স্টাফ বর্তমানে ১৬ সদস্যের এক বড় পরিবার। সে অনুযায়ী বসবাসের জায়গাও হয়েছে পর্যাপ্ত। একাধিক কক্ষ সম্বলিত আত-তাহরীক অফিস বর্তমানে একটি জমজমাট অফিস। সেই সাথে যোগ হয়েছে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় বিভাগ'। সব মিলিয়ে একটি ব্যস্ততম অফিস হচ্ছে মাসিক আত-তাহরীক অফিস। দেশ-বিদেশের ব্যাপকভাবে সমাদৃত হচ্ছে আত-তাহরীক। প্রতিনিয়ত এর প্রচার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উপসংহার :

পরিশেষে বলব, দীর্ঘ সাড়ে চৌদ্দ বছরের ফসল আত-তাহরীক-এর বর্তমান অবস্থা নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। হক ও বাতিল চিহ্নিত করণের ক্ষেত্রে আত-তাহরীকের ভূমিকা অপরিসীম। মানুষের হৃদয়ে আত-তাহরীক এমনভাবে স্থান করে নিয়েছে যে, মাসআলাগত কোন সমস্যায় মানুষ দিনের পর দিন তাহরীক পানে চেয়ে থাকে অপলক নেত্রে। অবশেষে তাহরীকের সিদ্ধান্ত পেয়ে আপ্লুত মনে তা বাস্তবায়নে প্রবৃত্ত হয়। অতএব মহান আল্লাহ তা'আলার নিকটে আমাদের হৃদয় নিংড়ানো নিবেদন তিনি যেন ক্বিয়ামত পর্যন্ত এই দাওয়াত অব্যাহত রাখেন এবং এর কর্মকর্তা-কর্মচারী, লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-এজেন্ট, বিজ্ঞাপনদাতা সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করেন- আমীন!!

সংগঠনের প্রচার ও প্রসারে

তাবলীগী ইজতেমার ভূমিকা

ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ

ইসলাম প্রচারমুখী ধর্ম। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরাই উত্তম জাতি, তোমাদেরকে সমগ্র মানব জাতির মধ্য থেকে নির্বাচন করা হয়েছে এজন্য যে, তোমরা লোকদেরকে সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। দ্বীন প্রচারের বিষয়ে পবিত্র কুরআনে অনুরূপ বহু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার পক্ষ থেকে তোমরা যদি একটি আয়াতও জেনে থাক, তবে তা অন্যের নিকটে পৌঁছে দাও' *(বুখারী, মিশকাত, হা/১৯৮)*। দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের মত রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছেও নানামুখী নির্দেশনা সুস্পষ্ট। দ্বীন প্রচারের গুরুত্ব এত বেশি যে, মহান আল্লাহ দ্বীন প্রচারে বিমুখ থাকার কারণে ইতিপূর্বে বহু সম্প্রদায়কে নানা রকম গযবের দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছেন। উম্মতে মুহাম্মাদীর উদ্দেশ্যেও তিনি অত্যন্ত কঠিন হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, ঈমান আনয়ন এবং সৎকর্ম সম্পাদনের পর যদি তোমরা পরস্পরকে হক্বের দাওয়াত না দাও এবং প্রয়োজনে ধৈর্য ধারণ না কর, তবে অবশ্যই অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে *(আছর)*। দ্বীনের প্রচারের প্রতি গুরুত্বারোপ করে রাসূল (ছাঃ)ও শপথ করে বলেন, 'তোমরা হয় লোকদেরকে ন্যায়ের আদেশ করবে এবং অন্যায়ের নিষেধ করবে, অন্যথা তোমরা আযাবে নিপতিত হবে' *(তিরমিযী, হা/২৩২৩)*। এ থেকে দ্বীন প্রচারে দাওয়াতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। যদিও প্রেক্ষাপট ও পরিবেশের উপর ভিত্তি করে দাওয়াতের হুকুম সমূহ বিশ্লেষণ করে দাওয়াতের তিনটি স্তর বিন্যাস (ফরযে আইন, ফরযে কেফায়া, মুবাহ) করা হয়েছে। তথাপি বর্তমানে দেশীয় ও বিশ্ব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এ কথা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা যায় যে, বর্তমানে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরযে আইন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বীন প্রচারের গুরুত্ব উপলব্ধি করে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' তার সাংগঠনিক কর্মসূচীর মধ্যে প্রথম দফা কর্মসূচী নির্ধারণ করেছে 'তাবলীগ' বা প্রচার।

অত্র সংগঠনের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের দ্বারা দ্বীন প্রচারের যতগুলো মাধ্যম বা পদ্ধতি আছে, তার মধ্যে **'বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা'** অন্যতম। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' **১৯৭৮** সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী প্রতিষ্ঠা লাভের পরপরই মাত্র দু'বছরের মাথায় **১৯৮০** সালে সর্বপ্রথম ঢাকায় জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করে। অতঃপর দীর্ঘ বিরতির পর **১৯৯১** সাল থেকে রাজশাহীর নওদাপাড়াতে নিয়মিত প্রতি বছরই দু'দিনব্যাপী তাবলীগী ইজতেমার আয়োজন করে আসছে। শুরুর দিকে ইজতেমায় জনগণের উপস্থিতি তুলনামূলক কম হ'লেও উত্তরোত্তর লোক সমাগম এত বেশি হচ্ছে যে, দিনে দিনে জায়গার ব্যবস্থা করা কর্তৃপক্ষের জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। অত্র তাবলীগী ইজতেমা দুই দিনে বিষয় ভিত্তিক বক্তব্য ছাড়াও দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হ'ল।

প্রতি বছর তাবলীগী ইজতেমা আয়োজন করার কমপক্ষে চার মাস আগে থেকে সংগঠন নানা রকম প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। যেমন-

বৈঠকাদি : কেন্দ্রীয় সংগঠন বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা'র বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর তা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। প্রথমে যেলার দায়িত্বশীলদের নিয়ে বৈঠক করা হয়। অতঃপর তাবলীগী ইজতেমা সফলভাবে বাস্ত বায়নের লক্ষ্যে একটি ইজতেমা বাস্তবায়ন কমিটি গঠন এবং তার অধীনে বিভাগভিত্তিক বিভিন্ন সাব-কমিটি গঠন করা হয়। অতঃপর প্রয়োজন মত সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যদের সমন্বয়ে পরামর্শ ও কর্মতৎপরতার খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য বার বার বৈঠক করা হয়। একই সাথে যেলাসহ অন্যান্য অধঃস্তন স্ত রগুলোতেও ইজতেমা বাস্তবায়নের জন্য বৈঠক হয়ে থাকে। এসব বৈঠকে তাবলীগী ইজতেমার প্রস্তুতির পাশাপাশি দ্বীন ও সংগঠনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে।

কূপণ : তাবলীগী ইজতেমা সফলভাবে সম্পন্ন করতে প্যাণ্ডেল ডেকোরেশন, মাইক, প্রচারপত্র ইত্যাদি খাতে বেশ মোটা অংকের অর্থ খরচ হয়ে থাকে। সেই খরচ নির্বাহ করার জন্য প্রতি বছরই তাবলীগী ইজতেমার তারিখ, স্থান উল্লেখসহ সংগঠনের নাম ও শ্লোগান দিয়ে কূপণ ছাপিয়ে তা এক/দুই মাস আগে যেলায় যেলায় দায়িত্বশীলদের মাঝে বিতরণ করা হয়। উক্ত কূপণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বশীল ও কর্মীরা অর্থ আদায় করে থাকেন। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন অর্থ আদায় হয়, অন্যদিকে কূপণে ইজতেমার তারিখ ও স্থানের পাশাপাশি সংগঠনের নাম ও শ্লোগান থাকার কারণে সাংগঠনিক প্রচারও হয়ে থাকে।

প্রচারপত্র : তাবলীগী ইজতেমার খবর সর্বসাধারণের নিকটে পৌঁছানো এবং এর মাধ্যমে ইজতেমায় লোক সমাগম বেশি করার জন্য প্রতি বছরই ইজতেমার পোষ্টার, হ্যাণ্ডবিল এবং বিশেষ দাওয়াত কার্ড ছাপানো হয়ে থাকে। উক্ত প্রচারপত্রগুলো প্রত্যেক যেলার দায়িত্বশীল ও কর্মীদের মাধ্যমে সারা দেশের গ্রামে-গঞ্জের দেওয়ালে মেরে, বিতরণ করে এবং দেশের বিশিষ্ট জনের নিকটে বিশেষ দাওয়াতপত্র দ্বারা ইজতেমায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। যা ইজতেমার প্রচারের পাশাপাশি সংগঠনের প্রচার ও প্রসারে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

বিজ্ঞাপন : কেন্দ্র থেকে শুরু করে প্রত্যেক সাংগঠনিক যেলায় নির্দেশনা দেওয়া হয় যে, ইজতেমার দু'তিন দিন আগে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিকে ইজতেমায় অংশগ্রহণ ও সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে বিজ্ঞাপন প্রকাশের। সে লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সংগঠন রাজশাহীর স্থানীয় ও কমপক্ষে দু'টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। সাথে সাথে সকল যেলায় সম্ভব না হ'লেও বেশ কিছু যেলা তাদের স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। যা সংগঠনের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে।

ব্যানার : তাবলীগী ইজতেমাকে সামনে রেখে রাজশাহী শহরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তোরণ নির্মাণ করে প্রায় ১৫দিন পূর্বে তোরণের উভয় পাশে সংগঠনের নামাংকিত ইজতেমার ব্যানার টাঙিয়ে দেওয়া হয়। সাথে সাথে বিভিন্ন যেলাতেও বিভিন্ন মাপের ব্যানার লিখে স্থানীয় শহর ও এলাকার জনবহুল স্থানগুলোতে টানানো হয়। এটিও সংগঠনের প্রচারের একটা বড় মাধ্যম।

রিজার্ভ গাড়ি : তাবলীগী ইজতেমায় সমাগত অধিকাংশ লোক দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে রিজার্ভ গাড়িতে আসে। যে সকল যেলা থেকে রিজার্ভ বাস আসে, সেসব বাসের সামনে বা পাশে তাবলীগী ইজতেমার ব্যানার টাঙানো থাকে। এই আসা যাওয়ার পথে এসব ব্যানার দেখে রাস্তার লোকজন ও পথচারীরা জানতে পারে যে, এরা আহলেহাদীছ আন্দোলনের লোক এবং তারা রাজশাহীতে তাবলীগী ইজতেমায় যাচ্ছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন যেলার লোকজন সহজেই অত্র সংগঠন সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা লাভ করে। যেমন সুদূর কুমিল্লা থেকে একটি রিজার্ভ বাস রাজশাহী আসতে গেলে তাকে প্রায় ১০টি যেলার উপর দিয়ে আসতে হয়। সুতরাং ঐ ১০টি যেলার এমন অনেক লোক হয়তো থাকে যারা এর আগে কখনো এ সংগঠন সম্পর্কে কোন ধারণা পায়নি। ইজতেমা থেকে ফেরার পথেও অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই রিজার্ভ গাড়ির বহর সংগঠনের একটা বড় প্রচার মাধ্যম।

প্রশাসনের অনুমতি : তাবলীগী ইজতেমার স্থানটি রাজশাহী মহানগরের মধ্যে হওয়ার কারণে বিধি মোতাবেক প্রতি বছরই ইজতেমা করার জন্য মহানগর পুলিশ কমিশনারের কার্যালয় থেকে অনুমতি নিতে হয়। এ ক্ষেত্রে সংগঠনের প্যাডে তাবলীগী ইজতেমার ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়কের স্বাক্ষরে অনুমতির জন্য আবেদন করা হয়ে থাকে। পুলিশ কমিশনারের কার্যালয় থেকে তখন বিষয়টি তদন্তের জন্য স্থানীয় থানাসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা দফতরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট দফতর তখন নিজস্ব প্রক্রিয়ায় তদন্ত কার্য সম্পাদন করে পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ে প্রতিবেদন পেশ করে থাকে। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট দফতর যখন বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে, তখন তারা ইজতেমাসহ সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে থাকেন। সরকারী দফতরের কর্মকর্তাগণ মাঝে মাঝে বদলী হয়ে ঐ সকল দফতরে নতুন নতুন কর্মকর্তা আসেন। তাদের অনেকের সংগঠন সম্পর্কে পূর্ব ধারণা না থাকলেও কর্তব্যের খাতিরে জানার সুযোগ হয়ে যায়। সংঠনের জন্য এটা একটা বড় উপকার। কারণ আজ যিনি রাজশাহী আছেন, অদূর ভবিষ্যতে তিনি বদলি হয়ে অন্যত্র চলে যাবেন এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং সরকারী কর্মকর্তাদেরকে সংগঠন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়ার এটা একটা বড় সুযোগ।

মাইকিং : প্রতি বছর কেন্দ্রীয় সংগঠনের উদ্যোগে ইজতেমার নির্ধারিত তারিখের চার-পাঁচদিন পূর্ব থেকে প্রতিদিন সমগ্র রাজশাহী যেলার প্রতিটি অঞ্চলসহ শহরে ব্যাপকভাবে মাইকিং করা হয়। ইজতেমার তারিখ ও স্থান উল্লেখসহ সংগঠনের নাম এবং সংগঠনের বিভিন্ন শ্লোগানও প্রচার করা হয়।

ইজতেমার মূল কার্যক্রম : তাবলীগী ইজতেমার মূল কার্যক্রম সংগঠনের প্রচার ও প্রসারে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রতি বছরই প্রথম দিন বাদ আছর তাবলীগী ইজতেমার মাননীয় সভাপতি ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** উদ্বোধনী ভাষণের মাধ্যমে তাবলীগী ইজতেমার মূল কার্যক্রম শুরু হয়। শনিবার ফজর পর্যন্ত ইজতেমা চলে।

দু'দিনব্যাপী তাবলীগী ইজতেমায় বক্তাগণ কেন্দ্রীয় সংগঠন কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে তত্ত্ব ও তথ্যবহুল আলোচনা উপস্থাপন করেন। বক্তার বক্তব্যে সংগঠনের মূল আদর্শ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে প্রতি বছর নিয়মিত তাবলীগী ইজতেমা হওয়ার কারণে সারা দেশেই ইজতেমাকে উপলক্ষ করে একটা উৎসবের আমেজ বইতে থাকে। প্রতি বছরই দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে বহু মাযহাব ও তরীক্বাপন্থী ভাইয়েরা এ ইজতেমায় আসেন এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক আলোচনা শুনে অনেকে বাতিল আমল ও আক্বীদা পরিহার করে অহিভিত্তিক জীবন গড়ার দীপ্ত শপথ নিয়ে আহেলহাদীছ হয়ে যান। তারা আবার নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে অন্যদের মাঝেও এবিষয়টি বুঝিয়ে থাকেন। এমনিভাবে তাবলীগী ইজতেমার প্রভাবে প্রতি বছরই জানা-অজানা বহু মানুষের আক্বীদা ও আমলের পরিবর্তন ঘটছে।

তাবলীগী ইজতেমায় বিষয়ভিত্তিক বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর পরিবেশনায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে রচিত অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর, সমাজসংস্কারমূলক ও হৃদয়গ্রাহী ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করা হয়। যা মানুষকে আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি সংগঠনের প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

গণজমায়েত : সমগ্র বাংলাদেশে প্রায় তিন কোট আহলেহাদীছ বসবাস করে। কিন্তু অঞ্চলভেদে বেশিরভাগ আহলেহাদীছেরই এ বিষয়ে তেমন কোন ধারণা নেই। সে কারণে প্রকৃত হক্বের অনুসারী হয়েও মানসিক হীনমন্যতার কারণে অনেকে নিজের ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশ করতেও কুণ্ঠাবোধ করে থাকেন।

ঐসকল ব্যক্তি যখন তাবলীগী ইজতেমায় এসে এধরনের আহলেহাদীছ গণজমায়েত দেখেন, তখন তাদের অন্তরে পূর্বের সংকীর্ণতা দূরীভুত হয়ে এক ধরনের সাহস ও আবেগ তৈরি হয়ে থাকে। তার এরূপ মনোভাব সৃষ্টির পেছনে সংগঠনের ভূমিকাই মুখ্য।

বুক স্টল : তাবলীগী ইজতেমার দুই দিন ইজতেমার মূল প্যাণ্ডেলের পাশে অস্থায়ী ভিত্তিতে ডেকোরেটরের মাধ্যমে কিছু দোকান করা হয়। যেখানে মূলতঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রকাশিত বই এবং দেশের রাজধানীসহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যাঁরা সংগঠনের নীতি ও আদর্শের অনুকূলে বইপত্র লিখেছেন, শুধুমাত্র সেই সব বইপত্রই বিক্রয় হয়। এর মাধ্যমে যারা বই প্রেমিক তারা এবং যারা সংগঠনের নীতি-আদর্শ সম্পর্কে গভীর এবং বিস্তারিত জ্ঞানার্জন করতে ইচ্ছুক, তারা নিজ নিজ পসন্দের বইসমূহ এক জায়গাতেই পেয়ে থাকেন। এমন অনেকে আছেন যারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক বই কিনতে আগ্রহী, তারা বছরের এই দিনটির অপেক্ষায় থাকেন। তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, তাবলীগী ইজতেমার বুক স্টলগুলো সংগঠনের প্রচার ও প্রসারে অসাধারণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

মহিলা প্যাণ্ডেল : যুগে যুগে ইসলাম প্রচারে নারীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু বাংলাদেশের নারী সমাজ শিক্ষার দিক দিয়ে যেমন পিছিয়ে, ধর্মীয় শিক্ষায় তার চেয়ে আরও পিছিয়ে। অথচ একটি দেশ পরিপূর্ণভাবে ইসলামী দেশে পরিণত করতে গেলে প্রথমেই আসতে হবে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম শাখা পরিবার থেকে। আর একটি পরিবার সুন্দর ও শান্তিময় করে গড়ে তোলার জন্য নারীর ভূমিকাই মুখ্য। তাই নারী সমাজকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার অন্যতম একটা সুযোগ হ'ল তাবলীগী ইজতেমা। এক্ষেত্রে মহিলাদের আগ্রহও নিতান্তই কম নয়। তাবলীগী ইজতেমায় যত লোকের সমাগম হয় তার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হ'ল মহিলা। আবার মহিলাদের আগমনের কারণে ইজতেমায় পুরুষের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। কারণ অনেকে আছেন যিনি নিজে ইজতেমায় আসতে চান না, কিন্তু তার স্ত্রী আসতে চান। এক্ষেত্রে স্ত্রীর দাবী মানতে গিয়ে তার সঙ্গে নিজেকেও আসতে হচ্ছে। প্রতি বছরই তাবলীগী ইজতেমায় যে সকল মহিলা আসেন, তারা নিজ নিজ গ্রামে গিয়ে অন্যের মাঝেও সাধ্যমত তা প্রচার করে থাকেন। ফলে প্রতি বছরই ইজতেমায় মহিলার উপস্থিতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিধায় বর্তমানে মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে প্যাণ্ডেল তৈরি করতে হচ্ছে। এমনিভাবে তাবলীগী ইজতেমায় মহিলাদের ব্যবস্থাপনার কারণে সংগঠনের প্রচার ও প্রসার ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অডিও-ভিডিও : তাবলীগী ইজতেমায় যেসব বক্তব্য দেওয়া হয়ে থাকে, তা অডিও ও ভিডিও আকারে সিডি বা ডিভিডি করে বিক্রয় করা হয়ে থাকে। যা দেশে এবং দেশের বাইরেও ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে একদিকে যারা কোন কারণে তাবলীগী ইজতেমায় আসতে পারেন না, তারা তাবলীগী ইজতেমার আলোচনা শুনে নিতে পারেন। অপরদিকে যারা একই বক্তব্য বার বার শুনতে চান অথবা যাদের কোনভাবেই তাবলীগী ইজতেমায় আসা সম্ভব নয়, তাদের মাঝে ইজতেমার বক্তব্যগুলো শুনানো সহজ হয়ে থাকে। সবচেয়ে বড় কথা হ'ল, সিডির মাধ্যমে একটি বক্তব্য প্রয়োজনমত কপি করে প্রচার করা যায়।

সংবাদ মাধ্যম : তাবলীগী ইজতেমা উপলক্ষে সারা দেশ থেকে রাজশাহীতে হাযার হাযার লোকের সমাগম হয়ে থাকে। এ সংবাদ স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ হয়ে থাকে। যা সংগঠনের প্রচার ও প্রসারে একটা বড় ভূমিকা রাখে। সাথে সাথে প্রথম দিকে না থাকলেও বর্তমানে যেহেতু বহু বেসরকারী টিভি চ্যানেল হয়েছে, তাদের অনেকেই এই ইজতেমার সংবাদ প্রচার করে থাকে।

আত-তাহরীক সংবাদ : অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে তাবলীগী ইজতেমার যে সংবাদ প্রচারিত হয়, তা নিতান্তই সামান্য। অপরদিকে প্রতিবছর তাবলীগী ইজতেমার সকল বিষয় নিয়ে পরবর্তী মাসে আত-তাহরীকে বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এর ফলে তাবলীগী ইজতেমায় না এসেও বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বাংলা ভাষাভাষী হাযার হাযার আত-তাহরীকের পাঠকের নিকটে সংগঠনের দাওয়াত পৌঁছে যায়।

ইন্টারনেট : বর্তমানে প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বের অন্যান্য মাধ্যমের পাশাপাশি দ্বীন ও সংগঠন প্রচারে ইন্টারনেট একটা বড় মাধ্যম। পাশ্চাত্যের বহু বিধর্মী স্কলার ইসলাম সম্পর্কে জানার মাধ্যম হিসাবে ইন্টারনেটকে বেছে নিয়েছে। এই সুযোগে আহলেহাদীছ আন্দোলনের সকল প্রকাশনা, মুতারাম আমীরে জামাআতের জুম'আর খুৎবাসহ অন্যান্য বক্তব্য ইন্টারনেটে দেওয়া হয়ে থাকে। সাথে সাথে তাবলীগী ইজতেমার বেশিরভাগ বক্তব্য ইন্টারনেটে প্রচারিত হয়। এতে যে কেউ ইচ্ছা করলে সেখান থেকে ডাউনলোড করে যেকোন বক্তব্য শুনতে পারেন। ইতিমধ্যে অনেকেই এভাবে আমাদের ওয়েবসাইট ব্রাউস করে আমাদের লেখনী ও বক্তব্য পড়ছেন ও শুনছেন। সাথে সাথে তাঁদের সুচিন্তিত মতামতও পাঠাচ্ছেন। তাই বর্তমান বিশ্বের এই অত্যাধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমের দ্বারা সারা বিশ্বের দরবারে আমাদের দাওয়াত পৌঁছে যাচ্ছে।

তাই সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত তাবলীগী ইজতেমার মাধ্যমে সংগঠনের প্রচার ও প্রসার সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে। এজন্য তাবলীগী ইজতেমাকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও সফল করে সংগঠনের প্রচার-প্রসারে অবদান রাখার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে কতিপয় ভ্রান্ত আক্বীদা

*হাফেয আব্দুল মতীন**

(শেষ কিস্তি)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাটির তৈরী না নূরের?

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে মাটি থেকে, জিন জাতিকে আগুন থেকে এবং ফেরেশতাদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ মাটির তৈরী একথা পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)ও মানুষ ছিলেন এবং তিনিও মাটির তৈরী ছিলেন। এক্ষেত্রে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তবে অনেকে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নূরের সৃষ্টি, অথচ কুরআন-সুন্নাহ বলছে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি। সাধারণভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর পিতা-মাতা মাটির তৈরী সাধারণ মানুষ ছিলেন। তাদের উভয়ের মিলনের ফলে তিনি জন্ম লাভ করেছেন। মাটির মানুষ থেকে মাটির মানুষই সৃষ্টি হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মাটির মানুষ থেকে কি করে নূরের তৈরী মানুষের জন্ম হ'তে পারে?

রাসূল (ছাঃ) বিবাহ করেছিলেন, তাঁর সন্তান-সন্ততিও ছিল। তাঁরা সবাই মাটির মানুষ ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) খাবার খেতেন, সাধারণ মানুষের মতই জীবন-যাপন করতেন এবং তাঁর প্রয়োজন ছিল পেশাব-পায়খানার। অন্য সব মানুষের মত নবী করীম (ছাঃ) মৃত্যু বরণও করেছেন। সুতরাং কোন জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ রাসূল (ছাঃ)-কে নূরের সৃষ্টি বলতে পারে না। পূর্বযুগের কাফেররা নবী-রাসূলদেরকে মেনে নিতে চাইতো না; কারণ তাঁরা সবাই মাটির মানুষ ছিলেন। সকল নবী-রাসূলগণ যেমন মাটির মানুষ ছিলেন তেমনি নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)ও মাটির মানুষ ছিলেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বিশদ বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে।

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِيْنٍ 'আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার মূল উপাদান হ'তে' *(মুমিনূন ১২)*।

পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ যে মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন, এ মর্মে কুরআন থেকে দলীল :

(১) নূহ (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, فَقَالَ الْمَلأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَراً مِّثْلَنَا 'আর তার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা যারা কাফের ছিল, তারা বলল, আমরা তো তোমাকে আমাদের মতই মানুষ ব্যতীত কিছু দেখছি না' *(হূদ ২৭)*।

(২) আল্লাহ বলেন, قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا তাদের রাসূলগণ বলেছিলেন, আল্লাহ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে, যিনি আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করেন তোমাদের পাপ মার্জনা করার জন্য এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দিবার জন্য? তারা বলত, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ' *(ইবরাহীম ১০)*।

(৩) আল্লাহ বলেন, قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ 'তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের মত মানুষ' *(ইবরাহীম ১১)*।

(৪) আল্লাহ বলেন, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلاَّ أَنْ قَالُواْ أَبَعَثَ اللهُ بَشَراً رَّسُولاً 'যখন তাদের নিকট আসে পথ-নির্দেশ, তখন লোকদেরকে এই উক্তিই বিশ্বাস স্থাপন হ'তে বিরত রাখে, আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?' *(বানী ইসরাঈল ৯৪)*।

(৫) আল্লাহ বলেন, وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ 'যারা যালিম তারা গোপনে পরামর্শ করে, এতো তোমাদের মত একজন মানুষই' *(আম্বিয়া ৩)*।

(৬) নূহ (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ 'তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ যারা কুফরী করেছিল, তারা বলল, এতো তোমাদের মত একজন মানুষ' *(মুমিনূন ২৪)*।

(৭) আল্লাহ বলেন, وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَراً مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَّخَاسِرُونَ– 'তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা কুফরী করেছিল ও আখিরাতের সাক্ষাৎকারকে অস্বীকার করেছিল এবং যাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগ-সম্ভার, তারা বলেছিল, এতো তোমাদের মত একজন মানুষ, তোমরা যা আহার কর সেও তাই আহার করে এবং তোমরা যা পান কর সেও তাই পান করে। যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য কর, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে' *(মুমিনূন ৩৩-৩৪)*।

(৮) মূসা এবং হারূণ (আঃ) সম্পর্কে ফেরাউন ও তার কওম বলল,– فَقَالُواْ أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُوْنَ 'তারা বলল, আমরা কি এমন দু'ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করব, যারা আমাদেরই মত এবং তাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে' *(মুমিনূন ৪৭)*।

** এম.এ (শেষ বর্ষ), দাওয়াহ ও উছূলুদ্দীন অনুষদ, আক্বীদা বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

(৯) ঈসা (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ; তিনি তাঁকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করলেন' *(আলে ইমরান ৫৯)*।

মুহাম্মাদ (ছাঃ) মাটির তৈরী এ সম্পর্কে কুরআনের দলীল :

(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشَراً رَّسُولاً 'বলুন, পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক! আমি তো শুধু একজন মানুষ, একজন রাসূল' *(বানী ইসরাঈল ৯৩)*।

(২) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً 'বলুন, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের মা'বূদ একজন। সুতরাং যে তাঁর প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তাঁর প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকেও শরীক না করে' *(কাহফ ১১০)*।

(৩) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ 'বলুন, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি অহী হয় যে, তোমাদের মা'বূদ একমাত্র (সত্য) মা'বূদ' *(হা-মীম সিজদা ৬)*।

উল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত নবী রাসূলগণ মাটির মানুষ ছিলেন। অনুরূপভাবে আমাদের নবীও মাটির মানুষ ছিলেন। মানুষের অভ্যাস ভুলে যাওয়া, অপারগ ও অসুস্থ হওয়া, ক্ষুধা-তৃষ্ণা লাগা, বিবাহ করা, সন্তান-সন্ততি হওয়া ইত্যাদি। এ সকল গুণ নবী-রাসূল সবার মাঝেই ছিল। তাঁদের সবার পিতা-মাতা ছিল, তাঁদের সবার স্ত্রী-পরিবার ছিল। তাঁরা খেতেন, পান করতেন, রোগ ও বালা-মুছীবতে পতিত হতেন। তাঁরা অনেক সময় ভুলেও যেতেন। এ সকল গুণ দ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে, তাঁরা সবাই মাটির সৃষ্টি মানুষ ছিলেন, নূরের তৈরী ছিলেন না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাটির মানুষ ছিলেন, এ সম্পর্কে হাদীছের দলীল :

রাসূল (ছাঃ)-এর অনেক সময় ভুল-ত্রুটি হ'ত। ছালাত আদায়ের সময় যখন তিনি ভুলে যেতেন, তখন বলতেন, إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِيْ– 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমি ভুলে যাই, যেমনভাবে তোমরা ভুলে যাও। সুতরাং আমি ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে'।[১৩]

সকল ফেরেশতা নূর থেকে সৃষ্টি এবং আদম সন্তান সবাই পানি ও মাটি থেকে সৃষ্টি। আর জিন জাতি আগুন থেকে সৃষ্টি। যেমন হাদীছে এসেছে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, خُلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُوْرٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ 'সকল ফেরেশতাদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং জিন জাতিকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আদম জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই সমস্ত ছিফাত দ্বারা, যে ছিফাতে তোমাদের ভূষিত করা হয়েছে'। অর্থাৎ মানব জাতিকে মাটি ও পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।[১৪]

এই হাদীছটি সমাজে বহুল প্রচলিত হাদীছকে বাতিল করে। তা হচ্ছে 'হে জাবের আল্লাহ সর্বপ্রথম তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন'। অনুরূপ অন্য যে হাদীছগুলোতে বলা হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) নূরের তৈরী, সেগুলোও বাতিল। কারণ উপরোক্ত হাদীছটি প্রমাণ করে যে, সকল ফেরেশতা নূর থেকে সৃষ্ট; আদম সন্তান নয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাটির মানুষ ছিলেন, এ সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমত :

ইমাম ইবনে হাযম (রহঃ) বলেন, সমস্ত নবী এবং ঈসা (আঃ) ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র বান্দা, তাঁরা সমস্ত মানুষের মতই সৃষ্ট মানব। সবার জন্ম হয়েছে নারী-পুরুষের সংমিশ্রণে। শুধুমাত্র আদম এবং ঈসা (আঃ) ব্যতীত। অবশ্য আদমকে আল্লাহ তা'আলা মাটি থেকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, কোন নারী পুরুষের সংমিশ্রণ ছাড়া। আর ঈসা (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন তাঁর মায়ের পেট থেকে কোন পুরুষের স্পর্শ ছাড়া।[১৫]

শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে বায (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এ বিশ্বাসের উপর মৃত্যুবরণ করবে যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মাটির মানুষ নয় বা আদম সন্তান নয় অথবা বিশ্বাস করে যে, তিনি অদৃশ্যের খবর জানেন, এটা কুফরী এবং একে বড় কুফরী গণ্য করা হবে অর্থাৎ ইসলাম থেকে বহিষ্কারকারী কুফরী।[১৬]

কুরআন বলছে, সকল নবী-রাসূল মাটির তৈরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেও বলেছেন, আমি তোমাদের মতই মানুষ। বিদ্বানগণ বলছেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মাটির মানুষ, সকল নবী-রাসূল এবং সকল সাধারণ মানুষের মত। এরপরেও যদি কেউ মিথ্যা বানোয়াট হাদীছ উল্লেখ করে বলে, তিনি নূরের তৈরী, তাহ'লে সে হবে আক্বীদাভ্রষ্ট।

রাসূল সম্পর্কে জাল বা বানাওয়াট হাদীছ সমূহ

(১) জাবের (রাঃ) একদা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হউক। আপনি বলুন, আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কোন বস্তু সৃষ্টি করেছেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তরে বললেন, হে জাবের! আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম তাঁর নূর দ্বারা তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সে নূরকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করে এক ভাগ দ্বারা কলম, এক ভাগ দ্বারা লাওহে মাহফূয ও একভাগ দ্বারা আরশে আযীম সৃষ্টি করেছেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আসমান-যমীন ফেরেশতা,

---

১৩. *বুখারী, হা/৪০১; মুসলিম, হা/১২৭৪।*

১৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭০১।*

১৫. *ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা, ১/২৯।*

১৬. *মাজমূ' ফাতাওয়া ৫/৩১৯।*

জিন প্রভৃতি সৃষ্টি হয়ে থাকে।[১৭] এই হাদীছটি বাতিল, কোন হাদীছ গ্রন্থে হাদীছটি পাওয়া যায় না।

(২) লাওহে মাহফূয সৃষ্টির পর তাতে আল্লাহ্র নামের পার্শ্বে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নাম অর্থাৎ কালেমায় তাইয়িবাহ লিখে রাখা হয়। ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, জান্নাতে আদম (আঃ) যখন আল্লাহ্র একটি আদেশ লংঘন করে পরে নিজ ভুল বুঝতে পারলেন, তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট এভাবে প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন! আপনি আমাকে মুহাম্মাদের অসীলায় ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ পাক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আদম! তুমি মুহাম্মাদকে চিনলে কিভাবে, তাঁকে তো আমি এখন পর্যন্ত সৃষ্টি করিনি? তখন আদম (আঃ) বললেন, হে দয়াময় প্রভু! আমাকে সৃষ্টি করে যখন আপনি আমার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিলেন, তখন আমি চক্ষু মেলে তাকিয়ে দেখলাম, আরশের গায়ে লেখা রয়েছে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লা-হ'। তখন আমি ভাবলাম, নিশ্চয়ই আপনি ঐ ব্যক্তির নাম আপনার নিজের সাথে যুক্ত করে দিয়েছেন, যিনি আপনার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি। আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আদম! তুমি ঠিকই বলেছ। নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ সৃষ্টি জগতের মধ্যে আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। এমনকি তাঁকে সৃষ্টি না করলে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না।[১৮]

ইমাম ত্বহাবী বলেন, হাদীছটি আহলুল ইলমের নিকট নিতান্ত দুর্বল।[১৯] আবূদাঊদ, আবূ যুর'আ, ইমাম নাসাঈ, ইমাম দারা-কুত্বনী এবং ইবনে হাজার আস-ক্বালানী সবাই বলেন, হাদীছটি দুর্বল।[২০] ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, হাদীছটি যে দুর্বল এ ব্যাপারে সবাই একমত। নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, হাদীছটি বানাওয়াট।[২১] ইমাম আলুসী হানাফী বলেন, হাদীছটির কোন ভিত্তিই নেই।[২২]

(৩) হাদীছে কুদসীতে আছে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় প্রিয়তম নবী (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, لو لاك ما خلقت الأفلاك 'যদি আপনাকে সৃষ্টি না করতাম, তবে নিশ্চয়ই এ কুল-মাখলূক সৃষ্টি করতাম না'।[২৩] হাদীছটি বানাওয়াট, বাতিল।

(৪) হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আপনি না হ'লে আসমান-যমীন কিছুই সৃষ্টি করতাম না।[২৪] ইবনু জাওযী বলেন, হাদীছটি যে বানাওয়াট এতে কোন সন্দেহ নেই। ইমাম দারা-কুত্বনী বলেন, হাদীছটি দুর্বল। ফালাস বলেন, হাদীছটি বানাওয়াট।[২৫]

(৫) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرِىْ অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন।[২৬] এটা হাদীছ নয়; বরং ছূফীদের বানাওয়াট কথা।

(৬) হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)। আপনি না হ'লে আসমান-যমীন, আরশ-কুরশী, চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি কিছুই সৃষ্টি করা হ'ত না। ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, এটি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ নয়। এটি কোন বিদ্বান তাঁদের হাদীছ গ্রন্থে হাদীছে রাসূল বলে উল্লেখ করেননি এবং ছাহাবায়ে কেরাম থেকেও বর্ণিত হয়নি। বরং এটি এমন একটি কথা, যার বক্তা জানা যায় না।[২৭]

(৭) আদম (আঃ) সৃষ্টি হয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে জ্যোতির্ময় নক্ষত্র রূপে মুহাম্মাদের নূর অবলোকন করে মুগ্ধ হন।

(৮) মি'রাজের সময় আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে জুতা সহ আরশে আরোহন করতে বলেন, যাতে আরশের গৌরব বৃদ্ধি পায়' *(নাঊযুবিল্লাহ)*।

(৯) রাসূলের জন্মের খবরে খুশি হয়ে আঙ্গুল উঁচু করার কারণে ও সংবাদ দানকারিণী দাসী ছুওয়াবাকে মুক্তি দেয়ার কারণে জাহান্নামে আবু লাহাবের হাতের দু'টি আঙ্গুল পুড়বে না। এছাড়াও প্রতি সোমবার রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম দিবসে জাহান্নামে আবু লাহাবের শাস্তি মওকূফ করা হবে বলে আব্বাস (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে দেখা একটি স্বপ্নের বর্ণনা তাঁর নামে সমাজে প্রচলিত আছে, যা ভিত্তিহীন।

(১০) মা আমেনার প্রসবকালে জান্নাত হ'তে বিবি মরিয়াম, বিবি আসিয়া ও মা হাজেরা দুনিয়ায় নেমে এসে সবার অলক্ষ্যে ধাত্রীর কাজ করেন।

(১১) নবীর জন্ম মুহূর্তে কা'বার প্রতিমাগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ে, রোমের অগ্নি উপাসকদের 'শিখা অনির্বাণ'গুলো দপ করে নিভে যায়। বাতাসের গতি, নদীর প্রবাহ, সূর্যের আলো সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় ইত্যাদি...।[২৮] উপরের বিষয়গুলো সবই বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন।[২৯]

পরিশেষে বলব, আল্লাহ ও রাসূল সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বর্ণনা মোতাবেক সঠিক আক্বীদা পোষণ করতে হবে। তাঁদের প্রতি যথাযথ ঈমান আনতে হবে। তাহ'লেই প্রকৃত মুমিন হওয়া যাবে। ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করে যেমন মুমিন হওয়া যাবে না, তেমনি পরকালে নাজাতও মিলবে না। আল্লাহ আমাদের সকলকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন-আমীন!

---

১৭. *মৌলভী মুহাম্মদ যাকির হুসাইন, মুকাম্মাল মীলাদে মুস্তফা (সঃ), পৃঃ ৪১।*
১৮. *মুকাম্মাল মীলাদে মুস্তফা (সঃ), পৃঃ ৪১।*
১৯. *তাহযীবুত তাহযীব ২/৫০৮ পৃঃ।*
২০. *ইমাম নাসাঈ, কিতাবুয যু'আফা ওয়াল মাতরূকীন, পৃঃ ১৫৮, হা/৩৭৭।*
২১. *সিলসিলা যঈফা হা/২৫।*
২২. *গায়াতুল আমানী ১/৩৭৩।*
২৩. *মুকামমাল মীলাদে মুস্তফা (সঃ), পৃঃ ৪০।*
২৪. *আবুল হাসান আল-কাত্তানী, তানযীহুশ শরী'আত আন আহাদীছিশ শী'আ, ১/৩২৫।*
২৫. *ইবনুল জাওযী, কিতাবুল মাওযূ'আত, ২/১৯।*
২৬. *মুকাম্মাল মীলাদে মুস্তফা (সঃ), পৃঃ ৭৭।*
২৭. *মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/৯৬।*
২৮. *মৌলুদে দিল পছন্দ, মৌলুদে ছাদী, আল-ইনছাফ, মিলাদ মাহফিল প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।*
২৯. *বিস্তারিদ দ্রঃ মাওযূ'আতে কবীর প্রভৃতি; ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মীলাদ প্রসঙ্গ, পৃঃ ১২।*

আলেমগণের মধ্যে মতভেদের কারণ

মূল : শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন

*অনুবাদ : আব্দুল আলীম**

(২য় কিস্তি)

কারণ ৩ : ভিন্নমত পোষণকারীর নিকট হাদীছ পৌঁছেছে, কিন্তু সে ভুলে গেছে :

অনেক মানুষ আছে কখনও ভোলে না। কত মানুষ আছে হাদীছ ভুলে যায়। এমনকি কখনও আয়াতও ভুলে যায়। রাসূল (ছাঃ) একদিন ছাহাবীগণকে নিয়ে ছালাত আদায় করছিলেন এবং তিনি ভুলক্রমে একটি আয়াত ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)। ছালাত শেষে রাসূল (ছাঃ) বললেন, هَلاَّ كُنْتَ ذَكَّرْتَنِيْهَا 'তুমি কি আমাকে আয়াতটি স্মরণ করিয়ে দিতে পারনি!'[৩০] অথচ তিনি সেই ব্যক্তি, যার উপর অহী নাযিল হয়েছে। রাসূল (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করেই আল্লাহ পাক বলেছেন, سَنُقْرِؤُكَ فَلاَ تَنْسَى، إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى 'অচিরেই আমি তোমাকে পাঠ করাবো, ফলে তুমি ভুলবে না। তবে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা ব্যতীত। নিশ্চয়ই তিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন' *(আ'লা ৬-৭)*।

এ ব্যাপারে আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ)-এর সাথে ওমর (রাঃ)-এর ঘটনা উল্লেখযোগ্য। রাসূল (ছাঃ) তাঁদের দু'জনকে কোন এক প্রয়োজনে পাঠালে তাঁরা উভয়েই নাপাক হয়ে যান। আম্মার (রাঃ) ইজতেহাদ করেন, মাটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন বোধ হয় পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জনের ন্যায়। তাই তিনি মাটিতে গড়াগড়ি করতে লাগলেন, যেমনিভাবে পশু গড়াগড়ি দেয়। এরপর তিনি ছালাত আদায় করেন। অপরদিকে ওমর (রাঃ) ছালাতই আদায় করলেন না। অতঃপর তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলে তিনি তাঁদেরকে সঠিক নিয়ম বলে দেন। আম্মার (রাঃ)-কে তিনি বলেন, إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَقُوْلَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا 'দুই হাত দিয়ে এরকম করলেই তোমার জন্য যথেষ্ট হ'ত'। (একথা বলে) তিনি তাঁর দুই হাত একবার মাটিতে মারলেন। অতঃপর বাম হাতকে ডান হাতের উপর বুলিয়ে উভয় হাতের তালু এবং মুখমণ্ডল মাসাহ করলেন।

আম্মার (রাঃ) ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে এ হাদীছটি বর্ণনা করেন। এমনকি তার আগেও এটি বর্ণনা করতেন। ইতিমধ্যে ওমর (রাঃ) তাঁকে একদিন ডেকে পাঠান এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন, তুমি এটি কি ধরনের হাদীছ বর্ণনা করছ? তখন আম্মার (রাঃ) বলেন, আপনার কি মনে পড়ে, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে কোন এক প্রয়োজনে পাঠালে আমরা নাপাক হয়ে গিয়েছিলাম। ফলে আপনি ছালাত আদায় করলেন না। কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছিলাম। এরপর রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, 'দুই হাত দিয়ে এরকম করলেই তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল'। কিন্তু ওমর (রাঃ) ঘটনাটি স্মরণ করতে পারলেন না। তিনি বললেন, আল্লাহকে ভয় কর হে আম্মার! অতঃপর আম্মার (রাঃ) তাঁকে বললেন, আল্লাহ কর্তৃক আমার উপর আপনার অনুসরণ যেহেতু আবশ্যক, সেহেতু আপনি নিষেধ করলে হাদীছটি আমি আর বর্ণনা করব না। তখন ওমর (রাঃ) তাঁকে বললেন, আমাকে যে দায়িত্ব অর্পণ করছ, তোমাকেও সে দায়িত্ব অর্পণ করলাম'।[৩১] অর্থাৎ তুমি এই হাদীছ মানুষের কাছে বর্ণনা কর। দেখা গেল, সাধারণ অযূর ক্ষেত্রে যে তায়াম্মুম রাসূল (ছাঃ) নির্ধারণ করেছেন, ঠিক ঐ একই তায়াম্মুম বীর্যস্খলন জনিত কারণে অপবিত্র অবস্থায়ও নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু একথাটি ওমর (রাঃ) ভুলে গেছেন। তিনি এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ)-এর পক্ষেই ছিলেন। আর আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ) ও আবু মূসা (রাঃ)-এর মাঝে এ বিষয়ে বিতর্কও হয়েছে। বিতর্কে আবু মূসা (রাঃ) ওমর (রাঃ)-এর উদ্দেশ্যে বলা আম্মার (রাঃ)-এর উক্তিটি পেশ করেন। তখন ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, তুমি কি দেখনি যে, ওমর (রাঃ) আম্মার (রাঃ)-এর কথায় পরিতুষ্ট হ'তে পারেননি? অতঃপর আবু মূসা (রাঃ) বলেন, ঠিক আছে আম্মার (রাঃ)-এর কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু এই আয়াত সম্পর্কে তুমি কি বলবে? অর্থাৎ সূরা মায়েদার আয়াত। জবাবে ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) কিছুই বললেন না। অথচ নিঃসন্দেহে এখানে অধিকাংশ বিদ্বানের কথাই সঠিক, তারা বলছেন, বীর্যপাত জনিত কারণে অপবিত্র ব্যক্তি তায়াম্মুম করবে, যেমনিভাবে ছোট নাপাকীর কারণে অপবিত্র ব্যক্তি তায়াম্মুম করে থাকে।

এ ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ কখনও ভুলে যেতে পারে; এতে শারঈ কোন হুকুম তার কাছে অজানা থেকে যেতে পারে। ফলে সে যদি ভুলে কিছু বলে, তাহ'লে ওযরগ্রস্ত হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি দলীল জানবে, সে তো ওযরগ্রস্ত হিসাবে পরিগণিত হবে না।

কারণ ৪ : ভিন্নমত পোষণকারীর নিকট হাদীছ পৌঁছেছে, কিন্তু সে হাদীছের উদ্দেশ্যের বিপরীত অর্থ বুঝেছে :

এ ব্যাপারে আমরা দু'টি উদাহরণ পেশ করব। একটি কুরআন থেকে এবং অপরটি হাদীছ থেকে।

১. কুরআন থেকে : মহান আল্লাহ্‌র বাণী, وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْداً طَيِّباً– 'তোমরা যদি রোগগ্রস্ত হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর, অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও' *(মায়েদা ৬)*।

** এম.এ (২য় বর্ষ), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

৩০. *আবূদাঊদ হা/৯০৭, 'ছালাত' অধ্যায়।*

৩১. *বুখারী হা/৩৩৮, ৩৪৫-৪৬, 'তায়াম্মুম' অধ্যায়; মুসলিম হা/৩৬৮, 'হায়েয' অধ্যায়।*

বিদ্বানগণ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ 'কিংবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর' আয়াতাংশের অর্থ বুঝতে গিয়ে মতভেদ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ বুঝেছেন, 'স্বাভাবিক স্পর্শ'। অন্যরা বুঝেছেন, 'যৌন উত্তেজনার সাথে স্পর্শ'। আবার কেউ কেউ বুঝেছেন, 'সহবাস'। শেষোক্তটি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর অভিমত।

এখন আপনি যদি আয়াতটি নিয়ে ভালভাবে চিন্তা করেন, তাহ'লে দেখবেন যে, যাঁরা আয়াতাংশের অর্থ করেছেন 'সহবাস' তাঁদের কথাই ঠিক। কেননা মহান আল্লাহ পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে দুই প্রকার পবিত্রতার কথা উল্লেখ করেছেন। একটি ছোট অপবিত্রতা (الحدث الأصغر) হ'তে পবিত্রতা অর্জন এবং অপরটি (الحدث الأكبر) বড় অপবিত্রতা হ'তে পবিত্রতা অর্জন। ছোট অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর বলেন, فَاغْسِلُواْ وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ 'তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত কর এবং হাতগুলিকে কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও। আর মাথা মাসাহ কর এবং পাগুলিকে গোড়ালি পর্যন্ত ধুয়ে ফেল' *(মায়েদা ৬)*।

আর বড় অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে তিনি বলেন, وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ 'আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তাহলে বিশেষভাবে পবিত্র হবে' *(মায়েদা ৬)*।

এক্ষণে বালাগাত ও ফাছাহাতের দাবী হচ্ছে, তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রেও দুই প্রকার পবিত্রতার কথা উল্লেখ করা। অতএব মহান আল্লাহর বাণী, أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ 'অথবা তোমাদের কেউ যদি পায়খানা থেকে আসে' দ্বারা ছোট অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ 'কিংবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর' দ্বারা বড় অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এখানে আমরা যদি 'স্পর্শ'(الملامسة) -কে ['সহবাস' অর্থে না নিয়ে] 'স্বাভাবিক স্পর্শ' অর্থে নেই, তাহ'লে দেখা যায়, উক্ত আয়াতে ছোট অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের কারণ সমূহের দু'টি কারণ উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বড় অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে কোন কিছুরই উল্লেখ নেই। আর এটি পবিত্র কুরআনের বালাগাতের পরিপন্থী। সুতরাং যারা আয়াতাংশের অর্থ 'সাধারণ স্পর্শ' বুঝেছেন, তারা বলেছেন, কোন পুরুষ যদি স্ত্রীর শরীর স্পর্শ করে, তাহ'লে তার অযূ ভেঙ্গে যাবে। অথবা যদি সে যৌন কামনা নিয়ে স্ত্রীর শরীর স্পর্শ করে, তাহ'লে অযূ ভাঙবে। আর যৌন কামনা ছাড়া স্পর্শ করলে অযূ ভাঙবে না। অথচ সঠিক কথা হ'ল, উভয় অবস্থাতেই অযু ভাঙবে না। কেননা হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) তাঁর কোন এক স্ত্রীকে চুম্বন করলেন, অতঃপর ছালাত পড়তে গেলেন, অথচ অযূ করলেন না।[৩২] আর এই বর্ণনাটি কয়েকটি সূত্রে এসেছে, যার একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে।

২. হাদীছ থেকে : রাসূল (ছাঃ) যখন আহ্যাবের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে যুদ্ধাস্ত্র খুলে রাখলেন, তখন জিবরীল (আঃ) এসে তাঁকে বললেন, আমরা অস্ত্র ছাড়িনি। সুতরাং আপনি বনী ক্বোরায়যার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ুন। ফলে রাসূল (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীগণকে বেরিয়ে পড়ার আদেশ দিলেন এবং বললেন, لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِيْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ 'তোমাদের কেউ যেন বনী ক্বোরায়যার নিকট পৌঁছা ছাড়া আছরের ছালাত না পড়ে'। দেখা গেল, ছাহাবীগণ এই হাদীছটি বুঝার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করলেন। তাঁদের কেউ কেউ বুঝলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর উদ্দেশ্য হ'ল, বনী ক্বোরায়যার উদ্দেশ্যে দ্রুত রওয়ানা করা, যাতে আছরের সময় হওয়ার আগেই তাঁরা বনী ক্বোরায়যাতে পৌঁছে যান। সেজন্য তাঁরা রাস্তায় থাকা অবস্থায় যখন আছরের ছালাতের সময় হ'ল, তখন ছালাত আদায় করে নিলেন এবং ছালাতের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত ছালাতকে বিলম্বিত করলেন না। আবার তাঁদের অনেকেই বুঝলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর উদ্দেশ্য হল, তাঁরা যেন বনী ক্বোরায়যায় পৌঁছার পূর্বে ছালাত আদায় না করে। সেজন্য তাঁরা ছালাতকে বনী ক্বোরায়যাতে পৌঁছার সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করলেন; এমনকি ছালাতের ওয়াক্তও শেষ হয়ে গেল।[৩৩]

নিঃসন্দেহে যাঁরা সঠিক সময়ে ছালাত আদায় করেছেন, তাঁদের বুঝই ছিল সঠিক। কেননা সময়মত ছালাত ওয়াজিব হওয়ার উদ্ধৃতিগুলি 'মুহকাম' (محكمة) বা 'সুস্পষ্ট'। পক্ষান্তরে এই উদ্ধৃতিটি হচ্ছে 'মুতাশাবিহ' (متشابهة) বা 'অস্পষ্ট'। আর নিয়ম হচ্ছে, মুহকাম মুতাশাবিহ-এর উপর প্রাধান্য পাবে। অতএব বুঝা গেল, কোন দলীলকে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ)-এর উদ্দেশ্যের উল্টা বুঝা মতানৈক্যের অন্যতম একটি কারণ।

কারণ ৫ : ভিন্নমত পোষণকারীর নিকটে হাদীছ পৌঁছেছে। কিন্তু হাদীছটি রহিত এবং সে রহিতকরণ সম্পর্কে জানে না :

হাদীছটি ছহীহ এবং তার অর্থ ও তাৎপর্যও বোধগম্য। কিন্তু তা রহিত। আর উক্ত আলেম যেহেতু হাদীছটি রহিত হওয়ার বিষয়ে জানেন না, সেহেতু সেটি তার জন্য ওযর হিসাবে গণ্য হবে। কেননা [শারঈ বিধানের ক্ষেত্রে] আসল হ'ল, রহিত হওয়ার ইলম না থাকলে, রহিত না হওয়া।

এ কারণে মুছল্লী রুকূতে গিয়ে কিভাবে তার হস্তদ্বয় রাখবে, সে বিষয়ে ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) ভিন্নমত পোষণ করেছেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুছল্লীর জন্য বৈধ ছিল (রুকূতে) দুই হাত একত্রে করে দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখা। কিন্তু পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে যায় এবং দুই হাত দুই হাঁটুর উপরে রাখার বিধান চালু হয়। ছহীহ বুখারীসহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে রহিত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে।[৩৪] কিন্তু ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)

---

৩২. আবূদাঊদ হা/১৭৮-৭৯, 'পবিত্রতা' অধ্যায়; তিরমিযী হা/৮৬; ইবনু মাজাহ হা/৫০২-৫০৩।
৩৩. বুখারী হা/৯৪৬ 'ভয়-ভীতি' অধ্যায়; মুসলিম হা/১৭৭০।
৩৪. বুখারী হা/৭৯০, 'আযান' অধ্যায়।

রহিত হওয়ার বিষয়টি জানতেন না। ফলে তিনি দুই হাত একত্র করে দুই হাঁটুর মাঝখানেই রাখতেন। [একদিন] তাঁর পাশে আলক্বামা ও আল-আসওয়াদ (রাঃ) ছালাত পড়লে এবং তাঁরা তাঁদের দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখলেন। কিন্তু ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) তাঁদেরকে অনুরূপ করতে নিষেধ করলেন এবং দুই হাতকে একত্রিত করে দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখার আদেশ করলেন।[৩৫] কারণ তিনি রহিত হওয়ার বিষয়টি জানতে পারেননি। আর মানুষের উপর তার সাধ্যের বাইরে কোন কিছু চাপানো হয়নি। মহান আল্লাহ বলেন, لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ- ‘আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না। সে তাই পায়, যা সে উপার্জন করে। আর তাই তার উপর বর্তায়, যা সে করে’ *(বাক্বারাহ ২৮৬)*।

কারণ ৬ : ভিন্নমত পোষণকারীর নিকট দলীল পৌঁছলেও তাকে তার চেয়ে শক্তিশালী দলীল বা ‘ইজমা’-এর বিরোধী মনে করা :

দলীল পেশকারীর কাছে দলীল পৌঁছেছে; কিন্তু তাঁর মতে, উক্ত দলীল তার চেয়ে শক্তিশালী দলীল বা ‘ইজমা’-এর বিরোধী। আর আলেমগণের মতানৈক্যের ক্ষেত্রে এই কারণটিই অনেক বেশী। সেজন্য আমরা কোন কোন আলেমকে ইজমার উদ্ধৃতি অধিক দিতে শুনি। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তা ইজমা নয়।

ইজমার উদ্ধৃতি পেশের ক্ষেত্রে একটি অদ্ভুত উদাহরণ হচ্ছে- কেউ কেউ বলেন, ‘দাসের সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন। আবার কেউ কেউ বলেন, ‘দাসের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয় মর্মে তারা একমত হয়েছেন’। এটি অদ্ভুত একটি বর্ণনা! কেননা কেউ কেউ যখন তাঁর আশেপাশের সবাইকে কোন বিষয়ে একমত হ’তে দেখেন, তখন সেই বিষয়টি উদ্ধৃতি সমূহের [কুরআন-হাদীছের উদ্ধৃতি] অনুকূলে ভাবেন এবং মনে করেন, তাঁদের বিরোধী কোন দলীল নেই। সেজন্য তাঁর ব্রেইনে দুই ধরনের দলীলের সমাবেশ ঘটে- উদ্ধৃতি ও ইজমা। কখনও তিনি মনে করেন, ঐ বিষয়টি সঠিক ক্বিয়াস এবং দৃষ্টিভঙ্গিরও অনুকূলে। ফলে তিনি ঐ বিষয়ে মতানৈক্য না থাকার পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং সঠিক ক্বিয়াসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উদ্ধৃতির বিরোধী কোন দলীল আছে বলে তিনি মনে করেন না। কিন্তু বাস্তবে বিষয়টি ছিল উল্টা।

আমরা ‘রিবাল ফায্ল’ (رِبَا الْفَضْلِ)-এর ক্ষেত্রে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর অভিমতটিকে উদাহরণ হিসাবে পেশ করতে পারি–

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيَّةِ ‘সূদ শুধুমাত্র ‘রিবান-নাসিইয়াহ’-এর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ’।[৩৬] উবাদাহ ইবনু ছামেত (রাঃ) সহ অন্যান্য ছাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীছে প্রমাণিত হয়েছে, أَنَّ الرِّبَا يَكُوْنُ فِي النَّسِيَّةِ وَفِي الزِّيَادَةِ، ‘রিবান-নাসিইয়াহ’ এবং ‘রিবাল ফায্ল’ উভয় ক্ষেত্রেই সূদ হবে’।[৩৭]

ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর পরে সকল আলেম একমত হয়েছেন যে, সূদ দুই প্রকার- (১) ‘রিবাল ফায্ল’ (ربا الفضل) ও (২) ‘রিবান নাসিইয়াহ’ (ربا النسيئة)। কিন্তু ইবনু আব্বাস (রাঃ) নাসিইয়াহ ব্যতীত অন্য কিছুতে সূদ হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। যেমন যদি আপনি হাতে হাতে এক ছা‘ গম দুই ছা‘ গমের বিনিময়ে বিক্রয় করেন, তাহ’লে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিকটে কোন সমস্যাই নেই। কেননা তাঁর মতে, সূদ কেবলমাত্র নাসিইয়াহ-এর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ।

অনুরূপভাবে যদি তুমি দুই ‘মিছক্বাল’ [সোনার ওযন বিশেষ] সোনার বিনিময়ে এক ‘মিছক্বাল’ সোনা হাতে হাতে বিক্রয় কর, তাহ’লে তাঁর নিকটে সূদ হবে না। তবে যদি গ্রহণ করতে দেরী কর অর্থাৎ তুমি আমাকে যদি এক ‘মিছক্বাল’ সোনা দাও কিন্তু আমি তার মূল্য যদি তোমাকে এখন না দিয়ে উভয়ে বেচাকেনার বৈঠক থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পরে দেই, তাহ’লে সেটি সূদ হবে। কেননা ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, হাদীছে উল্লেখিত এই সীমাবদ্ধতা নাসীয়াহ ছাড়া অন্য কিছুতে সূদ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। আর আসলেই (إنما)শব্দটি সীমাবদ্ধতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং তা [নাসিইয়াহ] ছাড়া অন্য কিছুতে সূদ হবে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উবাদাহ (রাঃ)-এর হাদীছ প্রমাণ করে যে, ‘রিবাল ফাযল’ও সূদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، ‘যে ব্যক্তি বেশী দিল বা নিল, সে সূদী কারবার করল’।[৩৮]

এক্ষণে ইবনু আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক দলীল হিসাবে পেশকৃত হাদীছের ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা কি হবে?

আমাদের ভূমিকা হবে, হাদীছটিকে আমরা এমন অর্থে গ্রহণ করব, যাতে ‘রিবাল ফায্ল’-কে সূদ গণ্যকারী হাদীছের সাথে এই হাদীছও মিলে যায়। সেজন্য আমরা বলব, মারাত্মক সূদ হচ্ছে, ‘রিবান নাসিইয়াহ’, যার কারবার জাহেলী যুগের লোকেরা করত এবং যে সম্পর্কে কুরআনে এরশাদ হচ্ছে, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খেও না’ *(আলে ইমরান ১৩০)*। এটা হ’ল রিবান-নাসিইয়াহ। তবে ‘রিবাল ফাযল’ তদ্রূপ মারাত্মক নয়। সেকারণে ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) তাঁর জগদ্বিখ্যাত ‘ই‘লামুল মুওয়াক্কেঈন’ গ্রন্থে বলেন, মূল সূদের অন্যতম মাধ্যম হওয়ার কারণে ‘রিবাল ফায্ল’-কে হারাম করা হয়েছে। সেটিই যে মূল সূদ, সে হিসাবে নয়।

[চলবে]

৩৫. *মুসলিম হা/৫৩৪ ‘মসজিদ সমূহ’ অধ্যায়।*
৩৬. *বুখারী হা/২১৭৮-৭৯, ‘ব্যবসা-বাণিজ্য’ অধ্যায়; মুসলিম হা/১৫৯৬; ইবনু মাজাহ হা/১৫৮৭ ‘ব্যবসা-বাণিজ্য’ অধ্যায়।*
৩৭. *মুসলিম হা/১৫৮৭।*
৩৮. *মুসলিম হা/১৫৮৮।*

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যুবসমাজের ভূমিকা

*হারূনুর রশীদ**

এ পৃথিবীতে মানুষের জীবনকে মোটামুটি তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যায়। শৈশব, কৈশোর ও বার্ধক্য। শৈশব ও কৈশোর অবস্থায় তেমন কোন সুষ্ঠু চিন্তার বিকাশ ঘটে না। পক্ষান্তরে বার্ধক্য অবস্থায় আবার চিন্তা শক্তির বিলোপ ঘটে। কিন্তু যৌবনকাল এ দুইয়ের ব্যতিক্রম। যৌবনকাল মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় বা সম্পদ। এ সময় মানুষের মাঝে বহুমুখী প্রতিভার সমাবেশ ঘটে। যৌবনকালে মানুষের চিন্তাশক্তি, ইচ্ছা শক্তি, মননশক্তি, কর্মশক্তি, প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। এক কথায় এ সময় মানুষের প্রতিভা, সাহস, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি গুণের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। এ সময়েই মানুষ অসাধ্য সাধনে আত্মনিয়োগ করতে পারে। যৌবনের তরতাজা রক্ত ও বাহুবলে শত ঝড়-ঝাঞ্ঝা উপেক্ষা করে বীর বিক্রমে সামনে অগ্রসর হয়। এ বয়সে মানুষ সাধারণত পূর্ণ সুস্থ ও অবসর থাকে। তাই এটাই হচ্ছে আল্লাহ্র পথে নিজেকে কুরবানীর উপযুক্ত সময়। ডাঃ লুৎফর রহমান বলেন, 'গৃহ এবং বিশ্রাম বার্ধক্যের আশ্রয়। যৌবনকালে পৃথিবীর সর্বত্র ছুটে বেড়াও, রত্নমাণিক্য আহরণ করে সঞ্চিত কর, যাতে বৃদ্ধকালে সুখে থাকতে পার'। জর্জ গ্রসলিভ বলেন, 'যৌবন যার সৎ ও সুন্দর এবং কর্মময় তার বৃদ্ধ বয়সকে স্বর্ণযুগ বলা যায়'। তাই যৌবনকালকে নে'মত বলে গণ্য করা যায়।

এই অমূল্য নে'মতের যথাযথ সংরক্ষণ এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা সকল মুসলিম যুবকের নৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) মূল্যবান উপদেশ দিয়ে গেছেন। রাসূল (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ-

'পাঁচটি বস্তুকে পাঁচটি বস্তুর পূর্বে গুরুত্ব দিবে এবং মূল্যবান মনে করবে। (১) বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে (২) অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে (৩) দরিদ্যতার পূর্বে সচ্ছলতাকে (৪) ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে এবং (৫) মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে'।[৩৯]

উল্লেখিত হাদীছে বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকালকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং যুব সম্প্রদায়কে তাদের যৌবনকালকে যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে এবং স্বীয় বিবেককে সদা জাগ্রত রাখতে হবে। যাতে করে কোন অন্যায়-অনাচার, পাপাচার-দুরাচার ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড যৌবনকালকে কলঙ্কিত করতে না পারে। অপরদিকে ন্যায়ের পথে, কল্যাণের পথে যৌবনের উদ্যোগ ও শক্তিকে উৎসর্গ করতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

اِنْفِرُوْا خِفَافاً وَّثِقَالاً وَجَاهِدُوْا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

'তোমরা তরুণ ও বৃদ্ধ সকল অবস্থায় বেরিয়ে পড় এবং তোমাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম পন্থা, যদি তোমরা বুঝ' *(তওবা ৪১)*।

মানব জীবনের তিনটি কালের মধ্যে যৌবনকাল নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের জীবনের সকল কল্যাণের সময়, আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয় হবার সময়, নিজেকে পুণ্যের আসনে সমাসীন করার সময় এ যৌবনকাল। এ কালের উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষ সকলের কাছে সম্মানের পাত্র হয়। আবার একালই মানুষের জীবনে নিয়ে আসে কলংক-কালিমা, নিয়ে আসে অভিশাপ, পৌঁছে দেয় আল্লাহ্র আযাবের দ্বারপ্রান্তে। তাই যৌবনকাল মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ক্বিয়ামতের দিন এই যৌবনকাল সম্পর্কে মানুষকে জওয়াবদিহি করতে হবে। হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَزُوْلُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَ أَبْلاَهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ-

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আদম সন্তানের পা তার প্রভুর সম্মুখ থেকে একটুকুও নড়াতে পারবে না, যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে। (১) সে তার জীবনকাল কি কাজে শেষ করেছে, (২) তার যৌবনকাল কোন কাজে নিয়োজিত রেখেছিল, (৩) তার সম্পদ কোন উৎস থেকে উপার্জন করেছে, (৪) কোন কাজে তা ব্যয় করেছে এবং (৫) যে জ্ঞান সে অর্জন করেছে, তার উপর কতটা আমল করেছে'।[৪০]

সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আরশের নীচে ছায়া দান করবেন। যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণী হ'ল ঐ যুবক যে, তার যৌবনকাল আল্লাহ্র ইবাদতে কাটিয়েছে। যৌবনের সকল কামনা-বাসনা, সুখ-শান্তির উর্ধ্বে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করাকেই সে কেবলমাত্র কর্তব্য মনে করত। শরী'আত বিরোধী কোন কর্ম যেমন- শিরক, বিদ'আত, যেনা-ব্যভিচার, সূদ-ঘুষ, লটারী-জুয়া, চুরি-ডাকাতি, লুটতরাজ, সন্ত্রাসী কোন অপকর্মে সে কখনো

* *ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

৩৯. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৭৪; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৩৫৫; ছহীহুল জামে' হা/১০৭৭।*

৪০. *তিরমিযী হা/২৪১৬, 'ক্বিয়ামত' অধ্যায়।*

অংশগ্রহণ করত না। এইরূপ দ্বীনদার চরিত্রবান আল্লাহ ভীরু যুবককেই আল্লাহ পাক আরশের নীচে ছায়া দান করবেন।

হাদীছে এসেছে,

عن أَبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِيْ ظِلِّه يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ : إمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ عز وجل، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بالمَسَاجِد، وَرَجُلاَن تَحابّا فِي الله اجْتَمَعَا عَلَيه وتَفَرَّقَا عَلَيه، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَال، فَقَالَ : إنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بصَدَقَة، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তাঁর ছায়া দিবেন; যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক, (২) সেই যুবক, যে আল্লাহ্র ইবাদতে বড় হয়েছে, (৩) সে ব্যক্তি, যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, (৪) এমন দুই ব্যক্তি, যারা আল্লাহ্র ওয়াস্তে পরস্পরকে ভালবাসে। আল্লাহ্র ওয়াস্তে উভয়ে মিলিত হয় এবং তাঁর জন্যই পৃথক হয়ে যায়, (৫) এমন ব্যক্তি, যাকে কোন সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী আহ্বান করে আর সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং (৬) ঐ ব্যক্তি, যে গোপনে দান করে। এমনকি তার বাম হাত জানতে পারে না, তার ডান হাত কি দান করে। (৭) এমন ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে আর তার দুই চক্ষু অশ্রু বিসর্জন দিতে থাকে’।[৪১] সুতরাং যুবকদের শ্রেষ্ঠ সময়কে আল্লাহ্র রাস্তায় ও তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করতে হবে।

যুবকদের মাঝে দু’টি বৈশিষ্ট্য আছে : যেমন কোন কিছু প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুবকরা যেমন বদ্ধ পরিকর, তেমনি কোন কিছু ভাঙ্গনেও তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এদের শক্তি হচ্ছে এদের আত্মবিশ্বাস। এরা যৌবনের তেজে তেজোদ্দীপ্ত। তাই জাতীয় কল্যাণ প্রতিষ্ঠাও এদের কাছে অসম্ভব নয়। এদের দুর্দমনীয় শক্তিকে ন্যায়ের পথে চালিত করলে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হওয়া যেমন মোটেই অসম্ভব নয়, তেমনি অন্যায়ের পথে পরিচালিত করলে অন্যায় প্রতিষ্ঠা হওয়াও মোটেই অস্বাভাবিক নয়। যুবশক্তিকে তাই ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধে কাজে লাগাতে হবে।

সংগ্রাম যৌবনের ধর্ম একথা সর্বজন বিদিত। যুবমন সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ। যুবমন সমাজে সংগ্রাম করতে চায় সকল অন্যায় ও অধর্মের বিরুদ্ধে, অসত্য ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে। অন্যায়ের প্রতিবাদ, মযলূমের পক্ষে জিহাদ, নিপীড়িতের পক্ষে আত্মত্যাগ নবীনেরা যতটুকু করতে পারে, প্রবীণেরা ততটুকু পারে না। নির্যাতিত মানুষের ব্যথায় তরুণেরা ব্যথিত হয় বেশী। নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকার করেও তারা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যায়। যুবমন সংগ্রামী নেতৃত্বের পিছনে কাতারবন্দী হয় এবং নিজেরা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়। তাই দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাগ্রে যুবকদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে।

আজকের সমাজ এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে ধাবমান। ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের কোথাও সুনীতি নেই। যার কারণে ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ, হত্যা, লুণ্ঠন, যুলুম-অত্যাচার প্রভৃতি পাপাচার বিশৃংখলায় দেশ আজ অবক্ষয়ের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেছে। জাতির ভাগ্যাকাশে এখন দুর্যোগের ঘনঘটা। সামাজিক অবক্ষয়, সাংস্কৃতিক দেউলিয়াত্ব, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অর্থনৈতিক সংকটে জাতীয় জীবন সংকটাপন্ন। সামাজিক জীবনে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি জাহেলিয়াতের যুগকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। বেকারত্বের অভিশাপে দেশে হতাশা ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিকৃত রুচির সিনেমা, রেডিও-টিভির অশালীন অনুষ্ঠান, অশ্লীল চিত্র জাতীয় যুবচরিত্রের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করছে। নারী প্রগতির নামে নানাবিধ বেহায়াপনার উৎস খুলে দেওয়া হয়েছে। দেশের এ যুগ সন্ধিক্ষণের ঘোর অমানিশায় আজকের সমাজ তাকিয়ে আছে এমন একদল যুবকের প্রতি, যারা হবে মানবতার মুক্তির দূত, শান্তি পথের দিশারী, ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠায় আপোষহীন মহামানব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পদাংক অনুসারী এবং নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় নিজেদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতে দ্বিধাহীন। ইসমাঈল হোসেন সিরাজী তাদের কথাই বলেছেন এভাবে,

আশার তপন নব যুবগণ
সমাজের ভাবী গৌরব কেতন
তোমাদের পরে জাতীয় জীবন
তোমাদের পরে উত্থান পতন
নির্ভর করিছে জানিও সবে।

আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান ইসলামের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যুব সমাজের ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমেই। নিম্নে আমরা এ সম্পর্কিত কিছু ঘটনা তুলে ধরব যেখানে ভেসে উঠবে ইতিহাসের সেরা তরুণদের জীবন কাহিনী; যা আমাদের অনুপ্রাণিত করবে এক নতুন জীবনযাত্রায়।

পৃথিবীর ইতিহাসে সংঘটিত প্রথম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, হাবীল সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করল। কিন্তু হক থেকে বিচ্যুত হ’ল না। পক্ষান্তরে কাবীল শয়তানের প্ররোচনায় আপন ভাইকে হত্যা করে পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হ’ল। মানবেতিহাসে প্রথম হত্যাকারী হিসাবে পরিচিত হ’ল।

ইবরাহীম (আঃ)-এর ৮৬ বৎসর বয়সে বিবি হাজেরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ইসমাঈল। ইসমাঈল (আঃ)-কে আল্লাহ্র

৪১. *বুখারী, হা/১৪২৩, ৬৩০৮; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭০১।*

রাহে কুরবানী দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, 'যখন সে (ইসমাঈল) তার পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হ'ল তখন তিনি (ইবরাহীম) তাকে বললেন, হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি। অতএব বল, তোমার মতামত কি? ছেলে বলল, হে আব্বা! আপনাকে যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা প্রতিপালন করুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন' *(ছাফফাত ১০২)*। আজকের দিনে প্রতিটি যুবক যদি ইসমাঈল (আঃ)-এর মত হ'তে পারে, তাহ'লেই পৃথিবীতে আবার নেমে আসবে আল্লাহ্র রহমতের ফল্গুধারা।

পৃথিবীর সুন্দরতম মানুষ ইউসুফ (আঃ)-এর পবিত্র চরিত্রে কালিমা লেপন করার হীন ষড়যন্ত্র করেছিল যুলেখা। সাথে সাথে ইউসুফ (আঃ)-কে কারাগারে প্রেরণ করা হ'ল। ইউসুফ (আঃ) কারাবরণ করলেন। কিন্তু নিজের চারিত্রিক সততা-নিষ্কলুষতা অটুট রাখলেন। সুন্দরী রমণীর হাতছানি উপেক্ষা করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই তিনি কামনা করলেন।

দ্বীনে হক্বের জন্য কুরআনে বর্ণিত আছহাবে উখদূদের ঐতিহাসিক ঘটনায় বনী ইসরাঈলের এক যুবক নিজের জীবন দিয়ে জাতিকে হক্বের রাস্তা প্রদর্শন করে গেলেন। ছোহায়েব রূমী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে এ বিষয়ে যে দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। সংক্ষেপে তা এই যে, প্রাক-ইসলামী যুগের জনৈক বাদশাহ্র একজন জাদুকর ছিল। জাদুকর বৃদ্ধ হয়ে গেলে তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য একজন বালককে তার নিকটে জাদুবিদ্যা শেখার জন্য নিযুক্ত করা হয়। বালকটির নাম আব্দুল্লাহ ইবনুছ ছামের। তার যাতায়াতের পথে একটি গীর্জায় একজন পাদ্রী ছিল। বালকটি দৈনিক তার কাছে বসত। পাদ্রীর বক্তব্য শুনে সে মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু তা চেপে রাখে। একদিন দেখা গেল যে, বড় একটি হিংস্র জন্তু (সিংহ) রাস্তা আটকে দিয়েছে। লোক ভয়ে সামনে যেতে পারছে না। বালকটি মনে মনে বলল, আজ আমি দেখব, পাদ্রীর দাওয়াত সত্য, না জাদুকরের দাওয়াত সত্য। সে একটি পাথরের টুকরা হাতে নিয়ে বলল, 'হে আল্লাহ! যদি পাদ্রীর দাওয়াত তোমার নিকটে জাদুকরের বক্তব্যের চাইতে অধিক পসন্দনীয় হয়, তাহ'লে এই জন্তুটাকে মেরে ফেল, যাতে লোকেরা যাতায়াত করতে পারে'। অতঃপর সে পাথরটি নিক্ষেপ করল এবং জন্তুটি সাথে সাথে মারা পড়ল। এখবর পাদ্রীর কানে পৌঁছে গেল। তিনি বালকটিকে ডেকে বললেন, 'হে বৎস! তুমি আমার চাইতে উত্তম। তুমি অবশ্যই সত্বর পরীক্ষায় পড়বে। যদি পড়ো, তবে আমার কথা বলো না'। বালকটির কারামত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তার মাধ্যমে অন্ধ ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেত। কুষ্ঠরোগী সুস্থ হ'ত এবং অন্যান্য বহু রোগী ভাল হয়ে যেত।

ঘটনাক্রমে বাদশাহ্র এক সভাসদ ঐ সময় অন্ধ হয়ে যান। তিনি বহুমূল্য উপঢৌকনাদি নিয়ে বালকটির নিকটে আগমন করেন। বালকটি তাকে বলে, 'আমি কাউকে রোগমুক্ত করি না। এটা কেবল আল্লাহ করেন। এক্ষণে যদি আপনি আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাহ'লে আমি আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করব। অতঃপর তিনিই আপনাকে সুস্থ করবেন'। মন্ত্রী ঈমান আনলেন, বালক দো'আ করল। অতঃপর তিনি চোখের দৃষ্টি ফিরে পেলেন। পরে রাজদরবারে গেলে বাদশাহ্র প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, আমার পালনকর্তা আমাকে সুস্থ করেছেন। বাদশাহ বলেন, তাহ'লে আমি কে? মন্ত্রী বললেন, 'না। বরং আমার ও আপনার পালনকর্তা হ'লেন আল্লাহ'। তখন বাদশাহ্র হুকুমে তার উপর নির্যাতন শুরু হয়। এক পর্যায়ে তিনি উক্ত বালকের নাম বলে দেন। বালককে ধরে এনে একই প্রশ্নের অভিন্ন জবাব পেয়ে তার উপরেও চালানো হয় কঠোর নির্যাতন। ফলে এক পর্যায়ে সে পাদ্রীর কথা বলে দেয়। তখন বৃদ্ধ পাদ্রীকে ধরে আনলে তিনিও একই জওয়াব দেন। বাদশাহ তাদেরকে সে ধর্ম ত্যাগ করতে বললে তারা অস্বীকার করেন। তখন পাদ্রী ও মন্ত্রীকে জীবন্ত অবস্থায় করাতে চিরে তাদের মাথাসহ দেহকে দু'ভাগ করে ফেলা হয়। এরপর বালকটিকে পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলার হুকুম দেয়া হয়। কিন্তু তাতে বাদশাহ্র লোকেরাই মারা পড়ে। অতঃপর তাকে নদীর মধ্যে নিয়ে নৌকা থেকে ফেলে দিয়ে পানিতে ডুবিয়ে মারার হুকুম দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানেও বালক বেঁচে যায় ও বাদশাহ্র লোকেরা ডুবে মরে। দু'বারেই বালকটি আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করেছিল, 'হে আল্লাহ! এদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন যেভাবে আপনি চান'।

পরে বালকটি বাদশাহ্কে বলে, আপনি আমাকে কখনোই মারতে পারবেন না, যতক্ষণ না আপনি আমার কথা শুনবেন। বাদশাহ বললেন, কি সে কথা? বালকটি বলল, আপনি সমস্ত লোককে একটি ময়দানে জমা করুন। অতঃপর একটা তীর নিয়ে আমার দিকে নিক্ষেপ করার সময় বলুন, باسم الله رب الغـــلام 'বালকটির পালনকর্তা আল্লাহ্র নামে'। বাদশাহ তাই করলেন এবং বালকটি মারা গেল। তখন উপস্থিত হাযার হাযার মানুষ সমস্বরে বলে উঠল, 'আমরা বালকটির প্রভুর উপরে ঈমান আনলাম'। তখন বাদশাহ বড় বড় গর্ত খুঁড়ে বিশাল অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে সবাইকে হত্যা করল। নিক্ষেপের আগে প্রত্যেককে ধর্ম ত্যাগের বিনিময়ে মুক্তির কথা বলা হয়। কিন্তু কেউ তা মানেনি। শেষ দিকে একজন মহিলা তার শিশু সন্তান কোলে নিয়ে ইতস্ততঃ করছিলেন। হঠাৎ কোলের অবোধ শিশুটি বলে ওঠে, 'শক্ত হও হে মা! কেননা তুমি সত্যের উপরে আছো'। তখন বাদশাহ্র লোকেরা মা ও ছেলেকে এক সাথে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। ঐদিন ৭০ হাযার মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয়।[৪২] এ ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, এক যুবকের আত্মত্যাগের বিনিময়ে হাযার হাযার মানুষ মহান আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছিল।

---

৪২. *আহমাদ, মুসলিম হা/৩০০৫; তিরমিযী হা/৭৩৩৭।*

অনুরূপভাবে যুবকদের মাধ্যমেই মদীনার রাষ্ট্রীয় ভীত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১১ নববী বর্ষে মদীনা হ'তে হজ্জ করতে এসেছিল কনিষ্ঠ তরুণ আস'আদ বিন যুরারাহর নেতৃত্বে পাঁচজন তরুণ। আর পরবর্তীতে তাদেরই প্রচেষ্টার ফসল হয়ে উঠেছিল বিশ্ব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রব্যবস্থা, যা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। এই যুবকরাই বদর, ওহোদ, খন্দক ও তাবুকের যুদ্ধে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে ইসলামের শত্রুদের নিধন করে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছিল।

ইসলামের বড় শত্রু আবু জাহলকে হত্যা করেছিল ছোট্ট দু'টি বালক মু'আয ও মুয়াব্বাজ। আব্দুর রহমান বিন আওফ বলেন, বদরের যুদ্ধে সৈনিকদের বুহ্যে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি আমার ডানে ও বামে দু'জন যুবক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দেখে আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করলাম না। এ সময় তাদের একজন আমাকে গোপনে বলল, 'চাচাজী আমাকে দেখিয়ে দিন তো আবু জাহল কে? আমি বললাম, তাকে তোমরা কি করবে? তারা বলল, আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি দেখামাত্র তাকে হত্যা করব। আব্দুর বিন আওফ বলেন, আমি ইশারায় আবু জাহলকে দেখিয়ে দেওয়া মাত্রই তারা দু'জন বাঘের মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করল।

ওহোদ যুদ্ধের জন্য ওসামা তার সমবয়সী কতিপয় যুবক, কিশোরের সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে উপস্থিত হ'লেন যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের মধ্যে কয়েকজনকে নির্বাচন করলেন। আর ওসামাকে অপ্রাপ্ত বলে ফিরিয়ে দিলেন। যুদ্ধে যেতে না পেরে ওসামা মনে কষ্ট ও অন্ত রে ক্ষোভ নিয়ে অশ্রুসজল নয়নে বাড়ী ফিরলেন। পরের বছর খন্দকের যুদ্ধের জন্য সৈন্য বাছাই পর্বে বাদ পড়ার ভয়ে ওসামা পায়ের আঙ্গুলের ওপর ভর করে উচু হয়ে দাঁড়ালেন। তার আগ্রহ দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে নির্বাচন করলেন। মাত্র ১৪ বছরের এই যুবক যোগ দিলেন খন্দকের যুদ্ধে।

একাদশ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে ২০ বছরের সেই যুবক ওসামা বিন যায়েদকে সেনাপতি করে পাঠান। তিনি বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে রোমানদের গর্ব চিরতরে নস্যাৎ করে দেন।

দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, আমাদের যুবসমাজের একটি বিরাট অংশ বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিচ্ছে বাতিল মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য। তাদের ধারণা যে, ধর্ম ও রাজনীতি সম্পূর্ণ আলাদা। ধর্ম কেবলমাত্র ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত, তাসবীহ-তাহলীলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কাজেই বৈষয়িক জীবনটা নিজের ইচ্ছামত চললেই হবে। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই তারা আল্লাহ্‌র দেয়া শক্তি-সাহস মানবরচিত বাতিল মতবাদের পিছনে ব্যয় করছে। এই ভ্রান্ত ধারণা অবশ্যই বর্জন করতে হবে। মনে রাখতে হবে হক্ব বা সত্য হল একটাই। আর তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। আল্লাহ বলেন, 'বলুন, হক্ব তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে আসে। অতএব যার ইচ্ছা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা তা অমান্য করুক। আমরা সীমালংঘনকারীদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি' *(কাহ্‌ফ ২৯)*।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি ঘুনে ধরা এই দেশ ও সমাজের অজ্ঞতা, দ্বীনতা, হীনতা, জরাজীর্ণতা, খুন-খারাবী, হিংসা-বিদ্বেষ, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, নগ্নতা ও বেহায়াপনার মত নির্লজ্জতা দূর করে সুশিক্ষিত, আদর্শ ও কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক সর্বাত্মক সমাজ বিপ্লবের কাজ একমাত্র তাওহীদি আক্বীদায় বিশ্বাসী নিবেদিতপ্রাণ, ঈমান ও আমলে সামঞ্জস্যশীল এবং জাহেলিয়াতের সাথে আপোষহীন যুবসমাজের দ্বারাই সম্ভব। তাই জাতীয় কবি কাযী নযরুল ইসলাম বলেন,

যুগে যুগে তুমি অকল্যাণেরে করিয়াছ সংহার
তুমি বৈরাগী বক্ষের প্রিয়া ত্যাজি ধর তলোয়ার।
জরজীর্ণের যুক্তি শোন না গতি শুধু সম্মুখে,
মৃত্যুরে প্রিয় বন্ধুর সম জড়াইয়া ধর বুকে।
তোমরাই বীর সন্তান যুগে যুগে এই পৃথিবীর,
হাসিয়া তোমরা ফুলের মতন লুটায়েছ নিজ শির।
দেহেরে ভেবেছ ঢেলার মতন প্রাণ নিয়ে কর খেলা,
তোমারই রক্তে যুগে যুগে আসে অরুণ উদয় বেলা।

তাই আসুন, আমরা আমাদের যৌবনের এই মূল্যবান সময়কে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করার চেষ্টা করি। সমাজ, দেশ ও জাতির কল্যাণে অবদান রাখি। তাহ'লেই আমাদের এ যৌবনকাল সার্থক হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

এপ্রিল ফুল্স

-আত-তাহরীক ডেস্ক

মুসলমানদের স্পেন বিজয় একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। স্পেন বিজয়ের পূর্বমুহূর্তে সেখানে উইতিজা নামক এক রাজা রাজত্ব করত। হঠাৎ উইতিজাকে সিংহাসনচ্যুত করে রডারিক সিংহাসন অধিকার করে। রডারিক ছিল অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ও অত্যাচারী ব্যক্তি। রডারিক সম্রাট উইতিজাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

অতঃপর রডারিকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর প্রতি। রডারিক প্রথমে আক্রমণ করে স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলের সিউটা দ্বীপের স্বাধীন রাজা কাউন্ট জুলিয়ানকে। জুলিয়ান প্রথমে পরাজিত হয়ে রাজ্য ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে জুলিয়ান সিউটা ও আলজিসিরাসের গভর্ণরের দায়িত্ব পালন করতে থাকে। ইউরোপের সমসাময়িক নিয়ম ছিল যে, প্রদেশের গভর্ণর অথবা সামন্তরাজাদের পুত্র-কন্যাকে কেন্দ্রীয় রাজ দরবারে প্রেরণ করা। সম্ভবতঃ এর দু'টি কারণ ছিল। গভর্ণর অথবা সামন্তরাজাগণ যেন সহজেই বিদ্রোহ ঘোষণা করতে না পারে। অন্য কারণটি ছিল, রাজকীয় পরিবেশে আদব-কায়দা, সৈন্য-পরিচালনা ও রাজনীতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও ধারণা অর্জন করা। তাই কাউন্ট জুলিয়ান তার অত্যন্ত সুন্দরী কন্যা ফ্লোরিন্ডাকে রাজধানী টলেডোতে প্রেরণ করে। রাজধানীতে অবস্থানকালে রাজা রডারিক ফ্লোরিন্ডার সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে। জুলিয়ান তনয়ার প্রতি সে কামনার হাত প্রসারিত করে। এই আচরণ ছিল যেমন গুরুতর তেমনি মর্যাদাহানিকর। এই অপমানজনক ঘটনার বিবরণ দিয়ে ফ্লোরিন্ডা গোপনে তার পিতার নিকট সংবাদ পাঠায়। এমনিতেই কাউন্ট জুলিয়ানের সঙ্গে রাজার সম্পর্ক ভাল ছিল না। রাজ্য হারানোর বেদনার সঙ্গে যুক্ত হ'ল কন্যার অবমাননা। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এবং রডারিক নামক নরপশুর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য জুলিয়ান মূসা ইবন নুসাইরকে স্পেন আক্রমণের সাদর আমন্ত্রণ জানান। এবার সেনাপতি মূসা বিন নুসাইর প্রথমে পরীক্ষামূলক অভিযানের জন্য তারিফ বিন মালিককে চারশ' পদাতিক এবং একশ' অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে স্পেনের আলজিসিরাসে সফল অভিযান চালান। তারিফের এই সফল অভিযানের সংবাদ পেয়ে মূসা বিন নুসাইরের সহকারী সেনাধ্যক্ষ তারিক ইবনু যিয়াদ সাত হাযার সৈন্য সমন্বয়ে গঠিত এক মুজাহিদ বাহিনী অতি সফলতার সাথে ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর সংযোগকারী প্রণালিটি অতিক্রম করে ৯২ হিজরীর রজব অথবা শা'বান মোতাবেক ৭১১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল অথবা মে মাসে স্পেন ভূখণ্ডে অবতরণ করেন। যে পাহাড়ের পাদদেশে তারিক অবতরণ করেছিলেন তার নামকরণ করা হয় 'জাবালুত তারিক' (Gibralter)।

এ সংবাদ স্পেনের শাসনকর্তা রডারিকের কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তিনি যথাসাধ্য প্রস্তুতি নিলেন আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য। অন্যদিকে সেনাপতি তারিকও তাঁর অভিযানকে স্পেনের মূল ভূখণ্ডের দিকে পরিচালনা করলে সেনাধ্যক্ষ মূসা পাঁচ হাযার সৈন্য প্রেরণ করেন। সর্বমোট ১২০০০ সৈন্যসহ সেনাপতি তারিক অগ্রসর হন। ১৯ জুলাই ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে মুসলিম বাহিনী এবং গথিক রাজা রডারিকের নিয়মিত বাহিনীর মধ্যে ওয়াদী লাক্কু নামক স্থানে এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে গথিক বাহিনী ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পলায়ন করে। হাযার হাযার গথিক সৈন্য মৃত্যুবরণ করে। রডারিক উপায়ান্তর না দেখে পলায়ন করতে গিয়ে নদীবক্ষে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ হারান। তারিক আরো অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি মুসলিম বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে এই ভাষণ দেন যে, 'তোমাদের সম্মুখে শত্রুদল এবং পিছনে বিশাল বারিধি। তাই আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, যে কোন পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ ও অবিচল থাকা এবং আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা বাস্তবায়ন করা ব্যতীত তোমাদের বিকল্প কোন পথ নেই'। সৈনিকগণও সেনাপতির ভাষণের জবাব দেয়, জয় না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। কারণ আমরা সত্য প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

মুসলিম সৈনিকদের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে গথিক রাজ্যের একটির পর একটি শহরের পতন হ'তে থাকে। ৭১১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে মুসলমানরা কর্ডোভা জয় করেন। মুসলমানরা স্পেন জয় করার পর প্রথমে সেভিল (Seville) কে রাজধানী হিসাবে ঘোষণা করেন। কিন্তু সোলাইমান ইবনু আব্দিল মালিকের যুগে স্পেনের গভর্ণর সামাহ বিন মালেক খাওলানী রাজধানী সেভিল থেকে কর্ডোভায় স্থানান্তরিত করেন। এরপর এই কর্ডোভা শতাব্দীর পর শতাব্দী স্পেনের রাজধানী হিসাবে থেকে যায়। এভাবে পর্যায়ক্রমে বৃহত্তর স্পেন মুসলমানদের নেতৃত্বে চলে আসে। ইসলামী শাসনের শাশ্বত সৌন্দর্য ও ন্যায় বিচারে মুগ্ধ হয়ে হাযার হাযার মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও শিল্প-সভ্যতার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হ'তে থাকে।

এদিকে ইউরোপীয় খ্রীষ্টান রাজাদের চক্ষুশূলের কারণ হয় মুসলমানদের এই অগ্রগতি। ফলে ইউরোপীয় মাটি থেকে মুসলিম শাসনের উচ্ছেদ চিন্তায় তারা ব্যাকুল হয়ে উঠে। অতঃপর আরগুনের ফার্ডিন্যান্ড এবং কাস্তালিয়ার পর্তুগীজ রাণী ইসাবেলা এই দু'জনই চরম মুসলিম বিদ্বেষী খ্রীষ্টান নেতা পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাঁরা সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগ করে মুসলমানদের উপর আঘাত হানবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। তারা মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগ খুঁজতে থাকে। এমন এক মুহূর্তে ১৪৮৩ সালে আবুল হাসানের পুত্র আবু আব্দিল্লাহ বোয়াবদিল খ্রীষ্টান শহর লুসানা আক্রমণ করে পরাজিত ও বন্দী হন। এবার ফার্ডিন্যান্ড বন্দী বোয়াবদিলকে গ্রানাডা ধ্বংসের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। একদল সৈন্য দিয়ে বোয়াবদিলকে প্রেরণ করে তাঁরই পিতৃব্য আল-জাগালের বিরুদ্ধে। বিশ্বাসঘাতক বোয়াবদিল ফার্ডিন্যান্ডের

ধূর্তামি বুঝতে পারেননি এবং নিজেদের পতন নিজেদের দ্বারাই সংঘটিত হবে এ কথা তখন তার মনে জাগেনি। খ্রীষ্টানরাও উপযুক্ত মওকা পেয়ে তাদের লক্ষ্যবস্তুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পরিকল্পনা কার্যকর করতে থাকে। বোয়াবদিল গ্রানাডা আক্রমণ করলে আজ-জাগাল উপায়ন্তর না দেখে মুসলিম শক্তিকে টিকিয়ে রাখার মানসেই বোয়াবদিলকে প্রস্তাব দেন যে, গ্রানাডা তারা যুক্তভাবে শাসন করবেন এবং সাধারণ শত্রুদের মোকাবেলার জন্য লড়াই করতে থাকবেন। কিন্তু আজ-জাগালের দেয়া এ প্রস্তাব অযোগ্য ও হতভাগ্য বোয়াবদিল প্রত্যাখ্যান করেন। শুরু হয় উভয়ের মাঝে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।

ফার্ডিন্যান্ড ও রাণী ইসাবেলা মুসলমানদের এই আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করে গ্রাম-গঞ্জের নিরীহ মুসলিম নারী-পুরুষকে হত্যা করে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে দিতে ছুটে আসে শহরের দিকে। অতঃপর রাজধানী গ্রানাডা অবরোধ করে। এতক্ষণে টনক নড়ে মুসলিম সেনাবাহিনীর। তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে। তাতে ভড়কে যায় সম্মিলিত কাপুরুষ খ্রীষ্টান বাহিনী। সম্মুখ যুদ্ধে নির্ঘাত পরাজয় বুঝতে পেরে তারা ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। তারা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় শহরের বাইরের সকল শস্য খামার এবং বিশেষ করে শহরের খাদ্য সরবরাহের প্রধান উৎস 'ভেগা' উপত্যকা। ফলে অচিরেই দুর্ভিক্ষ নেমে আসে শহরে। খাদ্যাভাবে সেখানে হাহাকার দেখা দেয়। এই সুযোগে প্রতারক খ্রীষ্টান রাজা ফার্ডিন্যান্ড ঘোষণা করে, 'মুসলমানেরা যদি শহরের প্রধান ফটক খুলে দেয় এবং নিরস্ত্র অবস্থায় মসজিদে আশ্রয় নেয়, তাহ'লে তাদেরকে বিনা রক্তপাতে মুক্তি দেয়া হবে। আর যারা খ্রীষ্টান জাহাজগুলোতে আশ্রয় নিবে, তাদেরকে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে পাঠিয়ে দেয়া হবে। অন্যথা আমার হাতে তোমাদেরকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে'।

দুর্ভিক্ষতাড়িত অসহায় নারী-পুরুষ ও মাছুম বাচ্চাদের কচি মুখের দিকে তাকিয়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দ সেদিন খ্রীষ্টান নেতাদের আশ্বাসে বিশ্বাস করে শহরের প্রধান ফটক খুলে দেন ও সবাইকে নিয়ে আল্লাহ্র ঘর মসজিদে আশ্রয় নেন। কেউবা জাহাজগুলোতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু শহরে ঢুকে খ্রীষ্টান বাহিনী নিরস্ত্র মুসলমানদেরকে মসজিদে আটকিয়ে বাহির থেকে প্রতিটি মসজিদে তালা লাগিয়ে দেয়। অতঃপর একযোগে সকল মসজিদে আগুন লাগিয়ে বর্বর উল্লাসে ফেটে পড়ে নরপশুরা। আর জাহাজগুলোকে মাঝ দরিয়ায় ডুবিয়ে দেয়া হয়। কেউ উইপোকার মত আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল, কারো হ'ল সলিল সমাধি। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় দগ্ধীভূত ৭ লক্ষাধিক অসহায় মুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশুদের আর্তচিৎকারে গ্রানাডার আকাশ-বাতাস যখন ভারী ও শোকাতুর হয়ে উঠেছিল, তখন হিংস্রতার নগ্নমূর্তি ফার্ডিন্যান্ড আনন্দের আতিশয্যে স্ত্রী ইসাবেলাকে জড়িয়ে ধরে ক্রূর হাসি হেসে বলতে থাকে, Oh! Muslim! How fool you are! 'হায় মুসলমান! তোমরা কত বোকা'।

যেদিন এই হৃদয় বিদারক, মর্মান্তিক ও লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছিল, সে দিনটি ছিল ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল। সেদিন থেকেই খ্রীষ্টান জগৎ প্রতি বছর ১লা এপ্রিল সাড়ম্বরে পালন করে আসছে April fools Day তথা 'এপ্রিলের বোকা দিবস' হিসাবে। মুসলমানদের বোকা বানানোর এই নিষ্ঠুর ধোঁকাবাজিকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে সমগ্র ইউরোপে প্রতিবছর ১লা এপ্রিল 'এপ্রিল ফুল' দিবস হিসাবে পালিত হয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে ঠাণ্ডা মাথার এই নিষ্ঠুর প্রতারণা ও লোমহর্ষক নির্মম হত্যাকাণ্ডের আর কোন নযীর নেই। কিন্তু এত বড় ট্রাজেডীর পরেও আজ পর্যন্ত খ্রীষ্টান বিশ্ব কখনোই অপরাধ বোধ করেনি। বরং উল্টা তারা গত ১৯৯৩ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে গ্রানাডা বিজয়ের পাঁচশ' বর্ষপূর্তি উপলক্ষে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের বিশ্ব নেতৃবৃন্দ আড়ম্বরপূর্ণ এক সভায় মিলিত হয়ে নতুন করে শপথ গ্রহণ করে একচ্ছত্র খ্রীষ্টীয় বিশ্ব প্রতিষ্ঠার। বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাগরণ প্রতিহত করার জন্য গড়ে তোলে 'হলি মেরী ফাণ্ড'। বিশ্বের বিভিন্ন খ্রীষ্টান রাষ্ট্র উক্ত ফাণ্ডে নিয়মিত চাঁদা জমা করে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য বিশ্বব্যাপী গড়ে তুলেছে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেটওয়ার্ক। আজ এই জঘন্য উৎসব আমাদের মুসলমানদের জাতীয় জীবনেও প্রবেশ করেছে। প্রতি বছর ইংরেজী মাসের ১লা এপ্রিল ভোরে উঠেই একে অপরকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানোর ন্যক্কারজনক কাজে শরীক হয়ে বেশ আনন্দ উপভোগ করে থাকে ছেলে থেকে শুরু করে বুড়ো পর্যন্ত অনেকে। লক্ষ্য করা যায়, গ্রামে-গঞ্জে-শহরে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত এমনকি সর্বোচ্চ শিক্ষিত জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই একে অপরকে নানাভাবে বিভিন্ন কৌশলে বোকা বানিয়ে আনন্দ পায়। শ্রেণীকক্ষের টেবিল-চেয়ার উল্টিয়ে, কলমের নিব সরিয়ে ইত্যাদি বিবিধ কৌশলে শিক্ষকদের বোকা বানানো হয়। আর শিক্ষক কিংবা শিক্ষিকারাও একটু মুচকি হাসির মাধ্যমে খুব সহজেই তা বরণ করে নেন। এ দিনটিতে মানুষকে বোকা বানানোর জন্য প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, ছলনা ও মিথ্যা বলার মাধ্যমে নিজেকে চালাক প্রমাণ করার মানসে একশ্রেণীর মানুষকে খুব তৎপর দেখা যায়। তারা ধোঁকার এই নাটক রচনা করে প্রচুর কৌতুকও উপভোগ করে থাকে। এই নির্মম কৌতুকের কারণে প্রত্যেক বছর কত যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই।

১লা এপ্রিলের ঐতিহাসিক ঐ হৃদয়বিদারক ঘটনায় কার না মন শিউরে উঠে, কার না হৃদয় কেঁদে উঠে। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই, নেই কোন ভাবনা। ১লা এপ্রিলের ঘটনা স্মরণ করে মুসলমানরা সতর্ক হবে, শিক্ষা নিবে এমন কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বরং এর উল্টো প্রভাবই বিরাজ করছে। ১লা এপ্রিল অনেক মুসলিম অমুসলিমদের হাতে হাত মিলিয়ে বিজাতীয় আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠে। খ্রীষ্টান সংগঠন এ দিনে যখন বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, তখন মুসলমানেরাও তাতে অংশ নেয়।

মুসলিম সমাজের জন্য এর চেয়ে দুঃখ ও লজ্জার কারণ আর কি হ'তে পারে? মুসলমানরা কেন 'এপ্রিল ফুল' দিবস পালন করবে? তারা কি ইতিহাস জানে না? যদি ইতিহাস না জেনে পালন করা হয়, তাহ'লে বলতে হবে, আমরা আসলেই বোকা। কারণ না যেনে কেন একটা দিবস পালন করব? আর যদি ইতিহাস জেনেই পালন করা হয়, তাহ'লে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের মত অনুভূতিহীন অসচেতন জাতি গোটা বিশ্বে দ্বিতীয়টি নেই।

দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও যখন এরূপ বোকা বানানোর সংস্কৃতি চোখে পড়ে, তখন লজ্জায় বিস্মিত হ'তে হয়। কারণ উচ্চ ডিগ্রী অন্বেষণকারী শিক্ষিত সমাজ কেন গোলক ধাঁধায় পড়বে? এসব শিক্ষিতজনদের নিকট থেকে এই দেশ ও জাতি কোন্ সংস্কৃতি শিক্ষা লাভ করবে? ১লা এপ্রিল আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, আমাদের পূর্বপুরুষদের ৭৮০ বছরের গৌরবোজ্জ্বল স্পেনে মুসলিম সভ্যতার ইতিহাসের কথা, খ্রীষ্টানদের প্রতারণার শিকার ৭ লক্ষাধিক মুসলিম ভাই-বোনদের সর্বশেষ আর্তচিৎকারের কথা, খৃষ্টানদের মুসলিম বিদ্বেষী মিশনের কথা, মুসলিম নিধনের মর্মান্তিক ইতিহাসের কথা।

আজো ইতিহাসের সেই কালপিট ইহুদী-খ্রীষ্টান জগতের নির্মম অত্যাচারের শিকার মুসলিম জাতি ও মুসলিম বিশ্ব। তাদেরই হিংস্র ছোবলে প্রতিনিয়ত হাযার হাযার মুসলমানের জীবনের যবনিকাপাত ঘটছে। তাদেরই ষড়যন্ত্রে অশান্তির দাবানল দাউদাউ করে জ্বলছে ইরাকে, আফগানিস্তানে, কাশ্মীরে; ফিলিস্তীনের মানুষ সদা-সর্বদা রণক্ষেত্রে বসবাস করছে। তাদের রক্তলোলুপ জিহ্বা এখন ইরানের দিকে প্রসারিত। মুসলিম বিশ্বের অন্যতম পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র পাকিস্তানে চলছে ড্রোন হামলা। দেশে দেশে পাঠাচ্ছে তারা সাহয্যের নামে তাদের এনজিও সমূহকে। পশ্চিমা দর্শন চালান করে একদিকে তারা ভাইয়ে ভাইয়ে হিংসা-হানাহানির রাজনীতি চালু করেছে, অন্যদিকে মানবাধিকার রক্ষা ও সন্ত্রাস দমনের নামে মুসলিম দেশ সমূহে যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছে। এদেরই পোষ্য একশ্রেণীর মিডিয়ায় তথ্য সন্ত্রাস করে আমাদেরকে ভুলেভরা ইতিহাস শিক্ষা দিচ্ছে। এসব থেকে জাতিকে বাঁচাতে জাতির সঠিক ইতিহাস তাদেরকে জানানো অতি যরূরী। প্রয়োজন তাদেরকে সজাগ ও সচেতন করা। বিজাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও তাদের ষড়যন্ত্রকে অনুধাবন করে মুসলমানরা যেন নিজেদের আদর্শের দিকে ফিরে আসতে পারে সেজন্য যথাযথ চেষ্টা করতে হবে।

পরিশেষে বলব, সবকিছু সুস্পষ্ট হওয়ার পরও আমরা আর কতকাল বোকা হয়ে থাকব? অতএব আসুন! গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে না দিয়ে প্রথমে জানতে হবে, ১লা এপ্রিল কি? অতঃপর বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ পরিত্যাগ করে আমরা আমাদের হারানো সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

সাক্ষাৎকার

মুহতারাম আমীরে জামা'আত

*[মাসিক **আত-তাহরীক**-এর সম্পাদক মণ্ডলীর মাননীয় সভাপতি ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবে'র** এই স্মৃতিচারণমূলক সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন আত-তাহরীক-এর গবেষণা সহকারী নূরুল ইসলাম ও আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব]*

প্রশ্ন-১ : ২২তম বার্ষিকী 'তাবলীগী ইজতেমা ২০১২' উপলক্ষ্যে মাসিক আত-তাহরীক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। ২২ বছর চলে আসা এই তাবলীগী ইজতেমার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কিছু জানতে চাই?

উত্তর : এই শুভ উদ্যোগের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ রইল। মূলতঃ আহলেহাদীছ-এর ঘুমন্ত দাওয়াত রাজধানীবাসীর নিকট তুলে ধরাই ছিল এই সম্মেলনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়তঃ আহলেহাদীছ ছাত্র ও তরুণরা অন্যান্য বস্তুবাদী দলে এবং কথিত ইসলামপন্থী দল সমূহে প্রবেশ করে তাদের বৈশিষ্ট্যগত স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলতে বসেছিল। আমরা তাদেরকে সেই আদর্শিক গোলামী ও বৈশিষ্ট্যের বিলুপ্তি থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম। চতুর্থতঃ সকল দল ও মতের ছাত্র ও জনগণের নিকট ইসলামের বিশুদ্ধ রূপ তুলে ধরাই ছিল আমাদের মূল লক্ষ্য। কিন্তু যত ভাল চিন্তা নিয়েই কাজ করিনা কেন, ভালকে সবাই ভাল নযরে দেখেন না। তার প্রমাণ পেলাম কাজে নামার পর। কিন্তু আমাদের দৃঢ় আত্মশক্তির কাছে পর্বতপ্রমাণ সেই বাধা কোন কাজে আসেনি আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে।

জাতীয় সম্মেলনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন আমাদের পুঁজি ছিল মাত্র সাড়ে ৬ টাকা। ত্রিশ হাযার টাকার বাজেট ১০ দিনের মাথায় ২৯,৬৪৮/= আদায় হয়ে প্রায় পূর্ণ হয়ে যায়। মাননীয় জমঈয়ত সভাপতিকে বংশাল মসজিদে যখন আমি এই খবর দেই, তখন তিনি স্তম্ভিত হয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে কেবল তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর পরামর্শ ছিল জাতীয় সম্মেলন আদৌ না করার। আর করলে বংশাল মহল্লার মধ্যে করার।

ঢাকা যেলা ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তনে ৫ই এপ্রিল'৮০-তে অনুষ্ঠিত ১ম দিনের জাতীয় সম্মেলন শেষে ছেলেরা আনন্দে ঢাকার রাজপথে ট্রাক মিছিল করে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ যিন্দাবাদ' শ্লোগান দিয়ে মুখর করে তুলেছিল। বায়তুল মুকাররম মসজিদ ঐ দু'দিন 'আমীনের' আওয়াযে গুঞ্জরিত ছিল। মসজিদের জনৈক ইমাম নিজের লোকদের মধ্যে বলে ফেলেন, 'এত লা-মাযহাবী হঠাৎ কোত্থেকে এল'? অনতিদূরে মাগরিবের সুন্নাতরত সাতক্ষীরা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র জনৈক কর্মী সালাম ফিরিয়ে সোজা গিয়ে ইমামকে চার্জ করল, আপনি একথা কেন বললেন? ছোট্ট ছেলের সাহস দেখে ইমাম ছাহেব প্রমাদ গুণলেন।

২য় দিন সেমিনারে যখন আমি 'তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ' শীর্ষক স্বরচিত প্রবন্ধটি পাঠ করি, তখন রাষ্ট্রদূত ফুওয়াদ আব্দুল হামীদ আল-খাত্বীব এক পর্যায়ে উঠে এসে আমার পিঠ চাপড়ে দেন এবং তাঁর ভাষণে উচ্চ প্রশংসা করেন এই বলে যে, বাংলাদেশে এসে 'তওহীদে'র উপরে কোন সেমিনার আমার নিকটে এটাই প্রথম। সভাপতির ভাষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস প্রফেসর ডঃ সিরাজুল হক বলেন, আমি জীবনে বহু সেমিনার করেছি। কিন্তু আজই প্রথম একটি সেমিনার দেখলাম, যেখানে কোন হাত তালি পেলাম না। কেবল 'আলহামদুলিল্লাহ' ছাড়া। তিনি আমাদের জন্য প্রাণখোলা দো'আ করলেন। উল্লেখ্য যে, উনি ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ্র উপরে লণ্ডন থেকে 'ডক্টরেট' করেছেন। মাওলানা মুন্তাছির আহমাদ রহমানী প্রবন্ধটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করার প্রস্তাব দেন। উপস্থিত সকলে সোৎসাহে তা সমর্থন করেন।

পরিশেষে বলব, কোনরূপ পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে রাজধানীতে সর্বপ্রথম আয়োজিত দু'দিন ব্যাপী এই বিরাট আহলেহাদীছ সম্মেলন ঢাকা মহানগরীসহ সারা দেশের আহলেহাদীছ জনগণের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করে। সকলের মুখে মুখে এ সম্মেলনের আলোচনা চলতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র 'যুবসংঘে'র শাখা বৃদ্ধি পেতে থাকে দ্রুত গতিতে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

প্রশ্ন-২ : রাজধানী ঢাকার পরিবর্তে উত্তরাঞ্চলের রাজশাহীকে ইজতেমাস্থল হিসাবে বেছে নেয়ার পিছনে বিশেষ কোন তাৎপর্য আছে কী অথবা আগামীতে স্থান পরিবর্তনের কোন পরিকল্পনা আছে কী?

উত্তর : এর পিছনে কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। আল্লাহ যেন আমাদেরকে এখানে ঠেলে নিয়ে এসেছিলেন। ভেবেছিলাম ঢাকায় কেন্দ্র থাকবে এবং প্রতিবছর ঢাকাতে নিয়মিতভাবে জাতীয় সম্মেলন করব। কিন্তু ভাগ্যের লিখন খণ্ডাবে কে? সম্মেলনের পরের দিন বংশাল-মালিবাগ জামে মসজিদের পেশ ইমাম বন্ধুবর মাওলানা আব্দুর রশীদ মন্তব্য করলেন, 'এবার আপনাকে ঢাকা থেকে তাড়াবে'। আমি হতবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন কি অপরাধ? বললেন, এতদিন যাবত নেতারা যা পারেননি, আপনারা তাই করলেন। এরপরেও আপনি ঢাকায় থাকতে পারবেন? এতবড় সাফল্যের পরেও 'যুবসংঘ'কে ধন্যবাদ দিয়ে নেতার মুখে একটি বাক্যও কি শুনেছিলেন'? আমার তখন ঘোর কাটলো। গত বছর ঢাকার একটি হোটেলে ভাই আব্দুর রশীদ দেখা করতে এলে দু'জনে বসে পুরানো দিনের সেই স্মৃতিচারণ করছিলাম। তাঁর ছেলে নূরুদ্দীন বর্তমানে ঢাকা যেলা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কর্মপরিষদ সদস্য।

অবশেষে মাওলানা আব্দুর রশীদের কথাই সত্যে পরিণত হয়েছিল। আমি ঢাকা থেকে বিতাড়িত হলাম। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলাম। কেন্দ্রীয় অফিস তখনও

ঢাকায় থাকল শামসুদ্দীন ভাইয়ের যিম্মায়। কিন্তু অবশেষে তাও গুটিয়ে আনতে হ'ল। ১৯৮০ সালের শেষদিকে ঢাকা থেকে এসেছি। আর কেন্দ্রীয় অফিস রাজশাহীর রাণীবাজার মাদরাসা মার্কেটে স্থানান্তরিত হয়েছে ১৯৮৪ সালের ৩০শে মে তারিখে। নতুন স্থানে নতুনভাবে সবকিছু গড়ে তুলতে সময় লাগল। যেহেতু তখন যুবসংঘের বিরুদ্ধে জমঈয়ত নেতৃবৃন্দের অবস্থান ছিল মারমুখী এবং আমি রাজশাহীতে হিজরত করলাম, ফলে ঢাকাতে আর জাতীয় সম্মেলন আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

অবশেষে ১৯৯১ সালের ২৫শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে নওদাপাড়াতে দীর্ঘ এগারো বছর পরে ২য় জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় এবং তখন থেকে নিয়মিতভাবে এখানে বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, সংগঠনের পরিধি বেড়ে যাওয়ায় এবং কর্মী সম্মেলনের পাশাপাশি দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষের নিকট আহলেহাদীছের দাওয়াত পেশ করার উদ্দেশ্যে এখন থেকে 'তাবলীগী ইজতেমা' নামকরণ করা হয়।

রাজশাহীকে ইজতেমাস্থল হিসাবে বেছে নেবার পিছনে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য ছিল না। এখানে আমরা অবস্থান করি, কেন্দ্র এখানে, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ এখানে, মূলতঃ সেকারণেই এখানে ইজতেমাস্থল হয়েছে। যদি কখনো এখান থেকে সরে যেতে হয়, তখন ইজতেমাস্থল পরিবর্তন হবে কি-না, সেটা পরিস্থিতির আলোকে সংগঠনের মজলিসে শূরা সিদ্ধান্ত নেবে। তবে রাজশাহী দেশের বৃহত্তর আহলেহাদীছ অধ্যুষিত যেলা হিসাবে এখানে সাধারণ জনসমর্থন আমাদের বেশী থাকাটাই স্বাভাবিক। যদিও সচেতন মানুষের সংখ্যা সর্বত্র নিতান্তই কম।

প্রশ্ন- ৩ : ১ম তাবলীগী ইজতেমা আর আজকের তাবলীগী ইজতেমার মধ্যে পরিধিগত এক বিরাট ফারাক পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়টি কিভাবে দেখছেন?

উত্তর : ১ম জাতীয় সম্মেলন আর আজকের তাবলীগী ইজতেমার মধ্যে পরিধিগত বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। ১৯৯৭ সালের তাবলীগী ইজতেমায় সাতক্ষীরা থেকে আগত ৪৮টি বাস ও অন্যান্য যেলার রিজার্ভ বাসসমূহের বিরাট বহর দেখে রাজশাহী থেকে ঢাকার ফ্লাইটে আমার সামনের সীটের দু'জন যাত্রী আপোষে বলাবলি করছিলেন, রাজশাহীতে এতবড় সম্মেলন কিসের? জবাবে অন্যজন বললেন, এদেশে হানাফী ও আহলেহাদীছ দু'টি মাযহাবের লোক আছে। টঙ্গীতে হানাফী মাযহাবের তাবলীগী ইজতেমা হয়। আর রাজশাহীতে আহলেহাদীছদের তাবলীগী ইজতেমা হয়। এটা আহলেহাদীছদের বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা হচ্ছে।

হ্যাঁ, প্রতি বছর সত্যসন্ধানী দ্বীনদার মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। তারা ছহীহ-শুদ্ধ ইসলামের খোঁজে আমাদের ইজতেমাতে আসে। ২০০৫ সালে আমাদের উপরে মিথ্যা অপবাদ ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালানোর ফলে মানুষের আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। আপোষহীনভাবে হক প্রচারের বরকতে আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হচ্ছে। আল্লাহ্র হুকুমে আল্লাহ্র বিনয়ী বান্দাদের অন্তর সমূহ ক্রমেই এদিকে ধাবিত হচ্ছে। ফলে প্রতি বছর তাবলীগী ইজতেমার পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষ সঠিক ঈমানী চেতনা ফিরে পাচ্ছে। তাওহীদ ও শিরক, সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্য বুঝতে পারছে। নিজেদের জীবনাচরণ সংশোধন করে নিচ্ছে। যদি এভাবে আল্লাহর রহমত অব্যাহত থাকে এবং আমাদের দুর্বলতাগুলি আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি, তাহ'লে ইনশাআল্লাহ আমাদের তাবলীগী ইজতেমা দেশের ঈমানদারগণের সর্ববৃহৎ মিলনমেলায় পরিণত হবে। যা আমাদের কাঙ্খিত ইসলামী সমাজবিপ্লবে সবচেয়ে বেশী অবদান রাখবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন-৪ : বাংলাদেশের ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থাকে সংস্কার করার জন্য এই তাবলীগী ইজতেমার আবেদন কতটুকু বলে আপনার মনে হয়?

উত্তর : সমাজব্যবস্থার সংস্কারের জন্য সমাজের মানুষের সংস্কার আগে যরূরী। আর মানুষের সংস্কারের জন্য আগে তার বিশ্বাসের জগতে সংস্কার আনা যরূরী। মানুষ যদি দুনিয়া কেন্দ্রিক চিন্তাধারায় অভ্যস্ত হয়, তাহ'লে সে ব্যক্তিগত স্বার্থের বাইরে কিছুই করবে না। ঠিক একটা পশুর মত সারা জীবন কেবল পেট নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। হীন ব্যক্তিগত স্বার্থে এমন কোন অপকর্ম নেই, যা সে করবে না। পক্ষান্তরে মানুষ যদি আখেরাত কেন্দ্রিক চিন্তাধারায় অভ্যস্ত হয়, তাহ'লে আখেরাতের স্বার্থের বাইরে সে কিছুই করবে না। পরকালীন মুক্তির জন্য সে মানবতার সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেবে। আখেরাতে মুক্তির স্বার্থে দুনিয়াতে যেকোন কল্যাণকর কাজে সে হাসিমুখে এগিয়ে যাবে। কিন্তু আখেরাতে মুক্তি কোন পথে, সেটা অধিকাংশ মানুষ জানে না। বস্তুবাদী সমাজনেতাদের যুলুম ও প্রতারণা এবং ধর্মনেতাদের অজ্ঞতা ও অনুদারতা মানুষকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে। এদু'য়ের মাঝে আমরা মানুষকে ছিরাতে মুস্তাকীমের দিকে ডাকছি। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথে আহ্বান জানাচ্ছি। বাতিলপন্থীরা এতে ক্ষিপ্ত হচ্ছে। তাদের মুখোশ খুলে পড়ছে। হকপন্থী মানুষের সামনে থেকে অন্ধকারের গাঢ় মেঘ ক্রমেই সরে যাচ্ছে। ঘুণে ধরা সমাজ ক্রমেই পরিচ্ছন্ন হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদের তাবলীগী ইজতেমার আবেদন ও অবদান দু'টিই অনন্য। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

প্রশ্ন- ৫ : বাংলাদেশে আহলেহাদীছদের সবচেয়ে বড় জমায়েত রাজশাহীর এই তাবলীগী ইজতেমা। ছহীহ আক্বীদা ও আমলসম্পন্ন মানুষের এই বিশাল সমাবেশ কি আপনাকে বিশেষ কোন স্বপ্ন দেখায়? সত্যের খোঁজে আসা এসব মানুষের অন্তঃতাড়নাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

উত্তর : হকপন্থীদের এই বিশাল সমাবেশ আমাকে অবশ্যই বড় কিছুর স্বপ্ন দেখায়। আমি স্বপ্ন দেখি সার্বিক সমাজবিপ্লবের। স্বপ্ন দেখি সমাজ জীবনের সর্বত্র আল্লাহ্র

সাবভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার। স্বপ্ন দেখি শিরকবিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র নিখাদ বাস্তবতার। সত্যের খোঁজে আসা মানুষগুলির হৃদয়ের তাড়না যেদিন বৃহত্তর সমাজে প্রতিবিম্বিত হবে, সেদিন মানুষ শয়তানের দাসত্বের শৃংখল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসবে এবং সার্বিক জীবনে কেবল আল্লাহ্র দাসত্ব বরণ করে সত্যিকারের সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তুলবে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের স্বচ্ছ আলোকে জীবন গড়ার এই অন্তঃতাড়নাকে আমি আগামী দিনে সমাজ বিপ্লবের বাস্তব তাড়না হিসাবে মূল্যায়ন করি।

প্রশ্ন- ৬ : হক-এর দাওয়াত নিয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যেভাবে এগিয়ে চলেছে, তাকে আপনি আগামীতে কোথায় দেখতে চান?

উত্তর : 'আহলেহাদীছ'-কে যারা একটি Sect বা সম্প্রদায় মনে করেন, তারা একে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী গণ্ডীতে আবদ্ধ করে ফেলেছিলেন। ফলে বিশেষ কিছু লোকের মধ্যেই এর আবেদন সীমাবদ্ধ ছিল। আমরা এটাকে 'আন্দোলনে' রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। ফলে জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ গণ্ডী ছেড়ে এ দাওয়াত এখন সর্বমহলে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের উদারনৈতিক দাওয়াতের ফলে মাযহাবী ভাইয়েরা তো বটেই অনেক অমুসলিম ভাইও সরাসরি 'আহলেহাদীছ' হচ্ছেন। আগামীতে এ 'আন্দোলন' আরো বলিষ্ঠভাবে সার্বিক সমাজ বিপ্লবের নেতৃত্ব দিক, আমি সেটাই কামনা করি।

প্রশ্ন- ৭ : ইতিমধ্যে মাসিক আত-তাহরীক তার প্রকাশনার ১৫তম বর্ষে পদার্পণ করছে। আপনার অনুভূতি কী?

উত্তর : আত-তাহরীক এক যুগ পেরিয়ে ১৫তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। এর আনন্দানুভূতি তুলনাহীন। আমি এটাকে ছাদাক্বায়ে জারিয়া মনে করি। আমি এবং আমার সহযোগীরা কবরে গিয়েও এর নেকী পেতে থাকব, যদি নাকি আত-তাহরীক বর্তমানের ন্যায় আগামীতেও দ্বীনে হক-এর পথে তার আপোষহীন আদর্শিক ভূমিকা অব্যাহত রাখে। আমি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর ২০০৬ সালে আত-তাহরীক-এর রূহ কবয করার যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র হয়েছিল, সে কথাগুলি ভুলে না যাওয়ার জন্য আমি আমার পরবর্তীদের হুঁশিয়ার করে যাচ্ছি।

প্রশ্ন- ৮ : দীর্ঘ ১৫ বছরে একটি সমাজ সংস্কারমূলক পত্রিকা হিসাবে আত-তাহরীক বাংলাদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক অঙ্গনে কতটুকু প্রভাব ফেলতে পেরেছে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : আমি তৃপ্তিবোধ করি যে, আত-তাহরীক এখন এদেশের হকপিয়াসী মানুষের মাঝে আলোকবর্তিকা স্বরূপ কাজ করে যাচ্ছে। কোন বিষয়ে আত-তাহরীক কি বলে, সেদিকেই মানুষ তাকিয়ে থাকে। আলহামদুলিল্লাহ, এদেশের সমাজ জীবনে আত-তাহরীক ঠিক কতটা প্রভাব ফেলেছে, তা হয়ত আমরা এখনই অনুমান করতে পারব না। তবে এর মাধ্যমে সমাজের উপরতলা থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত যে এক ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে তা আমরা দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি। এজন্য অনেকেই আত-তাহরীককে একটি 'নীরব বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করেছেন। আগামীতেও যেন আত-তাহরীক এই ভূমিকা অব্যাহত রাখতে পারে এবং অধিকতর সক্ষমতা ও উজ্জ্বলতা নিয়ে সমাজ সংস্কারে যথার্থ ভূমিকা রাখতে পারে, সেজন্য সকলের আন্তরিক দো'আ ও আল্লাহ্র রহমত প্রার্থনা করছি।

প্রশ্ন- ৯ : তাবলীগী ইজতেমা ২০১২ উপলক্ষ্যে পাঠকের সমীপে আপনার আহ্বান কী?

উত্তর : তাবলীগী ইজতেমা'১২ উপলক্ষে পাঠক সমীপে আমাদের আহ্বান, আবারও যদি ২০০৫-এর ২২ ফেব্রুয়ারীর তিক্ত অভিজ্ঞতা ফিরে আসে, তথাপি আপনারা হাল ছাড়বেন না। যেকোন ত্যাগের বিনিময়ে আপনারা আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াতকে বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিবেন ও দাওয়াতকে বিপ্লবে পরিণত করবেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

স্মৃতির আয়নায় তাবলীগী ইজতেমা

*মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক**

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন গঠনের বজ্রকঠিন শপথ নিয়ে ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর যাত্রা শুরু হয়। সংগঠনের ১ম দফা কর্মসূচী তাবলীগের কাজ জাতীয় পর্যায়ে শুরু হয় ১৯৮০ সালে। এ বছরের ৫ ও ৬ই এপ্রিল ঢাকা জেলা ক্রীড়া পরিষদ মিলানায়তনে সংগঠনের জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর জাতীয় পর্যায়ে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য ১৯৯১ সাল থেকে নিয়মিত বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। আমি প্রত্যেকটি ইজতেমাতে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে আমন্ত্রিত অতিথিগণের ভাষণ শুনেছি খুব নিকট থেকে। প্রথম দিকে বিদেশী মেহমানগণ ইজতেমায় আসতেন। তাঁরা জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিতেন। উপস্থিত শ্রোতাদের ঈমান-আক্বীদা ও আমল সংশোধনে তাঁদের বক্তৃতা নিয়ামক হিসাবে কাজ করত। তাঁদের ভাষণে এদেশের তাওহীদী জনতা নিজেদের ঈমানী চেতনাকে শাণিত করে নিত। নিজেদের আমলকে পরিশুদ্ধ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে ফিরে যেত।

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান মেয়রের দাদা ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুছ ছামাদ ছাহেব আজিবন ইজতেমায় উপস্থিত থাকতেন। তিনি ইজতেমায় লক্ষ তাওহীদী জনতার স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি দেখে বলতেন, ১৯৪৯ সালে আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী নওদাপাড়ায় জাতীয় সম্মেলন করে নওদাপাড়াকে উজ্জ্বল করে গেছেন। তাঁর ভাতিজা জমঈয়ত সভাপতি ড. আব্দুল বারী দীর্ঘ ৩৭ বছর রাজশাহীতে বসবাস করলেও নওদাপাড়া বা রাজশাহীতে আহলেহাদীছের কোন নিদর্শন দেখাতে পারেননি। অথচ ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব সুদূর সাতক্ষীরা থেকে এসে কাফী ছাহেবের স্মৃতিবিজড়িত নওদাপাড়াকে আহলেহাদীছের মারকাযে পরিণত করেছেন। তাই বড় ডক্টরের চেয়ে ছোট ডক্টরকে সর্বাধিক স্নেহ করি, সম্মান করি, ভালবাসি।

১৯৯১ সালের ইজতেমার ২য় দিন ছালাতুল আছরের পর নওদাপাড়া থেকে একটি মিছিল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে ৪ দফা দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি রাজশাহী জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সরকারের নিকট পেশ করে। মিছিলটি ছিল সাত কিলোমিটার লম্বা। এতে শ্লোগান ছিল 'কুরআন-হাদীছ ছাড়া অন্যকিছু মানি না, মানবো না'; 'মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ'। বিশাল এই মিছিল দেখে সেদিন স্থানীয় দোকানদাররা হাত নেড়ে মিছিলকে অভিনন্দন জানিয়েছিল এবং মারহাবা ধ্বনি দিয়ে উৎসাহিত করেছিল। মিছিলটি সিএণ্ডবি মোড় থেকে লক্ষ্মীপুর হয়ে গ্রেটার রোড ধরে নওদাপাড়ায় আসতে রাত প্রায় সাড়ে ৮-টা বেজেছিল।

১৯৯৩ সালের ১ ও ২ এপ্রিল রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার যুবসংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৩য় বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা। এ ইজতেমায় বিশাল জনতার ঢল দেখে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের তৎকালীন মাননীয় মেয়র মীযানুর রহমান মিনু বলেছিলেন, 'আমি অনেক সংগঠনের সাংগঠনিক তৎপরতা দেখেছি, তবে নিঃসন্দেহে আহলেহাদীছ আন্দোলন বিরাট সম্ভাবনাময় একটি সংগঠন। এভাবে কাজ করতে থাকলে একদিন হয়তবা এদেশের শাসনভার আপনাদের হাতেই ন্যাস্ত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস'।

এবারের ইজতেমায় প্রথম বারের মত শরী'আত সম্মত সুনিয়ন্ত্রিত পৃথক মহিলা প্যান্ডেলে দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে আগত আন্দোলন প্রিয়া মা-বোনদের বসার ব্যবস্থা করা হয়। এ ইজতেমায় উপস্থিত আমীরে জামা'আতের পি-এইচ.ডি থিসিসের পরীক্ষক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যায়ের শিক্ষক ডঃ মুঈন উদ্দীন খান বলেছিলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপর লিখিত ডক্টরেট থিসিসের পরিক্ষক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছি বটে, কিন্তু বাস্তবে আহলেহাদীছ পদ্ধতিতে ইসলামের বিভিন্ন আরকান-আহকাম পালন করা সম্ভব একথা আমার মাযহাবী ধারণা মতে বিশ্বাসী ছিলাম না। আজকের এই সমাবেশে যোগদান করে আমার মনের মণিকোঠার যে ধারণাটি বদ্ধমূল ছিল তা পাল্টে গেল। ক্বিয়ামতের প্রাক্কাল পর্যন্ত আহলেহাদীছ আক্বীদায় মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনা সম্ভব তা আজকে ছালাতে পায়ে পা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আদায় করে বাস্তব প্রশিক্ষণ পেলাম।

১৯৯৬ সালের ইজতেমা দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ২য় দিনের কর্মসূচী জুম'আর ছালাতের পূর্বেই শেষ করতে হয়।

১৯৯৭ সালের ইজতেমায় আমীরে জামা'আতের অকৃত্রিম বন্ধু 'আন্দোলন'-এর পরম হিতৈশী আব্দুল মতীন সালাফী প্রায় ৭ বৎসর ৫ মাস ২৬ দিন পর যোগদান করেন। তিনি জমঈয়তে আহলেহাদীসের সভাপতি ডঃ আব্দুল বারী সাহেবের শ্যেন দৃষ্টিতে পড়ে মাত্র ৩ ঘণ্টার নোটিশে চোখের পানি ফেলে বাংলাদেশ ছেড়ে নিজ দেশ ভারতে ফিরে যেতে বাধ্য হন। তার উপস্থিতিতে আমীরে জামা'আত সহ ইজতেমায় আগত বিপুল জনতা আনন্দে আপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন।

এই ইজতেমায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত কর্তৃক লিখিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ' ডক্টরেট থিসিসের সুপারভাইজার প্রফেসর এ. কে. এম. ইয়াকুব আলীকে ইজতেমা কমিটির পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। যাতে ছিল শেরোয়ানী, টুপি, লাঠি ও এক সেট বই। 'আন্দোলন'-এর পক্ষ থেকে আব্দুছ ছামাদ সালাফী, পাকিস্তানের পক্ষ থেকে শায়খ আব্দুল্লাহ নাছের রহমানী, ভারতের পক্ষ থেকে আব্দুল মতীন সালাফী ও আব্দুল ওয়াহাব খিলজী এবং নেপালের পক্ষ থেকে আব্দুল্লাহ মাদানী কর্তৃক এই সম্মাননা প্রদান করা হয়েছিল। এই সম্মাননা প্রকৃতপক্ষে সার্ক জামা'আতে

** ঝিনা, উপরবিল্লী, তানোর, রাজশাহী।*

আহলেহাদীছের পক্ষ থেকে প্রদত্ত হ'ল বলে আমীরে জামা'আত বিবৃতি দিয়েছিলেন।

১ হ'তে ৫ ফেব্রুয়ারী'৯৮ ভোলায় তাফসীর মাহফিলে আমীরে জামা'আত সহ অন্যান্য নেতৃতবৃন্দের যোগদান, ৯-১১ ফেব্রুয়ারী যুবসংঘের তিন দিনব্যাপী কর্মী সম্মেলন, ২৭ ফেব্রুয়ারী রাজশাহী যেলা সম্মেলন দেশের দক্ষিণাঞ্চল সহ সারাদেশে ভয়াবহ বন্যার কারণে ১৯৯৮ সালে তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়নি।

২০০৩ সালের ১৩ ও ১৪ মার্চ রাজশাহী ট্রাক টার্মিনালে অনুষ্ঠিত ২দিনব্যাপী তাবলীগী ইজতেমায় ২০জন পুরুষ ও অসংখ্য মহিলা আমীরে জামা'আতের নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন এবং আহলেহাদীছ আক্বীদায় জীবন গড়ার শপথ নেন।

১ ও ২ এপ্রিল'০৩ ট্রাক টার্মিনালে অনুষ্ঠিত ১৪তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমায় ফরিদপুরের আটরশির পীরের বড় খাদেমের পুত্র জনাব আব্দুছ ছামাদ সহ ৩০জন ভাই কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার শপথ নিয়ে আমীরে জামা'আতের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং দলনেতা ভাষণ প্রদান করেন।

২০০৫ সালের ইজতেমা ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারী রাজশাহী ট্রাক টার্মিনালে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তৎকালীন জোট সরকারের নীল নকশা অনুযায়ী ইজতেমা অনুষ্ঠানের মাত্র ৩দিন পূর্বে মিথ্যা অভিযোগে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**, নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা নূরুল ইসলাম ও যুবসংঘের তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক এ.এস.এম. আযীযুল্লাহকে ১৫৪ ধারায় গ্রেফতার করা হয় এবং পরদিন তাদেরকে বিভিন্ন জেলায় পূর্বে দায়েরকৃত ১১টি মামলায় আসামী করা হয়। পুলিশ বাহিনী দিয়ে ইজতেমা প্যাণ্ডেল ভেঙ্গে দেয়া হয়।

১৬ ও ১৭ ফেব্রুয়ারী'০৬ বৃহস্পতি ও শুক্রবার রাজশাহী ট্রাক টার্মিনালে 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুছলেহুদ্দীনের সভাপতিত্বে তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে ও ২০০৫ সালের ইজতেমা না হওয়ায় লক্ষ জনতার আগমন নওদপাড়ার বিভিন্ন এলাকা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়।

এ ইজতেমায় আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজশাহী মহানগর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এএইচএম খায়রুযযামান লিটন এবং বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মিজানুর রহমান মিনু (এম.পি) উপস্থিত হয়ে সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন।

২০০৭ সালের তাবলীগী ইজতেমা ১ ও ২ মার্চ রাজশাহী ট্রাক টার্মিনালে সদ্য কারামুক্ত 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এবারের প্রতিকূল আবহাওয়ায় প্যান্ডেল ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও বৃষ্টিতে মাঠ ভিজে যায়। ফলে ১ম দিন রাত ১১-টার সময় ইজতেমা কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। এবারের ইজতেমায় মানুষের কষ্ট ছিল বর্ণনাতীত। বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট ও প্যাণ্ডেল ভিজে যাওয়ায় মানুষের নিরাপদ কোন স্থানে বসার সুযোগ ছিল না। ফলে সারারাত প্রচণ্ড শীতে সীমাহীন কষ্ট করে পরদিন সকালে সকলে বাড়ী ফিরে যায়।

২০০৮ সালের ইজতেমা ২৮ ও ২৯ ফেব্রুয়ারী রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে নওদাপাড়াস্থ মহিলা সালাফিয়া মাদরাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। এই ইজতেমায় প্রত্যেক বক্তা নির্ধারিত বিষয়ে আলোচনান্তে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আমীরে জামা'আতের মুক্তির জোর দাবী জানান।

২০০৯ সালের তাবলীগী ইজতেমা ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারী তারিখে দীর্ঘ প্রায় সাড়ে ৩ বছর কারোভোগের পর আমীরে জামা'আতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিকূল আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে খোলা আকাশের নীচে দাড়িয়ে এমনকি ট্রাক টার্মিনালে স্থান না পেয়ে আশে-পাশে, রোডে দাঁড়িয়ে হাযার হাযার শ্রোতা বক্তব্য শ্রবণ করেন।

এই ইজতেমায় ফেরার পথে সাতক্ষীরা থেকে আসা ৭০টি বাসের মধ্যে ৫৬নং বাসটি পুঠিয়া থানার ঝলমলিয়া নামক স্থানে ঘন কুয়াসার কারণে বিপরীত দিক থেকে ধেয়ে আসা একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় পতিত হয়। ঘটনাস্থলেই নিহত হন বাসের চালক এবং সাতক্ষীরার মুযাফফর ঢালী ও তার স্ত্রী বেগম রাবেয়া। *ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেঊন*। সংবাদ পেয়ে আমীরে জামা'আতসহ নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থলে পৌঁছেন। তারপর আহতদের পুঠিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে এনে রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। নিহতদের জানাযা শেষে সাতক্ষীরায় পাঠানো হয়। আহতদেরকে মাসব্যাপী রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সেবাদান করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কর্মীরা ও নওদাপাড়া মাদরাসার ছাত্ররা। তাদের আন্তরিক সেবাদানে আহত সকলে যারপর নাই মুগ্ধ হন।

২০১০ সালের তাবলীগী ইজতেমা ১ ও ২ এপ্রিল গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাবদাহের মধ্যে লাখো জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে নওদাপাড়া ট্রাক টার্মিনালে অনুষ্ঠিত হয়।

এ ইজতেমায় ২য় দিন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন মুছল্লীদের সঙ্গে প্যান্ডেলে এসে জুম'আর ছালাত আদায় করেন এবং ছালাত শেষ নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, আগামী বছর থেকে প্রশাসনিক জটিলতা নিরসন কল্পে এহেন মহতী সম্মেলন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপদাহে না হয়ে ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে অথবা মার্চের ১ম সপ্তাহের মধ্যে যাতে সম্পন্ন হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

তাবলীগী ইজতেমায় প্রতি বছর জনগণের উপস্থিতি বেড়েই চলেছে। এখানে এসে মানুষ ছহীহ ঈমান-আক্বীদা ও সঠিক আমলের দীক্ষা নিয়ে এলাকায় ফিরে যায়। তাই তাবলীগী ইজতেমা দ্বীন প্রচারের একটি অন্যতম মাধ্যম। ইজতেমাতে এসে আমি যে দ্বীনী জ্ঞান হাছিল করি এটা আমার পরকালের পাথেয় হবে বলে আমি মনে করি।

তাবলীগী ইজতেমার সেই রজনী!

*শামসুল আলম**

নিস্তব্ধ-নিঃসাড় গভীর রজনী। চারিদিকে ঝিঁঝি পোকার ডাক, ডাহুক-ডাহুকীর অশান্ত কিচির-মিচির শব্দে যেন ঘুম আসে না। এদিকে কাল ২৩শে ফেব্রুয়ারী (২০০৫) ১৫তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা। নওদাপাড়া, রাজশাহীর এই ইজতেমার আমেজ চারিদিকে উৎসবের আনন্দে সর্বসাধারণের মনে দারুণ উচ্ছাস; যেন নতুন সাজে সজ্জিত। এবার অনেক... অনেক লোকের ভীড় হবে। দেশের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে প্রতি বছরের চেয়ে এবার বিপুলসংখ্যক লোকের সমাগম হবে, ধর্মীয় মিলন মেলায় রূপ নিবে ইজতেমা ময়দান। এজন্য সব প্রস্তুতি সম্পন্ন।

সন্ধ্যালগ্ন, সূর্যটি লাল আভা শেষে পশ্চিম দিকে অস্ত পথে। হঠাৎ দেখা যায় নতুন কিছু লোকের আনাগোনা। দেখতে দেখতে ডজন ডজন সাদা পোষাকধারী লোকের আগমন। জিজ্ঞেস করা হ'ল কি আপনাদের পরিচয়? তারা বললেন, আমরা পুলিশ প্রশাসনের লোকজন। অনেক বড় অফিসারও বটে তারা। কিন্তু তারা সব অপরিচিত। আমরা বললাম, আপনারা হঠাৎ এখানে এলেন? তারা বললেন, কাল আপনাদের ইজতেমা। এটা যেন সুষ্ঠু-সুন্দর হয় সেজন্য। সেই সাথে ডঃ গালিব স্যারের নিরাপত্তার জন্য আমরা এসেছি। কারণ দেশের বর্তমান অবস্থা ভাল নয়। চারিদিকে জেএমবি ও জেএমজেবির অপতৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাত প্রায় এগারোটা। আমরা বিষয়টি ঠাওর করতে পারছি না। আমীরে জামা'আতের বাসার আশপাশে ও মাদরাসার চারিদিকে সাদা পোষাকধারীদের ব্যাপক আনাগোনা। মাদরাসা ও আন্দোলন অফিসের চারপাশ ভরে গেছে তাদের উপস্থিতিতে। আমরা সন্দেহের বশে আবার জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের আসল উদ্দেশ্য কি? আত-তাহরীক অফিসে বসা অফিসাররা বললেন, দেখুন, আপনারা যা ভাবছেন তা ঠিক নয়। আমরা উপরের নির্দেশে এসেছি, যেন আপনাদের ইজতেমা সুষ্ঠুভাবে হয় এবং স্যারের যেন কোন ক্ষতি না হয় সেজন্য এখন থেকে কয়েকদিন যাবৎ দিন-রাত তার নিরাপত্তা বিধান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আপনারা নিশ্চিন্তে গিয়ে যে যার মত চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ুন। আপনাদের নিরাপত্তার সব দায়-দায়িত্ব আমাদের উপর। এটা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব (?)

হায় তারা সহজ-সরল বিশ্বাসী আমাদেরকে ঠিকই সেদিন ঘুম পাড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভুলেও কখনও ভাবতে পারিনি যে, এত বড় ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিকই তো করেছি। কারণ আমরা তো সরকারের বিরুদ্ধবাদী নই। কারও শত্রুও নই। নিজেদের আত্মবিশ্বাস, অসীম সাহস ও সরলতা নিয়ে আমরা যে যার মত কেউ মাদরাসায়, কেউ অফিস সংলগ্ন শয়নকক্ষে, কেউ বাসায় গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ি।

আমি বাসায় ফিরি অনেক রাতে। সেদিন আনন্দে যেন আমার ঘুম আসছিল না। এরই মধ্যে কখন যে গভীর ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছে, টের পাইনি। হঠাৎ মাঝ রাতে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দে চমকে উঠি। অজানা আশঙ্কায় অন্তর কেঁপে ওঠে। আযান দিয়েছে কি দেয়নি। সুখনিদ্রায় আমি শায়িত আছি। ঘুমের মধ্যে কার যেন চাপা কণ্ঠস্বর ভেসে এল দরজার ওপাশ থেকে। হ্যাঁ অন্য কেউ নয়, কাবীরুল ভাইয়ের কণ্ঠ মনে হ'ল। কণ্ঠটি এমন- আলম ভাই তাড়াতাড়ি উঠুন, খবর ভাল না। আমি ধড়ফড় করে উঠে পড়লাম। কে, কি, কেন? দরজা খুললাম, কি হয়েছে? তিনি বললেন, আমীরে জামা'আতকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে! সালাফী ছাহেব, নূরুল ইসলাম ও আযীযুল্লাহ ভাইকেও নিয়ে গেছে রাত দু'টার দিকে। শুনে বললাম, ইন্না লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন। আকাশ ভেঙ্গে যেন মাথায় ধপাস করে পড়ল।

বুঝলাম ওরা (পুলিশরা) আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে। কাবীরুল ভাই বললেন, আপনি গুছিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ুন। ওরা এদিকেও ধাওয়া করতে পারে। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ-নির্বাক রইলাম। জারিনের আম্মু উঠে অত্যন্ত ভীতবিহ্বল কণ্ঠে বলল, কি হয়েছে? বললাম, ওরা আমীর জামা'আতকে ধরে নিয়ে গেছে। বলল, কেন? বললাম, সম্ভবত জোট সরকার আমাদের ইজতেমা হ'তে দেবে না। সে বলল, না, ওরা হয়ত আমীর ছাহেবকে আর ছাড়বে না। সেদিন আমিও ভাবতে পারিনি যে, তার কথাই সত্যি হবে।

হ্যাঁ, সাদা জ্যোৎস্নার আলোতে সেদিন জগৎ উদ্ভাসিত থাকলেও কালো মেঘে যে আকাশ ঢাকা ছিল, তা বুঝতে পারিনি। আমি ভাবতেও পারিনি দীর্ঘ ১৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী ইজতেমা আজ হবে না। আজ না হ'লে ভবিষ্যতেও ওরা হ'তে দিবে না। ওযূ করে দু'রাক'আত ছালাতুল হাজত আদায় করে নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে পরিবারের নিকট থেকে দো'আ চেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বললাম, আমি হয়ত বাসায় আর নাও ফিরতে পারি। কারণ নেতৃবৃন্দ যখন জেলে গেছেন, আমাকেও হয়ত ঐ লাল ঘরে চৌদ্দ শিকের অন্তরালে যেতে হ'তে পারে! শুরু হ'ল জীবনের নতুন অধ্যায়। এক সংগ্রাম, এক জিহাদ, বাঁচার লড়াই। সে সংগ্রাম নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম। আহলেহাদীছ আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রাম। উত্তর নওদাপাড়ার ভাঙ্গা বেড়ার মসজিদে আছেন আত-তাহরীক সম্পাদক সাখাওয়াত ছাহেব, মুযাফফর, ডাঃ সিরাজ আরও অনেকে। আমরা ফজরের ছালাত আদায় করি। পরামর্শ করে বেরিয়ে যাই মেয়র মিনুর কাছে। তার আগে বিএনপি নেতা জনাব আব্দুল মতীনের কাছে গেলাম। আমাদের সাথে যোগ হ'লেন আব্দুল লতীফ ভাই। দেখা হ'ল, তেমন কাজ হ'ল না। কারণ মেয়র তখন ঢাকায়। তবে তাঁর সাথে কথা হয়েছে। আমাদের কোন চিন্তা না করতে বললেন। তিনি আরো বললেন, সরকার কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁদেরকে ছেড়ে দিবে।

* *শিক্ষক, নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।*

হ্যাঁ, পুলিশের মত আমরা আবার তাঁর কথাও বিশ্বাস করলাম। ভাবলাম হয়তবা বিশেষ কোন কারণে সরকার তাদেরকে ধরেছেন। আবার ছেড়েও দিবেন তাড়াতাড়ি। যাহোক আমরা ঐ ক'জন মিলে নওদাপাড়া বাজার মসজিদে বসে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এখন আমাদের করণীয় হচ্ছে কোর্টের শরণাপন্ন হওয়া। কিন্তু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, ফাইল মাদরাসায়, আন্দোলন অফিসে। এই গুমোট পরিস্থিতিতে ওখানে কে যাবে? মাদরাসা থেকে ইজতেমার ময়দান ট্রাক টার্মিনাল পর্যন্ত পুলিশ, বিডিআর, রিজার্ভ ফোর্স ও র‍্যাব-এর কয়েক হাযার সদস্য ঘিরে রেখেছে। কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না। বললাম, আমি যাব। আল্লাহ্র নাম নিয়ে রিক্সাযোগে গিয়ে মাদরাসায় প্রবেশ করলাম গ্রেফতারের ঝুঁকি নিয়ে। নিরাপত্তা বাহিনীর নিশ্ছিদ্র বেষ্টনী ভেদ করে সেদিন মাদরাসায় ও আন্দোলন অফিসে প্রবেশ করা ছিল অত্যন্তদুঃসাধ্য বিষয়। মোবাইলে ডাকার বেশ কিছুক্ষণ পর আনোয়ার ভাই আসল। এর মধ্যে আত-তাহরীক অফিস খুললাম। পিওনকে আন্দোলন অফিস খুলে রাখতে বললাম। মাদরাসার রুমে রুমে ঘুরে ছাত্রদের ধৈর্য ও সাহসের সাথে স্বাভাবিক থাকতে বললাম। ফাইল নিয়ে বেরিয়ে গেলাম কোর্টের উদ্দেশ্যে। থানার কক্ষে ও কোর্টে নেতৃবৃন্দকে দেখে মনটা যেমন ব্যথিত হয়ে উঠল, তেমনি ক্ষোভে ফেটে পড়লাম ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী ৪ জোটের শাসকদের নারকীয় কার্যক্রম দেখে। তখন একটাই প্রশ্ন আমাদের ইজতেমা তাহ'লে হবে না? এর মধ্যে শত শত মানুষ দূরদূরান্ত থেকে এসে ভীড় জমিয়েছে ইজতেমা মাঠে। কিন্তু মানুষ আসলে কি হবে? ততক্ষণে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। পুলিশ প্যান্ডেল ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। হায়রে আহলেহাদীছদের প্রাণের ইজতেমা এক নিমিষে ভণ্ডুল হয়ে গেল। ভাবলাম, ইজতেমা বন্ধ করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু না, তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন রকম। কয়েকদিনের মধ্যে যখন নেতৃবৃন্দের উপর একটার পর একটা কেস চাপানো হ'ল, তখন টের পেয়ে গেলাম তাদের আসল উদ্দেশ্য। নওগাঁ, বগুড়া, গাইবান্ধা, গোপালগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ নাটোরে পূর্বের ১০/১২টি কেস তাঁদের উপর চাপানো হ'ল। রাষ্ট্রদ্রোহী মামলাও করা হ'ল। এ কোর্ট থেকে ও কোর্ট। এক যেলা থেকে আরেক যেলায় অমানবিকভাবে টানা-হেঁচড়ার দৃশ্য শুধু বাংলাদেশ নয়, গোটা বিশ্বের লোক অবাক বিস্ময়ে অবলোকন করল। প্রকৃত অপরাধীদের সাথে একাকার করে সর্বত্র নানা কল্পকাহিনী রচনা করে সচিত্র প্রতিবেদন প্রচার করছে মিডিয়া। গোটা মানব সমাজ অপলক দৃষ্টিতে কেবল দেখছে নীরব দর্শকের মত। তাদের যেন করার কিছুই নেই।

এই পরিস্থিতিতে প্রফেসর ডঃ গালিব ছাহেবের দলের কর্মীরা নেতৃবৃন্দের মুক্তির জন্য শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন-সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। তারা কখনও ময়দান ছাড়েনি। কর্মীদের প্রতিবাদ, দাবী-দাওয়া, আন্দোলন-সংগ্রাম, তাওহীদপন্থী জনগণের ঐকান্তিক দো'আ এবং আল্লাহ্র অশেষ করুণার ফলে ড. গালিব ও তাঁর দলের বিজয় হয়েছে। কত ত্যাগ-তিতীক্ষা, কত ধৈর্য, কত কর্মীর উপর জেল-যুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন! তা যেন ফেরাউনের শাসনকেও হার মানিয়েছিল। আসলে ওরা চেয়েছিল আহলেহাদীছ আন্দোলনকে বাংলার মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। যুগে যুগে এ রকম ষড়যন্ত্র ও নীলনক্সা চলেছে। বহুপূর্ব থেকেই এসব চালু ছিল, আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু দ্বীনে হক্ব কেউ মুছে দিতে পারবে না।

ঘরের শত্রুরাও ষড়যন্ত্রের জাল বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিল। দেশী-বিদেশী এজেন্টরাও এতে অংশ নিয়েছিল যেন আমীরে জামা'আত বের হ'তে না পারেন। কখনও যেন নওদাপাড়ার মাটিতে তাবলীগী ইজতেমা না করতে পারেন। সারা দেশের পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী তাওহীদপন্থীরা যেন কখনও এক না হ'তে পারে। বরং তারা যেন বাতিলপন্থী দলের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। কিন্তু তাদের সে ষড়যন্ত্র সফল হয়নি। উপরন্তু আলাহভীরু ও হকপন্থী লোকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। সংগঠনের অধীনে প্রকাশিত ও প্রচারিত বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত সভা-সমাবেশ, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচার-প্রসারে এ আন্দোলনের দাওয়াত শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সবার নযর এখন নওদাপাড়া, রাজশাহীর দিকে। কুরআন ও ছহীহ হাদীছ প্রচারের বাতিঘরে পরিণত হয়েছে এটি।

অবশেষে ২৮শে আগষ্ট ২০০৮ তারিখে দীর্ঘ ৩ বছর ৬ মাস ৬দিন কারাভোগের পর সকল বাধা ও ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত। মুক্ত হয়ে ফিরে আসেন নওদাপাড়ার মাটিতে। সকল শূন্যতায় আজ বিশুদ্ধ বাতাস বয়ে যায়, আকাশ আজ রাহুমুক্ত। ঘন নীলিমা হয়ে ওঠে স্বচ্ছ-নিরেট, স্ফটিক সদৃশ। সকলের কাছে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। রাতারাতি নওদাপাড়া আবার পূর্ণ হয় জনারণ্যে।

বছর ঘুরে ফিরে আজ ২২তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা। রাজশাহীবাসীর মধ্যে আবার ধর্মীয় উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হয়েছে, আবেগের জোয়ার শুরু হয়েছে। ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারী '১২-এর তাবলীগী ইজতেমা আবার প্রমাণ করবে হককে মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে দেওয়া যায় না।। এ দ্বীনের প্রচারকে পৃথিবীর কোন শক্তি প্রতিহত করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না ইনশাআল্লাহ।

আসিছে প্রভাত
আলোকে রঙীন
দূরীবে আঁধার যত
দৃপ্ত পদে সরাবো মোরা
পথের জঞ্জাল শত শত।

যত বাধা, জেল-যুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন, ষড়যন্ত্র আসুক না কেন, তা ছিন্ন করাতে আল্লাহ্র শক্তিই যথেষ্ট, যদি সত্যিকার অর্থে আমরা দ্বীনে হকের উপর টিকে থাকতে পারি; ঐক্যবদ্ধ জীবন-যাপন করতে পারি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!

তাবলীগী ইজতেমা (১৯৮০-২০১১)

আত-তাহরীক ডেস্ক

১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী। নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এদেশের একক যুবসংগঠন হিসাবে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' এক নতুন দিনের প্রত্যয়ী সূর্য নিয়ে বাংলাদেশের বুকে আত্মপ্রকাশ করল। দিগ্বিদিকশূন্য হক্বপিয়াসী তরুণ সমাজের হৃদয়াকাশে আলোকবর্তিকা হয়ে 'যুবসংঘ' ধীরে ধীরে শহর ও গ্রাম-গঞ্জের মানুষের নয়নের মণিকোঠায় স্থান করে নিতে লাগল। বাতিলের বুকে কুঠারাঘাত করে সত্যের স্পর্ধিত প্রকাশ ঘটাতে খুব বেশী সময় নেয়নি সংগঠনটি। যার প্রমাণ দ্রুতই প্রকাশ পেল। প্রতিষ্ঠার দু'বছরের মধ্যে শিশু সংগঠনটির কার্যক্রম তখন অনেকটা গুছিয়ে এসেছে। সংগঠনের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ ক্রমবর্ধমান গণজাগরণের ধারা-উপধারাকে একই সূত্রে গ্রথিত করতে চাইলেন। যার সার্থক রূপায়ণ ঘটানোর জন্য অনেক বাধা-প্রতিকূলতা পাড়ি দিয়ে অবশেষে রাজধানী ঢাকার বুকে প্রথম বড় আকারের গণজমায়েত করার সিদ্ধান্ত স্থির হল। লিফলেট-পোস্টারিং ছাড়াও তৎকালীন সময় আহলেহাদীছদের একমাত্র পত্রিকা সাপ্তাহিক 'আরাফাত'-এ তা ফলাও করে প্রচার করা হল। অবশেষে উপস্থিত হল সেই কাঙ্খিত দিন। ১৯৮০ সালের ৫ ও ৬ই এপ্রিল। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর ইতিহাসে সর্বপ্রথম তাবলীগী ইজতেমা। ঐতিহাসিক এই সম্মেলনে দেশের নানা প্রান্ত থেকে তরুণ ও যুবকরা স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করলেন। সত্যের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মিছিলে তাদের এই অভূতপূর্ব আবেগ-অনুভূতির উচ্ছ্বাস যেন সুস্পষ্টভাবেই এ দেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের এক নবজোয়ারের আগমনীবার্তা অনুরণিত করল।

এই সম্মেলনের পর সাংগঠনিক কার্যক্রম নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে হলেও পূর্ণগতিতে অব্যাহত রইল। তবে বার্ষিক 'তাবলীগী ইজতেমা'র ধারাবাহিকতায় পড়ে যায় এক দীর্ঘ বিরতি। ইতিমধ্যে সুদীর্ঘ ১১টি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। অতঃপর ১৯৯১ সালের ২৫ ও ২৬শে এপ্রিল বৃহস্পতি ও শুক্রবার দ্বিতীয় বারের মত তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ততদিন সংগঠনের উপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। দুঃখজনক কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠনের গতিপথও তখন নতুনভাবে নির্ধারিত হয়েছে।

রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে ১৯৪৯ সালে মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কোরায়শী যে নওদাপাড়ার মাটিতে এক ঐতিহাসিক সমাবেশ করেছিলেন, সেখানেই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র দক্ষিণ পার্শ্বের বিস্তীর্ণ ময়দানে এই জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে প্রতি বৎসর বাংলাদেশের সর্বাধিক আহলেহাদীছ অধ্যুষিত এই রাজশাহীতে বিপুল সমারোহে তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। *ফালিল্লা-হিল হামদ*। দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ মনীষীদের উপস্থিতি এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গাড়ী রিজার্ভ করে আসা কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে শুধু সম্মেলনস্থল নয় বরং গোটা রাজশাহী মহানগরী যেন জনসমুদ্রে পরিণত হয়। তাওহীদ ও রিসালাতের মুহুর্মুহু শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। নির্ভীক উচ্চারণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের বাস্তবভিত্তিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সম্মেলন শেষে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' ভিত্তিক জীবন পরিচালনার গভীর প্রেরণা ও ইস্পাত-কঠিন শপথ নিয়ে কর্মীরা আবার নিজ নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। গত ২১ বছর ধরে নিয়মিতভাবে এই দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি হয়ে আসছে এ দেশের আহলেহাদীছদের এই বৃহত্তম মিলনকেন্দ্রে। নিম্নে মাসিক আত-তাহরীকের 'ইজতেমা সংখ্যা' উপলক্ষ্যে বিগত হওয়া তাবলীগী ইজতেমা সমূহের উপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হ'ল।

১. ৫ ও ৬ই এপ্রিল, ১৯৮০ : আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৮০ সালের ৫ ও ৬ই এপ্রিল ছিল এক অবিস্মরণীয় দিন। ১ম দিন ৬ই এপ্রিল ইসলামিক ফাউণ্ডেশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় 'তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ' শীর্ষক ইসলামী সেমিনার। রাবির সাবেক ভিসি ড. মুহাম্মাদ আবদুল বারী ছাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন মাননীয় যুবউন্নয়ন মন্ত্রী খোন্দকার আবদুল হামীদ। তবে শেষ মহূর্তে তিনি অনিবার্য কারণে উপস্থিত হ'তে পারেননি। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে প্রথম সঊদী রাষ্ট্রদূত ফুয়াদ আবদুল হামীদ আল-খত্বীব ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এমিরেটাস ড. মুহাম্মাদ সিরাজুল হক। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. আফতাব আহমাদ রহমানী, ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, মাওলানা মুন্তাছির আহমাদ রহমানী, মাওলানা আবদুল্লাহ ইবনে ফযল, মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী, মাওলানা হাবীবুল্লাহ খান রহমানী, সায়েন্স ল্যাবরেটরীর সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মাদ আবদুর রহমান, ড. শাহ আবদুল মজীদ, এডভোকেট আয়েনুদ্দীন ও দেশের অন্যান্য খ্যাতিমান ওলামায়ে কেরাম ও সুধীমণ্ডলী। সেমিনারে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। প্রবন্ধটি উপস্থিত সুধী মণ্ডলী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয় এবং বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে ব্যাপকহারে বিলি করার প্রস্তাব করা হয়।

বলা বাহুল্য, সম্মেলন ও সেমিনারে ব্যাপকহারে যুবক ও সুধী সমাবেশ এবং পরিশেষে ঢাকার রাজপথে ট্রাক মিছিলে গগণবিদারী শ্লোগান ধ্বনি ও বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে সম্মিলিত 'আমীন'-এর আওয়ায রাজধানীর বুকে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে যেন নতুন প্রাণ দান করেছিল। 'যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠার মাত্র দু'বছরের মধ্যে এ অনুষ্ঠান ছিল এক বিরাট সাফল্য।

২য় দিন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের ঐতিহাসিক ১ম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর 'ঢাকা যেলা ক্রীড়া সমিতি' মিলনায়তনে। সম্মেলন উদ্বোধন করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টা 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস'-এর সভাপতি জনাব ড. মুহাম্মাদ আবদুল বারী। সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্যাপকহারে যুবসংঘের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ও সুধীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, এটিই ছিল ঢাকায় আহলেহাদীছ মহল্লার বাইরে আহলেহাদীছদের আয়োজিত প্রথম প্রকাশ্য জাতীয় সম্মেলন।

২. ২৫ ও ২৬শে এপ্রিল ১৯৯১ : দীর্ঘ বিরতির পর রাজশাহী মহানগরীর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার দক্ষিণ পার্শ্বের খোলা ময়দানে এক বৃহৎ প্যাণ্ডেলে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ২য় জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় *(বর্তমানে উক্ত স্থানের উপর দিয়ে রাজশাহী মহানগরী বাইপাস সড়ক ও বিআরটিএ ভবন নির্মিত হয়েছে)*। উক্ত সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হ'তে আহলেহাদীছ যুবসংঘের সদস্য, উপদেষ্টা ও সুধীবৃন্দ ছাড়াও বহু শুভানুধ্যায়ী যোগদান করেন। এমনকি সাতক্ষীরা, খুলনা ও পাবনা যেলা হ'তে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র বহু সদস্যা ও দায়িত্বশীল মা-বোন

অংশগ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের মাননীয় নায়েবে আমীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা ও কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের মাননীয় আমীর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন সহকারী অধ্যাপক **জনাব মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

দু'দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমায় যে সকল ওলামায়ে কেরাম ভাষণ প্রদান করেন তাঁরা হলেন, মাওলানা আব্দুল মতীন কাসেমী (রাজশাহী), মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী (গাইবান্ধা), যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি (১৯৯১-৯৩ সেশন) আব্দুর রশীদ মাদানী (গাইবন্ধা), যুবসংঘের ঢাকা জেলার কর্মী মাওলানা আমানুল্লাহ, মাওলানা আবুল কাসেম সাবেরী (সাতক্ষীরা), মাওলানা শুয়াইবুর রহমান (রাজশাহী), মাওলানা আব্দুল লতীফ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), মাওলানা আব্দুল মান্নান সালাফী (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) প্রমুখ। পরিস্থিতির জটিলতায় ইজতেমায় আসতে না পেরে দুঃখ প্রকাশ করে দিল্লী, কলিকাতা, নেপাল ও কুয়েতের মেহমানদের লিখিত চিঠি ইজতেমায় পড়ে শুনানো হয়েছিল।

অতঃপর ২৬শে এপ্রিল শুক্রবার বাদ আছর নওদাপাড়া হ'তে রাজশাহী যেলা প্রশাসকের বাসভবন অভিমুখে ঐতিহাসিক গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর দাবীতে আহলেহাদীছের এ ধরনের অভূতপূর্ব গণমিছিল শুধু রাজশাহী নয়, বরং দেশের ইতিহাসে ছিল প্রথম। নওদাপাড়া হ'তে রাজশাহী যেলা প্রশাসক-এর বাসভবন পর্যন্ত প্রায় ৭ কিলোমিটার রাস্তা 'কুরআন-হাদীছ ছাড়া অন্য কিছু মানি না মানব না' 'মুক্তির একই পথ, দাওয়াত ও জিহাদ' প্রভৃতি শ্লোগানে মুখরিত ছিল। বিভিন্ন যেলা হ'তে আগত কর্মীদের হাতে বিভিন্ন দাবী সম্বলিত ব্যানার শোভা পাচ্ছিল। মিছিল শেষে যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ ও সহ-সভাপতি শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম মাননীয় যেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি পৌঁছে দেন। অতঃপর ফেরার পথে পুরো মিছিল সেদিন মহানগরীর পদ্মা পাড়ের ঐতিহাসিক মাদরাসা ময়দানে মাগরিবের ছালাত আদায় করে। ছালাত শেষে মাননীয় আমীর ছাহেব কর্মীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। এর আগে সাহেববাজার অতিক্রম করার সময় তিনি ট্রাফিক আইল্যাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে উপস্থিত কর্মী ও জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন।

৩. ১২ ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ : 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ৩য় বার্ষিক জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা রাজশাহীর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। দেশী ওলামায়ে কেরাম ছাড়াও এবছর করাচী দারুল হাদীছ রহমানিয়ার অধ্যক্ষ পাকিস্তানের খ্যাতনামা আলেম ও বাগ্মী শায়খ আবদুল্লাহ নাছের রহমানী সম্মেলনে যোগদান করেন। 'জিহাদের ফযীলত ও গুরুত্বে'র উপরে তাঁর তেজোদীপ্ত ভাষণ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, কর্মী ও সুধীবৃন্দের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

ইজতেমা '৯২-এর অন্যতম সেরা আকর্ষণ ছিল এ দেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ৩টি প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন। (১) গাইবান্ধা সদরের খোলাহাটি গ্রামের গাযী শেখ এফাযুদ্দীন হক্কানী (১৩৩)-এর জিহাদী স্মৃতি লাল কাপড়ের জিহাদী ব্যাজ ও কাঠের খাপ সহ তরবারি। যার দৈর্ঘ্য ছিল সাড়ে ৩৮ ইঞ্চি। মুজাহিদের পুত্র শেখ মূসা হক্কানী ও অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণ উক্ত জিহাদী ব্যাজ ও তরবারি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা ও কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের আমীর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** উপহার হিসাবে প্রদান করেন। (২) একটি জীর্ণ পুঁথি। যা একই যেলার সাঘাটা উপযেলাধীন ঝাড়াবর্ষা গ্রামের সমীরুদ্দীন, যমীরুদ্দীন ও জামা'আতুল্লাহ নামক তিন সহোদর শহীদ ভাইয়ের স্মরণে তাঁদের ভাতিজা আবদুল বারী কাযী স্বহস্তে তৈরী কালি দিয়ে পুঁথি আকারে প্রায় ১০০ পৃষ্ঠার শোকগাঁথা হিসাবে রচনা করেন। (৩) ১ কেজি ২০০ গ্রাম ওযনের একটি তামার বদনা। যার মালিক ছিলেন সাতক্ষীরার বীর গাযী মাখদূম হুসাইন ওরফে মার্জুম হোসেন *(এসকল ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহের বিস্তারিত আলোচনা মুহতারাম আমীরে জামা'আতের থিসিসে উল্লেখিত হয়েছে)*।

৪. ১লা ও ২রা এপ্রিল ১৯৯৩ : নওদাপাড়া মারকায সংলগ্ন ময়দানে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ৪র্থ জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমায় সভাপতিত্ব করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি **ডঃ মুহাম্মাদ আবাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিভিন্ন যেলার কর্মীরা ট্রেন যোগে ও বাস রিজার্ভ করে বিপুল সমারোহে সম্মেলনে যোগদান করেন। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব মিজানুর রহমান মিনু স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্মেলনে যোগদান করেন। উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন, 'আপনাদের এ মহান আন্দোলন একটি নিশ্চিত সম্ভাবনাময় আন্দোলন'। ইসলামের প্রকৃত রূপ দর্শনে তাঁর হৃদয়ে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ইঞ্জিনিয়ার শাহ মুহাম্মাদ আবদুল মতীন (বগুড়া), মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রউফ (খুলনা), অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ (কুমিল্লা), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ মঈনুদ্দীন আহমাদ খাঁন, তাওহীদ ট্রাষ্ট-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম (দিনাজপুর), মাওলানা শামসুদ্দীন (সিলেট), মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী (গাইবান্ধা) ও মাওলানা আব্দুছ ছামাদ (সাতক্ষীরা) প্রমুখ। দ্বিতীয় দিন ফজর পর্যন্ত ইজতেমা চলতে থাকে। উল্লেখ্য যে, এবারের ইজতেমায় পৃথক মহিলা প্যাণ্ডেলে বিভিন্ন যেলার আন্দোলন অন্তঃপ্রাণ মা-বোনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করেন। উক্ত সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত প্রস্তাব ও দাবীসমূহ সরকার সমীপে স্মারকলিপি আকারে পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং রাজশাহী যেলা প্রশাসকের মাধ্যমে তা সরকারের নিকট পেশ করা হয়।

৫. ২৪ ও ২৫শে মার্চ ১৯৯৪ : পূর্বের ন্যায় নওদাপাড়া মারকায সংলগ্ন ময়দানে ৫ম জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যথারীতি মুহতারাম আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, 'আল্লাহ্‌র নিরংকুশ তাওহীদ ও প্রিয়নবী (ছাঃ)-এর খালেছ ইত্তেবা প্রতিষ্ঠাই আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল দাবী। তিনি বলেন, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে তথা মুসলিম জীবনের সকল দিক ও বিভাগে রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যের বিকল্প নেই। এ চরম সত্যকে বাস্তবে রূপ দেওয়াই আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য। তিনি বলেন, প্রত্যেকের জেনে রাখা উচিত যে, শিরক ও বিদ'আতযুক্ত ইবাদত আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই এ ব্যাপারে জনসাধারণকে সতর্ক করে দেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

সম্মেলনে বিদেশী মেহমানদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পাকিস্তানের খ্যাতনামা বিদ্বান সিন্ধু জমঈয়তে আহলেহাদীছ এর সভাপতি আল্লামা বদিউদ্দীন শাহ রাশেদী, আল্লামা আব্দুল্লাহ নাছের রহমানী, ইরাকের ডাঃ আবু খুবায়েব ও সূদানের শায়খ আমীন আব্দুল্লাহ

প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম। ইত্তেবায়ে সুন্নাতের অপরিহার্যতার উপর আল্লামা বদিউদ্দীন শাহ রাশেদীর তথ্যবহুল আলোচনা বিদ্বান মহলে চমক সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশী আলেমদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী (রাজশাহী), অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ (কুমিল্লা), মাওলানা ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা), মাওলানা শামসুদ্দীন (সিলেট), মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম (ঢাকা), মাওলানা আবদুস সাত্তার ত্রিশালী (ময়মনসিংহ), মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী (গাইবান্ধা), শায়খ আব্দুর রশীদ (গাইবান্ধা), মাওলানা আব্দুর রঊফ (খুলনা), মাওলানা আবদুছ ছামাদ (সাতক্ষীরা), অধ্যাপক আলমগীর হোসাইন (সিরাজগঞ্জ), অধ্যাপক শুজাউল করীম (বগুড়া), মাওলানা মুহাম্মাদ মকবুল হোসাইন (জামালপুর), মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুস সাত্তার (নওগাঁ) প্রমুখ।

দেশের বিভিন্ন যেলা হ'তে বাসে-ট্রেনে চড়ে অসংখ্য মানুষ উক্ত ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন। ইজতেমায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি সাংগঠনিক যেলার রিজার্ভ বাসে 'জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা '৯৪ সফল হউক', মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ' ইত্যাদি শ্লোগানে সজ্জিত ব্যানার শোভা পায়। এছাড়া বিভিন্ন যেলা হ'তে আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থার শত শত মহিলাও ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন।

৬. ২৫ ও ২৬শে মার্চ ১৯৯৫ : নওদাপাড়া মাদরাসা সংলগ্ন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ও জাতীয় সম্মেলন। মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে উক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য পেশ করেন ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব- (ক) আহলেহাদীছ কি ও কেন? (খ) প্রচলিত ইসলামী আন্দোলন ও আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, অধ্যক্ষ আবদুছ ছামাদ (কুমিল্লা) মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম (ঢাকা), মাওলানা মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন (সিলেট), শাহ মুহাম্মাদ আবদুল মতীন (বগুড়া), অধ্যাপক মুহাম্মাদ শুজাউল করীম (বগুড়া), আবদুর রশীদ (গাইবান্ধা) মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী (গাইবান্ধা), মাওলানা আবদুস সাত্তার ত্রিশালী (ময়মনসিংহ), অধ্যাপক আলমগীর হুসাইন (সিরাজগঞ্জ), মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (সাতক্ষীরা), মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ (খুলনা), মাওলানা আব্দুল্লাহ সালাফী (ভারত), মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ (সাতক্ষীরা), মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী (নওগাঁ), মাওলানা আব্দুর রাযযাক (গোদাগাড়ী), মাওলানা আব্দুর রাযযাক (নওদাপাড়া মাদরাসা), অধ্যাপক মুহাম্মাদ রেযাউল করীম (বগুড়া), মুহাম্মাদ হারূণ (সিলেট), শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), মাওলানা আব্দুস সোবহান (বগুড়া), মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম (যশোর) প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম।

৭. ৭ ও ৮ই মার্চ ১৯৯৬ : তাবলীগী ইজতেমা'৯৬ রাজশাহীর নওদাপাড়াস্থ মারকায সংলগ্ন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ইজতেমা শুরু হয়। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে শেষ দিন জুম'আর ছালাতের পূর্বেই সমাপ্তি ঘোষণা করতে হয়। ইজতেমায় দেশী ওলামায়ে কেরাম ছাড়াও বিদেশী আলেমগণ উপস্থিত ছিলেন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণের পরে ইজতেমায় আরো ভাষণ প্রদান করেন মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী (গাইবান্ধা), মাওলানা ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা), মাওলানা আব্দুছ ছামাদ (সাতক্ষীরা), মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম (দিনাজপুর), মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ), মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা) ও অধ্যাপক আলমগীর হোসাইন (সিরাজগঞ্জ) প্রমুখ। বিদেশী মেহমানদের মধ্যে বিশেষভাবে আলোচনা করেন শায়খ আব্দুল্লাহ সালাফী (ভারত) ও সামির আল-হিমছী (সিরিয়া)।

পরিশেষে বরাবরের মত তাবলীগী ইজতেমায় উপস্থিত লক্ষ জনতা কর্তৃক সমর্থিত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনাসমূহ বিবেচনার জন্য দেশের সরকার, নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগণের নিকটে পেশ করা হয়।

৮. ২৭ ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ : নওদাপাড়া মাদরাসার উত্তর পার্শ্বের বিস্তৃত ময়দানে বাদ আছর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিয়ে তাবলীগী ইজতেমা'৯৭ -এর মূল কার্যক্রম শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলনের একটি অন্তর্নিহিত দাওয়াত আছে, যে দাওয়াতের অবচেতন জিজ্ঞাসা সকলেই বুঝাতে পারে না। একটি গভীর স্রোতস্বিনীর নীচ দিয়ে যেমন স্রোতের একটা গতি থাকে, যা উপর থেকে বুঝা যায় না, উত্তাল সাগরে যেমন জোয়ার-ভাটা টের পাওয়া খুব মুশকিল হয়, ঠিক তেমনি করে আহলেহাদীছ আন্দোলনের আবেদন জনগণের অন্তরের গভীরতম প্রদেশে এমনই সুনিশ্চিতভাবে গ্রথিত এবং প্রোথিত, যা বাহির থেকে বুঝা খুবই মুশকিল।

অতঃপর পূর্ব নির্ধারিত বিষয়বস্তু সমূহের উপরে সারগর্ভ বক্তব্যসমূহ পেশ করেন শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম (দিনাজপুর), অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ (কুমিল্লা), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (বাগেরহাট), মাওলানা মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন সুন্নী (গাইবান্ধা), অধ্যাপক মুহাম্মাদ আলমগীর হুসাইন (সিরাজগঞ্জ), মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ (সাতক্ষীরা), আব্দুর রহীম (বাগেরহাট), আব্দুস সাত্তার (নওগাঁ), আব্দুস সাত্তার ত্রিশালী (ময়মনসিংহ), আব্দুর রশীদ (গাইবান্ধা), মাওলানা ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা), মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল মতীন (বগুড়া), প্রফেসর এ কে এম ইয়াকুব আলী (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম ও সুধীমণ্ডলী।

বিদেশী মেহমানদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শায়খ আব্দুল ওয়াহ্হাব খিলজী (ভারত), আবু আব্দুর রহমান (লিবিয়া), আব্দুল্লাহ মাদানী (নেপাল), আব্দুল মুন'ইম (সঊদী আরব), আব্দুল মতীন সালাফী (ভারত) ও আব্দুল্লাহ সালাফী (ভারত) প্রমুখ। দীর্ঘদিন পর শায়খ আব্দুল মতিন সালাফীর বাংলাদেশে আগমন ছিল এই ইজতেমার বিশেষ আকর্ষণ।

আর একটি আকর্ষণীয় দিক ছিল যে, মুহতারাম আমীরে জামা'আত কর্তৃক রচিত ডক্টরেট থিসিস *(আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ)*-এর সুপারভাইজার প্রফেসর ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলীকে ইজতেমা কমিটির পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। শেরোয়ানী, টুপী, লাঠি ও এক সেট বই সম্মাননা হিসাবে প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর পক্ষ থেকে শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, পাকিস্তানের পক্ষ থেকে শায়খ আব্দুল্লাহ নাছের রহমানী, ভারতের পক্ষ থেকে আব্দুল মতীন সালাফী ও আব্দুল ওয়াহ্হাব খিলজী এবং নেপালের পক্ষ থেকে আব্দুল্লাহ মাদানী। এই সম্মাননা যেন প্রকারান্তরে সার্ক জামা'আতে আহলেহাদীছের পক্ষ থেকে প্রদত্ত হয়, যা ইজতেমায় উপস্থিত লক্ষাধিক জনতা সানন্দচিত্তে অপার বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেন।

৯. ২৬ ও ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ : আবারও অযুত কণ্ঠে লক্ষ জনতার মুখে উচ্চারিত হল **'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'**। অহি-র বিধান অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার আহ্বান জানিয়ে ৯ম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা উদ্বোধন করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি তাঁর সারগর্ভ ভাষণে দ্ব্যর্থহীনভাবে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অপরিহার্যতা উল্লেখ করে বলেন, 'রাজনৈতিক জীবনে আমাদের নেতা-নেত্রীরা আমাদের আদর্শ নয়। অর্থনৈতিক জীবনে আমাদের ধনকুবের পুঁজিবাদী ব্যবসায়ীরা আমাদের আদর্শ নয়, ধর্মীয় জীবনে আমাদের পীর ছাহেবেরা, আমাদের কুতুবে যামানরা আমাদের আদর্শ নন। আমাদের আদর্শ একমাত্র নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। অতএব দল-মত নির্বিশেষে আসুন বাতিলের সাথে আপোষমুখী চিন্তা পরিত্যাগ করে নিরংকুশভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার শপথ গ্রহণ করি। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমলের দূর্গ হিসাবে গড়ে তুলি।'

অতঃপর নির্ধারিত বিষয়বস্তু সমূহের উপরে সারগর্ভ বক্তব্যসমূহ পেশ করেন শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম (দিনাজপুর), অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ (কুমিল্লা), মাওলানা আব্দুর রঊফ (খুলনা), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (বাগেরহাট), মাওলানা মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন সুন্নী (গাইবান্ধা), অধ্যাপক মুহাম্মাদ আলমগীর হুসাইন (সিরাজগঞ্জ), মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ (সাতক্ষীরা), আব্দুর রহীম (বাগেরহাট), আব্দুস সাত্তার (নওগাঁ), আব্দুস সাত্তার ত্রিশালী (ময়মনসিংহ), মাওলানা ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা), মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ক্বারী গোলাম মোস্তফা (ঢাকা), মোশাররফ হোসেন আকন্দ (ঢাকা), মাওলানা রুস্তম আলী (রাজশাহী) প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম। এছাড়া মুহাতারাম আমীরে জামা'আতের বড় ভাই সাবেক মুসলিম লীগ নেতা আব্দুল্লাহিল বাকী (সাতক্ষীরা) এক নাতিদীর্ঘ ওজস্বিনী ভাষণ প্রদান করেন।

বিদেশী মেহমানদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আবু আব্দুর রহমান (লিবিয়া), আবু ছাবিত ছালিহ মুহাম্মাদ (সঊদী আরব), শায়খ আবু আব্দুল্লাহ (ইরাক), আবু খুবায়েব (ইরাক), আলী আব্দুল করীম (সুদান), শাযলী আবু আনাস (সুদান), শায়খ আব্দুল্লাহ নাছের রহমানী (পাকিস্তান), আব্দুল্লাহ সালাফী (ভারত) ও আব্দুল্লাহ আব্দুত তাওয়াব (নেপাল) প্রমুখ।

১০. ১৮ ও ১৯ শে ফেব্রুয়ারী ২০০০ : এ বছর অনিবার্য কারণে চিরাচরিত বৃহস্পতি ও শুক্রবারের পরিবর্তে শুক্রবার ও শনিবার তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া পূর্ববর্তী বছর ইজতেমা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় এবারে উপস্থিতি ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। এই প্রথম নওদাপাড়া, রাজশাহীতে স্থাপিত নবনির্মিত ট্রাক টার্মিনালের বিশাল খোলা ময়দানে ইজতেমার আয়োজন করা হয়। ফলে সুশৃংখলভাবে সার্বিক আয়োজন সুসম্পন্ন হয়। দেশের অন্যূন ৪০টি যেলা থেকে আগত লক্ষাধিক কর্মী ও সাধারণ শ্রোতাদের উপস্থিতিতে উদ্বোধনী ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** দৃপ্তকণ্ঠে যাবতীয় ত্বাগূত বর্জন এবং সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এক আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আজকে আমাদের সমাজ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ত্বাগূতের জয়ধ্বনি চলছে। আর বাংলার আহলেহাদীছরা তা দেখে চুপচাপ বসে আছে। আমাদের সচেতন হ'তে হবে। আমাদের সচেতনতার সময় এসেছে। আমরা অচেতন মানুষের ভিড় চাইনা। আমরা চাই এমন একদল সচেতন মুত্তাকী পরহেযগার ও যোগ্য মানুষ, যারা এদেশের সমাজ জীবনে বিপ্লব নিয়ে আসবে। আগে ব্যক্তি, তারপর পরিবার, এভাবেই সমাজ তথা রাষ্ট্র পরিবর্তন হবে'।

ইজতেমায় এবারেই প্রথমবারের মত পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের জন্য আলাদা প্যাণ্ডেল করা হয়। এছাড়া পেশাজীবি এবং মহিলাদের জন্য বিশেষ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। পরিশেষে জাতির উদ্দেশ্যে ৯ দফা প্রস্তাবনা পেশের মাধ্যমে ২ দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমার পরিসমাপ্তি ঘটে।

নির্ধারিত বিষয়বস্তু সমূহের উপরে সারগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম (দিনাজপুর), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (বাগেরহাট), মাওলানা মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন সুন্নী (গাইবান্ধা), অধ্যাপক মুহাম্মাদ আলমগীর হুসাইন (সিরাজগঞ্জ), আব্দুর রহীম (বাগেরহাট), মাওলানা ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা), মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), মোশাররফ হোসেন আকন্দ (ঢাকা), মাওলানা মুছলেহুদ্দীন (ঢাকা), আকরামুযযামান বিন আব্দুস সালাম (ঠাকুরগাঁও), মাওলানা আমানুল্লাহ (পাবনা), মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হালীম (সাতক্ষীরা) প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম।

বিদেশী মেহমানদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আবু আব্দুর রহমান (মুদীর, ইহয়াউত তুরাছ আল-ইসলামী, ঢাকা), আবু ফুযালা (লিবিয়া), আহমাদ আলী আর-রূমী (সঊদী আরব), শায়খ আহমাদ আশ-শায়খ (সঊদী আরব), শায়খ রহমাতুল্লাহ নাযির খান (মুদীর, হায়আতুল ইগাছা, সঊদী আরব), শায়খ মানছূর আব্দুর রহমান আল-কাযী (নায়েবে মুদীর, হারামাইন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, সঊদী আরব), শায়খ হুসাইন আব্দুল্লাহ আল-ইয়ামী (সঊদী আরব), মুবারক ইবরাহীম আল-খালেদী, আত-ত্বাইয়েব বু মে'রাফ প্রমুখ।

১১. ১৬ ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী ২০০১ : এবারের ইজতেমা হরতালের কারণে বৃহস্পতিবারের পরিবর্তে শুক্রবারে শুরু হয়। নওদাপাড়া, রাজশাহীর ট্রাক টার্মিনাল ময়দানে আয়োজিত ইজতেমার উদ্বোধনী ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, 'পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে মানুষের সার্বিক জীবনকে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহী পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি। দেশে যে রাজনীতি, অর্থনীতি, শাসননীতি চালু আছে তা এক কথায় অনৈসলামী পদ্ধতি। যার ফলে সমাজের সর্বত্র অশান্তির দাবানল।' তিনি দেশের সর্বত্র শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে আনার জন্য দেশের আপামর জনসাধারণ এবং সরকারী ও বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দকে আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ অহি-র বিধানের কাছে ফিরে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান।

নির্ধারিত বিষয়বস্তু সমূহের উপরে সারগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ (কুমিল্লা), অধ্যাপক রেযাউল করীম (বগুড়া), মাওলানা মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন সুন্নী (গাইবান্ধা), মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), মাওলানা মুছলেহুদ্দীন (ঢাকা), আকরামুযযামান বিন আব্দুস সালাম (ঠাকুরগাঁও), মাওলানা আমানুল্লাহ (পাবনা), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (বাগেরহাট), অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর), ড. লোকমান হোসেন (কুষ্টিয়া), ড. ওমর ফারূক (রাজশাহী), মুহাম্মাদ হারূণ (কুমিল্লা), অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), মাওলানা ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা), মাওলানা আব্দুল মালেক (ঝিনাইদহ), অধ্যাপক মুহাম্মাদ আলমগীর হুসাইন (সিরাজগঞ্জ), মাওলানা রুস্তম আলী (রাজশাহী), মাওলানা আব্দুল

মান্নান (সাতক্ষীরা), মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হালীম (সাতক্ষীরা) মাওলানা বদরুয্যামান (সাতক্ষীরা), গোলাম আযম (নাটোর) প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম।

ইজতেমার ২য় দিন বিশেষ যুবসমাবেশ, মহিলা সমাবেশ, সোনামণি সমাবেশ এবং ওলামা ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

১২. ২৮ই ফেব্রুয়ারী ও ১লা মার্চ ২০০২ : ৩য় বারের মত নওদাপাড়া, রাজশাহীর ট্রাক টার্মিনাল ময়দানে তাবলীগী ইজতেমার আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' গতানুগতিক কোন আন্দোলন নয়। বরং এ আন্দোলন মানুষকে মানুষের রচিত বিভিন্ন মাযহাব ও তরীক্বার বেড়াজাল হ'তে মুক্ত করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আহ্বান জানায়। এ আন্দোলন সংকীর্ণ রাজনৈতিক দলাদলি, মাযহাবী ফের্কাবন্দী ও পীর-মুরীদীর ভাগাভাগি ভুলে গিয়ে নিঃশর্তভাবে কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্দেশকে মাথা পেতে নেওয়ার ভিত্তিতে মুসলিম ঐক্য কামনা করে। এজন্য আজকের এই মহা সম্মেলনের একটাই মূল বক্তব্য হ'ল : **'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'**। তিনি উক্ত লক্ষ্য হাছিলের জন্য নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক সমাজ বিপ্লবের উদ্দেশ্যে সকলকে ইমারতের অধীনে জামা'আতবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

অতঃপর আমন্ত্রিত অতিথি ও বক্তাদের বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতাসমূহ শুরু হয়। একে একে বক্তব্য রাখেন শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), মাওলানা মুছলেহুদ্দীন (ঢাকা), আকরামুযযামান বিন আব্দুস সালাম (ঠাকুরগাঁও), মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (বাগেরহাট), অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর), ড. লোকমান হোসেন (কুষ্টিয়া), অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), মাওলানা ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা), মাওলানা আব্দুল মালেক (ঝিনাইদহ), শায়খ আব্দুর রশীদ (গাইবান্ধা), মাওলানা কফীলুদ্দীন (গাযীপুর), অধ্যাপক মুহাম্মাদ আলমগীর হুসাইন (সিরাজগঞ্জ), মাওলানা রুস্তম আলী (রাজশাহী), মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হালীম (সাতক্ষীরা), হাফেয আব্দুল আলীম (যশোর), মাওলানা বদরুয্যামান (সাতক্ষীরা), মাওলানা মুরাদ বিন আমজাদ (খুলনা), মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব (টাঙ্গাইল), মাওলানা ইবরাহীম (বগুড়া) প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম। বিদেশী মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইহয়াউত তুরাছ, ঢাকা অফিসের মুদীর শায়খ আব্দুল বার্র আহমাদ আব্দুল লতীফ নাছির (জর্ডান)।

ইজতেমার ২য় দিন পৃথক পৃথক প্যাণ্ডেলে যুবসমাবেশ, মহিলা সমাবেশ এবং ওলামা ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে মূল স্টেজে অনুষ্ঠিত হয় আকর্ষণীয় 'সোনামণি সংলাপ'। এবারের ইজতেমায় দিনাজপুর থেকে আগত জনৈক হিন্দু ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। এছাড়া সাতক্ষীরা ও গাজীপুর থেকে আগত ৪ ব্যক্তি আহলেহাদীছ হওয়ার ঘোষণা দেন। সুদূর সাতক্ষীরা থেকে সাইকেলযোগে ১০ ব্যক্তির ইজতেমায় অংশগ্রহণ ছিল এক চমকপ্রদ ঘটনা। পরিশেষে সরকারের উদ্দেশ্যে দশ দফা প্রস্তাবনা পেশের মাধ্যমে সম্মেলনের কার্যক্রমের যবনিকাপাত ঘটে।

১৩. ১৩ ও ১৪ই মার্চ ২০০৩ : তাবলীগী ইজতেমার জন্য প্রায় স্থায়ী ময়দান হিসাবে পরিণত হওয়া নওদাপাড়া, রাজশাহীর ট্রাক টার্মিনাল ময়দানে বরাবরের মত তাবলীগী ইজতেমা আয়োজিত হয়। উদ্বোধনী ভাষণে আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, আহলেহাদীছ-এর দাওয়াত কোন দলীয় দাওয়াত নয়, এটি নির্ভেজাল ইসলামের দাওয়াত। ইসলাম যেমন একটি পূর্ণাঙ্গ দাওয়াত, আহলেহাদীছ আন্দোলন তেমনি পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের দাওয়াত। এ আন্দোলন সকল বনু আদমকে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কর্তৃক সর্বশেষ অহি-র মাধ্যমে প্রেরিত চূড়ান্ত সত্য ও কল্যাণের দিকে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানায়। তিনি বলেন, অহি-র বিধান হল বিশ্ববিধান। অতএব সেই অহির-র বিধান প্রতিষ্ঠায় আত্মনিবেদনকারী 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বিশ্বমানবতার মুক্তির আন্দোলন'।

সম্মেলনের ২য় দিন জঙ্গীবাদী অপতৎরতার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট হুঁশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করে তিনি বলেন, আজ সশস্ত্র জিহাদের জোশ সৃষ্টি করে কিছু তরুণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চলছে। কারা এদের পিছনে ইন্ধন যোগাচ্ছে, কারা এদেরকে অর্থ ও অস্ত্র দিচ্ছে, আসল তথ্য বের করে আনুন! তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় তরুণ সমাজকে সতর্ক করে বলেন, হে তরুণ সমাজ! নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। ইসলামের নামে ইসলামের শত্রুদের সৃষ্ট চক্রান্তজালে পা দিয়ো না'।

ইজতেমায় পূর্বনির্ধারিত বিষয়বস্তু অনুযায়ী বক্তব্য পেশ করেন শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, অধ্যাপক নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর), মাওলানা মুছলেহুদ্দীন (ঢাকা), মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), আকরামুযযামান বিন আব্দুস সালাম (ঠাকুরগাঁও), মাওলানা আমানুল্লাহ (পাবনা), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (বাগেরহাট), অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর), ড. লোকমান হোসেন (কুষ্টিয়া), ড. মুযাম্মিল আলী (কুষ্টিয়া), শায়খ আব্দুর রশীদ (গাইবান্ধা), অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), মাওলানা ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা), অধ্যাপক মুহাম্মাদ আলমগীর হুসাইন (সিরাজগঞ্জ), মাওলানা রুস্তম আলী (রাজশাহী), ড. ইকরামুল ইসলাম (রাজশাহী), হাফেয আব্দুছ ছামাদ (ঢাকা), মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী (জামালপুর), আব্দুল ওয়াদূদ (কুমিল্লা), আযীযুর রহমান (যশোর), মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হালীম (সাতক্ষীরা), মাওলানা মতীউর রহমান (সাতক্ষীরা), মাওলানা যাকারিয়া (টাঙ্গাইল), হাফেয আব্দুল আলীম (যশোর) প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম। বিদেশী মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইহয়াউত তুরাছ, ঢাকার সহকারী পরিচালক আবু আনাস শাযলী রাফ'আত ওছমান (সুদান)।

বরাবরের মত পৃথক পৃথক স্থানে যুবসমাবেশ, মহিলা সমাবেশ ও ওলামা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং মূল স্টেজে সোনামণিদের আয়োজনে মাদকবিরোধী একটি আকর্ষণীয় সংলাপ পরিবেশিত হয়। গতবারের মত এ ইজতেমাতেও আমীরে জামা'আতের বক্তব্যের পর স্টেজে এসে বিভিন্ন যেলার ২০ জন পুরুষ এবং মহিলা প্যাণ্ডেলে বেশ কয়েকজন মহিলা আহলেহাদীছ হওয়ার ঘোষণা দেন।

১৩. ১লা ও ২রা এপ্রিল ২০০৪ : ১৪শ বার্ষিক সম্মেলন যথারীতি রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া ট্রাক টার্মিনাল ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্রের খরতাপে প্রচণ্ড দাবদাহ সহ্য করে দেশের প্রায় সবকটি যেলা থেকে হাযার হাযার কর্মী ও সুধী ইজতেমায় উপস্থিত হন। বিগত কয়েক বছরের তুলনায় উপস্থিতি প্রায় দ্বিগুণ হওয়ায় প্যাণ্ডেলে জায়গা সংকুলান হয়নি। উদ্বোধনী ভাষণে আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, ৫১২ বছর পূর্বে তথা ১৪৯২ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল নযীরবিহীন প্রতারণার মাধ্যমে খৃষ্টানরা ৭ লক্ষ মুসলিম নর-নারী ও শিশুকে নিরস্ত্র অবস্থায় জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করেছিল। আজও তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুসলিম নিধন ও মুসলিম দেশসমূহের উপর সাম্রাজ্যবাদী দখল অভিযান চালিয়ে

যাচ্ছে। ফলে ইহুদী-খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী লবীই আজকের পৃথিবীর শান্তি বিনষ্টকারী সেরা সন্ত্রাসী লবী। তিনি বলেন, মুসলিম নেতৃবৃন্দ আর কতকাল তাদের প্রতারণার ফাঁদে April fools' হয়ে থাকবেন? তিনি বলেন, মুসলিম উম্মাহর করুণ পরিণতি হেদায়াতের মূল উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মহান শিক্ষা হ'তে দূরে থাকারই ফল।

অতঃপর ১ম ও ২য় দিন বাদ এশা পূর্ণাঙ্গ ভাষণে তিনি যথাক্রমে 'আহলেহাদীছ'-এর পরিচিতি এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সমাজ সংস্কার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেন।

অতঃপর পূর্বনির্ধারিত বিষয়বস্তু অনুযায়ী বক্তব্য পেশ করেন শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, অধ্যাপক নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর), ড. মুছলেহুদ্দীন (ঢাকা), মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (বাগেরহাট), অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর), ড. লোকমান হোসেন (কুষ্টিয়া), ড. মুযাম্মিল আলী (কুষ্টিয়া), মাওলানা ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা), অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), অধ্যাপক মুহাম্মাদ আলমগীর হুসাইন (সিরাজগঞ্জ), মাওলানা রুস্তম আলী (রাজশাহী), ড. ইকরামুল ইসলাম (রাজশাহী), মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম (রাজশাহী), মাওলানা বদরুয্যামান (সাতক্ষীরা), মাওলানা কফীলুদ্দীন বিন আমীন (গাযীপুর), মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব (ঢাকা), হাফেয আখতার (নওগাঁ), হাফেয আব্দুল আলীম (যশোর), মুহাম্মাদ ইবরাহীম (রংপুর) প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম। বিদেশী মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইহয়াউত তুরাছ, ঢাকার সহকারী পরিচালক আবু আনাস শাযলী রাফ'আত ওছমান (সুদান)।

নিয়মিত প্রোগ্রাম ওলামা সমাবেশ, যুবসমাবেশ, মহিলা সমাবেশ ছাড়াও এবার ইজতেমার ২য় দিন দারুল ইমারতে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর বক্তব্যে আহলেহাদীছ আন্দোলনের কার্যক্রম সম্পর্কে সাংবাদিকদের অবহিত করে বলেন, ইসলাম মানবজাতির জন্য আল্লাহপ্রেরিত সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। অতএব ইসলামকে সকল সমস্যায় একমাত্র সমাধান হিসাবে গ্রহণ করতে হবে এবং প্রচলিত দ্বি-মুখী চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ইসলামী আইন ও শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে হবে।

উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকসহ বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতারের রাজশাহী কেন্দ্র থেকে ইজতেমার খবর একাধিকবার প্রচারিত হয়।

এবারের ইজতেমায় প্রথমবারের মত ফরিদপুরের আটরশি থেকে ৩০ জন ভাই গাড়ী রিজার্ভ করে সম্মেলনে যোগদান করেন। যারা প্রায় সকলেই ইতিপূর্বে আটরশি পীরের মুরীদ ছিলেন। কাফেলার প্রধান জনাব আব্দুছ ছামাদের পিতা স্বয়ং আটরশি পীরের দীর্ঘদিনের খাদেম ছিলেন। 'আত-তাহরীক' পত্রিকাসহ সংগঠনের অন্যান্য বই-পত্রের মাধ্যমে ছহীহ আক্বীদার সন্ধান পেয়ে তারা যাবতীয় শিরক-বিদ'আত থেকে তওবা করে আহলেহাদীছ হন। ইজতেমায় এসে তারা মুহতারাম আমীরে জামা'আতের হাতে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন। এছাড়া সাতক্ষীরা ও মেহেরপুর থেকে মোট ৩২ জন কর্মী সাইকেলযোগে একটানা প্রায় ৩০০-৩৫০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ইজতেমায় যোগদান করেন।

১৪. ২৪ ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী ২০০৫ : রাজশাহীর নওদাপাড়া ট্রাক টার্মিনাল ময়দানে আয়োজিত এবারের তাবলীগী ইজতেমার নির্ধারিত দিন ছিল ২৪ ও ২৫ শে ফেব্রুয়ারী। কিন্তু ইজতেমার মাত্র ২দিন পূর্বে ২২শে ফেব্রুয়ারী গভীর রাতে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় দারুল ইমারত আহলেহাদীছ থেকে অকস্মাৎ বিনা ওয়ারেন্টে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করা হয় মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবসহ নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম এবং 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক এ এস এম আযীযুল্লাহকে। পরদিন প্রশাসন তাবলীগী ইজতেমার উপর ১৪৪ ধারা জারি করে। ইজতেমা প্যাণ্ডেলে যেয়ে পুলিশ ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে এবং অর্ধনির্মিত প্যাণ্ডেল ভেঙ্গে দিয়ে সবকিছু উঠিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করে ডেকোরেটর কর্মীদের। নওদাপাড়া মারকায ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ বিপুলসংখ্যক পুলিশ ও র‍্যাবের যুদ্ধংদেহী মহড়ায় ঘেরাও হয়ে পড়ে। নেতা-কর্মীরা কেন্দ্রীয় কার্যালয় দারুল ইমারত আহলেহাদীছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েন। এমন অস্থির হতবুদ্ধিকর মুহূর্তেও যথারীতি ইজতেমা আয়োজনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা জারি এবং গ্রেফতারির হুমকি প্রদান করা হয়। ফলে সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্নের পরও তাবলীগী ইজতেমা বাতিল হয়ে যায়। ইতিমধ্যে নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার হওয়ার ঘটনা সংবাদমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ায় দেশজুড়ে আহলেহাদীছদের মাঝে এক বিরাট আতংক ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তা উপেক্ষা করে দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে অনেক মানুষ ইজতেমা ময়দানে উপস্থিত হন এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে বেদনাহত চিত্তে ফিরে যান।

১৫. ১৬ ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী ২০০৬ : পূর্ববর্তী বছর সরকারের রুদ্র রোষে ইজতেমা বাতিল হওয়ার পর পুণরায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ ট্রাক টার্মিনালে ১৬শ বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমার আয়োজন করা হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আত ১ বছর যাবৎ কারাবন্দী থাকায় এবং বিগত বছর ইজতেমা বাতিল হয়ে যাওয়ায় এবারের ইজতেমায় বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত জনসমাগম হয়। উদ্বোধনী ভাষণের পূর্বেই কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় ইজতেমা ময়দান। লক্ষাধিক কর্মী ও সুধীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও মুহুর্মুহু তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হয় নওদাপাড়ার আকাশ-বাতাস। চতুর্দিকে এক স্বর্গীয় আভা ছড়িয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অমিয় সুধা পানের উদগ্র বাসনা এবং ক্ষমতাসীন জোট সরকারের সীমাহীন নির্যাতনের শিকার মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র গ্রেফতারকৃত সকল নেতা-কর্মীর নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবীতে দেশের প্রায় সকল যেলা থেকে হাযার হাযার মহিলা-পুরুষ কর্মী ও সুধী রিজার্ভ বাস ও অন্যান্য যানবাহনে করে ইজতেমায় যোগদান করেন। শীর্ষ নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিতি বিশাল ইজতেমা ময়দানের প্রতিটি প্রান্ত কে গভীর শূন্যতার ছায়ায় আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। কিন্তু আবেগাপ্লুত জনতার হৃদয় নিংড়ানো তাকবীর ধ্বনি আর নেতৃবৃন্দের মুক্তির শ্লোগানে ইজতেমা ময়দান ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা মুখর হয়ে উঠে। ফজরের জামা'আতে নেতৃবৃন্দের মুক্তির জন্য 'কুনূতে নাযেলা' পাঠ করা হয়।

উদ্বোধনী ভাষণে সংগঠনের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন জ্বালাময়ী ভাষায় বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের এক দৃপ্ত কাফেলার নাম। বর্তমান হানাহানির বিশ্বে অহি-র বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণই কেবলমাত্র শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে। তিনি জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারীবার্তা উচ্চারণ করে

বলেন, 'আল্লাহ্‌র আইন' প্রতিষ্ঠার নামে যারা দেশে ভয়াবহ নৈরাজ্য ও নাশকতা চালাচ্ছে, তারা ইসলামের অনুসারী নয় বরং এরা ইসলামের শত্রু, দেশ ও জাতির দুশমন। তিনি এধরনের চরমপন্থী অপতৎপরতার বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান এবং এদের নেপথ্য নায়কদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানান। তিনি সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, বোমাবাজদের ধরার নামে নিরপরাধ আলেমদেরকে হয়রানি করে সরকার চরম অন্যায় করেছে। এজন্য সরকারকে অবশ্যই দুঃখজনক পরিণামফল ভোগ করতে হবে। তিনি অবিলম্বে আমীরে জামা'আতের নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানিয়ে বলেন, জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কঠোর অবস্থান জাতির কাছে আজ অত্যন্ত পরিষ্কার। তদুপরি সরকার নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দকে এক বছর যাবৎ নির্মমভাবে হয়রানি করে চলেছে। তিনি মুহতারাম আমীরে জামা'আতসহ গ্রেফতারকৃত নেতা-কর্মীদের অবিলম্বে মুক্তির দাবীতে গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানান। এ সময় উপস্থিত জনতার মুহুর্মুহু শ্লোগানে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়।

অতঃপর ইজতেমায় পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ের উপর বক্তব্য পেশ করেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর), মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ (সিরাজগঞ্জ), মাওলানা গোলাম আযম (গাইবান্ধা), মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (রাজশাহী), অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (কুমিল্লা), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা), মাওলানা ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা), 'যুবসংঘ'-এর ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গোপালগঞ্জ), সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ (কুমিল্লা), প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন (রাজশাহী), মাওলানা সাঈদুর রহমান (রাজশাহী), মাওলানা আকরামুযযামান বিন আব্দুস সালাম (ঠাকুরগাঁও), মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), মাওলানা মুনীরুদ্দীন (খুলনা), মাওলানা কফীলুদ্দীন বিন আমীন (গাযীপুর), হাফেয আখতার মাদানী (নওগাঁ), মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী (নওগাঁ), মাওলানা রুস্তম আলী (রাজশাহী), মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব (টাঙ্গাইল), মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন (কুমিল্লা), মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার (কুমিল্লা), মাওলানা ইবরাহীম বিন রইসুদ্দীন (বগুড়া), মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক (রাজশাহী), মাওলানা মুরাদ বিন আমজাদ (খুলনা), মাওলানা আব্দুল আলীম (ঝিনাইদহ), মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হালীম (সাতক্ষীরা), হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'ছূম (ঢাকা), মাওলানা বদরুযযামান (সাতক্ষীরা) প্রমুখ।

এছাড়া শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আতের জ্যেষ্ঠ পুত্র আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এ. কে. এম. খায়রুযযামান লিটন এবং 'বিএনপি'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব মিজানুর রহমান মিনু (এমপি)।

পরিশেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের মুক্তির দাবীসহ ১০ দফা প্রস্তাবনা সরকারের নিকট পেশ করা হয়।

১৬. ১ ও ২ মার্চ ২০০৭ : ১৭শ বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা যথারীতি রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিকূল আবহাওয়া উপেক্ষা করে বিপুলসংখ্যক কর্মী ও সুধী ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন। বৃহস্পতিবার ফজরের কিছু পূর্বে শুরু হওয়া ঝড়ে স্থানীয় ট্রাক টার্মিনালে নির্মিত ইজতেমার প্যান্ডেল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বৃষ্টিতে মাঠ প্লাবিত হয়ে যায়। সারাদিন কর্মীদের প্রচেষ্টায় পুনরায় প্যান্ডেল ঠিক করে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু করা হয়। কিন্তু খারাপ আবহাওয়া অব্যাহত থাকলে ২য় দিন সকালে ইজতেমার কার্যক্রম দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে স্থানান্তর করা হয়।

১৬ মাস কারাঅন্তরীণ থাকার পর সদ্য কারামুক্ত অধ্যাপক নূরুল ইসলামের স্বাগত ভাষণ ও তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিয়ে তাবলীগী ইজতেমার কার্যক্রম যথারীতি শুরু হয়। অতঃপর পূর্বনির্ধারিত বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন (ঢাকা), অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর), মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ), মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), মাওলানা ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা), মাওলানা কফীলুদ্দীন (গাযীপুর), মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), মাওলানা মুনীরুদ্দীন (খুলনা), হাফেয আখতার মাদানী (নওগাঁ), আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হালীম (সাতক্ষীরা), ইবরাহীম বিন রইসুদ্দীন (বগুড়া), আবু বকর ছিদ্দীক্ব (রাজশাহী), সাইফুল ইসলাম ইসলাম বিন হাবীব (ঢাকা) মাওলানা সাঈদুর রহমান (রাজশাহী) ও মাওলানা রুস্তম আলী (রাজশাহী)।

বক্তাগণ সবাই মূলতঃ মুহতারাম আমীরে জামা'আতের মুক্তির দাবীতে জোরালো বক্তব্য রাখেন। তাঁরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকটে মিথ্যা মামলায় কারাবন্দী মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** আশু মুক্তি দাবী করে বলেন, বিগত সরকার জাতির সাথে জঘন্য প্রতারণার মাধ্যমে তাঁকে গ্রেফতার করে যারপরনাই হয়রানি করেছে। গোটা আহলেহাদীছ জামা'আতকে অন্যায়ভাবে সন্ত্রস্ত করেছে। কিন্তু অদ্যাবধি তাঁর বিরুদ্ধে আরোপিত কোন অভিযোগই সত্য প্রমাণিত হয়নি। এরপরও বিনা বিচারে দীর্ঘ দুই বছর যাবত তাঁকে বন্দী রাখা মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লংঘন। তারা অবিলম্বে তাঁর নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানান।

অবশেষে জুম'আর ছালাতের পর এক সংক্ষিপ্ত সমাপনী ভাষণের মাধ্যমে ইজতেমা মুলতবী ঘোষণা করা হয়। ঝড়-বৃষ্টি থেকে আশ্রয় গ্রহণের জন্য চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল ব্যবস্থাপনা থাকায় উপস্থিত মহিলা-পুরুষ সকলেই এক অবর্ণনীয় দুর্ভোগের শিকার হন। কিন্তু কারো মুখে ছিল না কোন অভাব-অভিযোগের কথা। বরং হাসিমুখে এ দুর্যোগঅবস্থাকে স্বাভাবিকভাবেই বরণ করে নেন কেবল ঈমানী তাকীদে। হক্বের পথে অবিচল থাকার জন্য যে দৃঢ় মনোবৃত্তি, যে ত্যাগ-তিতীক্ষা ও অগাধ নিষ্ঠার প্রয়োজন তার এক অসাধারণ চিত্রই বরং ফুটে উঠেছিল এই দুর্যোগমুহূর্তে। যাবতীয় কষ্ট ছাপিয়ে সকলের মনেই যেন কেবল আমীরে জামা'আতের মুক্তি না হওয়ার বিষয়টি আকুলি-বিকুলি করছিল।

১৭. ২৮ ও ২৯শে ফেব্রুয়ারী ২০০৮ : ১৮'শ' বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা এবার রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে নওদাপাড়াস্থ ট্রাক টার্মিনালের পরিবর্তে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান মহিলা সালাফিয়া মাদরাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী ভাষণে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন নতুন কিছু নয়। বরং এই আন্দোলনের সূচনা হয়েছে রাসূল (ছাঃ)-এর যুগ থেকে। রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হকপন্থী এই জামা'আত প্রতি যুগেই সক্রিয় থেকেছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত এই ক্রমধারা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন কোন গোষ্ঠীকেন্দ্রিক বা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির চিন্তাধারা প্রসূত আন্দোলন নয়। বরং এ আন্দোলন সর্বস্তরের মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী তাদের সার্বিক

জীবন পরিচালনার আন্দোলন। তিনি বলেন, এ আন্দোলন জিহাদের নামে দেশবিরোধী অপতৎপরতার তীব্র ধিক্কার ও নিন্দা জানায়। তিনি দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ মিথ্যা মামলায় কারাবন্দী 'আন্দোলন'-এর মুহতারাম আমীর **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর জন্য সকলের নিকট দো'আ কামনা করেন এবং অবিলম্বে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে তাঁকে মুক্তি দানের জন্য তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি জোর দাবী জানান।

দু'দিনব্যাপী তাবলীগী ইজতেমায় পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ের উপর বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন (ঢাকা), অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর), মাওলানা গোলাম আযম (গাইবান্ধা), মাওলানা এস. এম. আব্দুল লতীফ (সিরাজগঞ্জ), 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ এস এম আযীযুল্লাহ (সাতক্ষীরা), মাওলানা আবু তাহের (গাইবান্ধা), মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান (ময়মনসিংহ), এ্যাডভোকেট যিল্লুর রহমান (সাতক্ষীরা), আত-তাহরীক সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (কুমিল্লা), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা), মাওলানা ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা), মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), মাওলানা কফীলুদ্দীন বিন আমীন (গাযীপুর), মাওলানা বেলালুদ্দীন (পাবনা) মাওলানা মুনীরুদ্দীন (খুলনা), হাফেয আব্দুছ ছামাদ মাদানী (ঢাকা), মাওলানা সাঈদুর রহমান (রাজশাহী), মাওলানা রুস্তম আলী (রাজশাহী), হাফেয আব্দুল আলীম (ঝিনাইদহ), মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হালীম (সাতক্ষীরা), মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক (রাজশাহী), মাওলানা বদরুযযামান (সাতক্ষীরা), মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব (টাঙ্গাইল), মাওলানা রফীকুল ইসলাম (রাজশাহী), মাওলানা আব্দুল মালেক (টাঙ্গাইল), হাফেয মাওলানা আব্দুল হামীদ (ঢাকা) প্রমুখ। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন আমীরে জামা'আতের জ্যেষ্ঠপুত্র আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।

এবারের ইজতেমায় পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদের উপচে পড়া ভীড় ছিল লক্ষ্যণীয়। ফলে পৃথকভাবে নির্মিত দু'টি প্যাণ্ডেলেও জায়গা সংকুলান না হওয়ায় বাধ্য হয়ে মারকায কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে তাদের বসার ব্যবস্থা করা হয়।

১৮. ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ : দীর্ঘ চার বছর পর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড: মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এবারের তাবলীগী ইজতেমায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে হাযার হাযার কর্মী ও সুধী বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। জনসমুদ্রে পরিণত হয় ইজতেমা ময়দান ও আশপাশ এলাকা। সরকারের মিথ্যা মামলায় দীর্ঘ ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন কারাবন্দী অবস্থায় থেকে মুক্তিলাভের পর এটিই ছিল তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম তাবলীগী ইজতেমা।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত উদ্বোধনী ভাষণে দীর্ঘ ৪ বছর পর পুনরায় তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করতে পারায় মহান আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করেন। অতঃপর ২০05 সালের ২২ ফেব্রুয়ারী ১৫তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমার আগের দিন গভীর রাতে ঘুম থেকে ডেকে তুলে কেন্দ্রীয় ৪ নেতার গ্রেফতার ও ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন কারাভোগের স্মৃতিচারণ করেন। সাথে সাথে তারপর থেকে বিভিন্ন যেলার প্রায় ৪০ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার ও মিথ্যা মামলা দিয়ে কারা নির্যাতনের কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, কেবল আমার উপরেই ৬টি যেলায় মোট ১০টি মিথ্যা মামলা চাপানো হয়। যার ৪টি আজও বিচারাধীন। সেদিনের সেই আতংকময় পরিবেশে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'-এর নেতা-কর্মীরা যেভাবে সাংগঠনিক কার্যক্রমকে অব্যাহত রেখেছিলেন এবং আমাদের কারামুক্তির জন্য অসংখ্য মিটিং, মিছিল, মানববন্ধন, বক্তৃতা-বিবৃতি ও সভা-সম্মেলন করে যুলুমের প্রতিবাদ করেছিলেন, দেশ-বিদেশের যে সকল ভাই ও বোনেরা আমাদের জন্য সময়-শ্রম, অর্থ, মেধা ও পরামর্শ দিয়ে সাধ্যমত যে যতটুকু সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন এবং আমাদের মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আকুতিভরা প্রার্থনা করেছেন, তাদের সবার প্রতি আমি কারা নির্যাতিতদের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি এবং আল্লাহ্‌র নিকট তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি বলেছিলেন, 'আপনারা দেখেছেন যে পোশাকে আমি জেলখানায় গিয়েছিলাম, সেই পোশাকেই আমি আপনাদের সামনে উদ্বোধনী ভাষণে হাযির হয়েছি। কিন্তু আমাদের উপর যারা অত্যাচার করেছিল আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় আমাদের বের হবার আগেই তারা জেলখানায় প্রবেশ করেছেন। অতএব হে নেতারা সাবধান হয়ে যাও! আল্লাহকে ভয় করো'।

অতঃপর যথারীতি বিষয়ভিত্তিক আলোচনা রাখেন অধ্যাপক নূরুল ইসলাম (কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, 'আন্দোলন') অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম (যশোর), মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ (রাজশাহী), অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (কুমিল্লা), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা) ও মাওলানা ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা), প্রফেসর শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল আলী মাওলানা আকরামুযযামান বিন আব্দুস সালাম (ঠাকুরগাঁও), মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), ড. এ. এস. এম. আযীযুল্লাহ (কেন্দ্রীয় সভাপতি, 'যুবসংঘ'), শিহাবুদ্দীন আহমাদ (পরিচালক 'সোনামণি'), মাওলানা রুস্তম আলী (রাজশাহী), মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব (ঢাকা)। এতদ্ব্যতীত বক্তব্য রাখেন মাওলানা রফীকুল ইসলাম (রাজশাহী), মাওলানা আবুবকর (রাজশাহী), মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামূন (নরসিংদী), মাওলানা মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (নারায়ণগঞ্জ), মাওলানা বদরুযযামান (সাতক্ষীরা) প্রমুখ। এছাড়া অতিথি বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, এনটিভির ইসলামী অনুষ্ঠান বিভাগের পরিচালক মাওলানা আবুল কালাম আযাদ।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ প্রথমবারের মত এই ইজতেমায় যোগদান করে তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করতে যেয়ে বলেন, আমি মনে করি সর্বাগ্রে আক্বীদার সংশোধন প্রয়োজন। কারণ আক্বীদাই হ'ল মানব জীবনের প্রকৃত ফাউণ্ডেশন। তিনি বলেন, যারা আহলেহাদীছ তারা শিরক ও বিদ'আত হ'তে মুক্ত মানুষ। অন্য কারো মধ্যে এটা প্রতিরক্ষার সুন্দর ব্যবস্থা নেই, যেমনটি আহলেহাদীছদের মধ্যে রয়েছে। তাই আপনাদের দায়িত্ব হবে এদেশের ১৪ কোটি মানুষের কাছে ছহীহ আক্বীদার দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া। আল্লাহ আপনাদেরকে যোগ্য নেতৃত্ব দিয়েছেন। আর যোগ্য নেতৃত্ব হচ্ছে আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় নে'মত। সেটি কালে-ভদ্রে মানুষ পেয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই পায় না। সেটি আল্লাহ আপনাদের উপহার দিয়েছেন। এটি যাতে কলুষিত না হয়, সে জন্য আপনাদের শক্ত ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি আরো বলেন, এখানে এসে বুঝতে পারলাম আপনারা কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করে গণতান্ত্রিক রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে চান। যদি তাই হয় তাহলে আপনারা ভুল করবেন। কেননা পাশ্চাত্য গণতন্ত্র একটি দুনিয়াবী মতবাদ মাত্র। ইতিহাসে দেখা যায় কোন মানবরচিত মতবাদ দুইশত বছরের বেশী টিকে থাকেনি। আমিও ধারণা করি মানব

রচিত অন্যান্য মতবাদের মত গণতন্ত্রও বর্তমান বিশ্বে আর মাত্র ৬০-৭০ বছর খুব জোর টিকে থাকবে। তারপর এই পৃথিবী থেকে অন্যান্য মতবাদের মত গণতন্ত্র উচ্ছেদ হবে। কিন্তু এলাহী বিধান কিয়ামত পর্যন্ত স্বগৌরবে আপন মহিমায় উড্ডীন থাকবে।

তাবলীগী ইজতেমা হ'তে ফেরার পথে ১৪ ফেব্রুয়ারী শনিবার সকাল পৌনে ৭-টায় রাজশাহীর পুঠিয়া থানাধীন ঝলমলিয়ার নিকটে সেনবাগ নামক স্থানে সকাল বেলার ঘনকুয়াশায় দ্রুতগামী ট্রাকের সাথে মুখোমুখী সংঘর্ষে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয় সাতক্ষীরার মুছল্লীবাহী ৫৬নং গাড়ীটি। ঘটনাস্থলেই নিহত হয় বাসের চালক কালিগঞ্জের সাতপুর গ্রামের হাফীযুল ইসলাম রিপন (৩০)। এছাড়া পুঠিয়া থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনার পর মৃত্যুবরণ করেন সাতক্ষীরার বাঁকাল নিবাসী মুহাম্মাদ মুযাফফর ঢালী (৫৫) এবং রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনার পথে মারা যান তার স্ত্রী রাবেয়া খাতুন (৪৫)। গুরুতরভাবে আহত হয়ে রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি হয় আরো ২১ জন। যাদের অধিকাংশের হাত-পা ভেঙ্গে যায় এবং শরীরের বিভিন্ন স্থান মারাত্মকভাবে যখম হয়। ফলে সাতক্ষীরাসহ সারাদেশে কর্মীদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে। এই প্রথম ইজতেমায় আগত কোন গাড়ি বড় ধরনের দুর্ঘটনায় নিপতিত হয়।

১৯. ১লা ও ২রা এপ্রিল ২০১০ : ২০তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা বিভিন্ন বাধা-প্রতিবন্ধকতা ও কুচক্রী মহলের সীমাহীন ষড়যন্ত্রের পাহাড় ডিঙ্গিয়ে প্রথম নির্ধারিত তারিখ ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারীর পরিবর্তে ১ ও ২ এপ্রিল রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে নওদাপাড়াস্থ ট্রাক টার্মিনাল ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। এবারে মূল ইজতেমাস্থল পরিবর্ধন করে পরিকল্পনা মাফিক মূল প্যাণ্ডেল থেকে প্রায় অর্ধ কিলোমিটার দূরে মহিলা মাদরাসা ময়দানে মহিলা প্যাণ্ডেল করা হয় এবং প্রজেক্টরের মাধ্যমে সরাসরি অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, আজ পৃথিবীর দিকে দিকে মুসলিম নির্যাতন চলছে। অথচ তাদেরই করায়ত্ব মিডিয়াগুলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করছে। জঙ্গী জঙ্গী বলে ধোয়া তুলছে। ইহুদী-খৃষ্টানরা মুসলিম ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তীনের উপর হামলা করে লক্ষ লক্ষ মা-বোন এবং নিষ্পাপ শিশুদেরকে হত্যা করছে। অথচ তাতে তারা জঙ্গী হয় না; কিন্তু ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তীনের মানুষ একটা ঢিল মারলে তারা জঙ্গী হয়ে যায়। তিনি বলেন, ১৯৪৭ সালের ২০ আগষ্টে দিল্লী বাহিনী কাশ্মীর দখল করে নিল। আর এর প্রতিবাদে কাশ্মীরীরা প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করলে তারা হয়ে গেল জঙ্গী। পৃথিবীর সর্বত্র দ্বীনদার মুসলমানদের জঙ্গী বলে তাদের উপর হামলা করার জন্য যে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত চলছে, বাংলাদেশও তার বাইরে নয়।

তিনি আরও বলেন, আমরা মানুষকে মানুষের পূজা করতে বলি না। আমরা মানুষকে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে বলি। সারা পৃথিবী জুড়ে দ্বন্দ্ব চলছে যে, আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, না মানুষ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক? এ দ্বন্দ্বের যেদিন ফায়ছালা হবে সেদিন আহলেহাদীছ আন্দোলন পৃথিবীব্যাপী তার জয়ের চেহারা দেখবে ইনশাআল্লাহ। আমরা ততদিন পর্যন্ত ক্ষান্ত হব না যতদিন না দেখব যে, বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা বিরাজ করছে। আমরা ততদিন পর্যন্ত বিশ্রাম নেব না, ক্লান্ত হব না, যতদিন না দেখব যে, আমার নবীর রেখে যাওয়া নবুওয়াত ও রেসালত, কুরআন ও হাদীছ সম্মানের সাথে প্রতিটি ঘরে ঘরে বরিত ও পালিত হচ্ছে। যতদিন পর্যন্ত সেটা না হবে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রতিটি কর্মী যেখানেই থাক, সব জায়গায় সে একই দাওয়াত দিয়ে যাবে যে, আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন গড়ি।

অতঃপর পূর্বনির্ধারিত বিষয়বস্তু সমূহের উপর দলীলভিত্তিক জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর), অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম (যশোর), মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (রাজশাহী), অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা), মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (কুমিল্লা), ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (কেন্দ্রীয় সভাপতি, যুবসংঘ), ড. এ. এস. এম. আযীযুল্লাহ (সাতক্ষীরা), মুযাফফর বিন মুহসিন (রাজশাহী), 'সোনামণি'র পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ (বগুড়া), মাওলানা রুস্তম আলী (রাজশাহী), মাওলানা রফীকুল ইসলাম (রাজশাহী), মাওলানা আবুবকর (রাজশাহী) প্রমুখ।

২০. ১৭ ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০১১ : ২১তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া ট্রাক টার্মিনাল ময়দানে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এবারের তাবলীগী ইজতেমায় মুছল্লীদের অংশগ্রহণ ছিল বিগত বিশ বছরের মধ্যে সর্বাধিক। ফলে প্যাণ্ডেল উপচে খোলা আকাশের নীচে বসে প্রচণ্ড শীতে কষ্ট স্বীকার করে বক্তব্য শুনতে হয়েছে বহু শ্রোতাকে। মহিলাদের উপস্থিতিও ছিল ধারণাতীত। ফলে ইজতেমার ২য় দিন উভয় প্যাণ্ডেলই নতুনভাবে বাড়াতে হয়। গতবারের মতই মহিলা প্যাণ্ডেল করা হয় মহিলা সালাফিয়া মাদরাসা ময়দানে এবং স্টেজ থেকে প্রজেক্টরের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। দেশের সকল প্রান্ত থেকে আসা হকপিয়াসী মানুষের ঢলের মাঝে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের শিরক অধ্যুষিত অঞ্চল চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থেকে আগত রিজার্ভ বাসটি, যা ছিল চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে যে কোন ইজতেমায় আসা প্রথম কোন গাড়ী।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, বর্তমান পৃথিবীতে Islam এবং Secular দাওয়াতের মধ্যে সংঘাত চলছে। অপরদিকে আমরা যারা ইসলামী দাওয়াত দিচ্ছি, আমাদের মধ্যে সংঘাত চলছে Pure এবং Popular-এর। আর Popular এবং Secular মিলিতভাবে Pure দাওয়াতকে গলা টিপে হত্যা করতে চাচ্ছে। তাই আমাদের ও আমাদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ও সরকারী নির্যাতন এরই ধারাবাহিকতা মাত্র।

তিনি বলেন, পিওর ইসলামের সাথে পপুলার ও সেক্যুলারের এই সংঘাত বিগত যুগেও ছিল, বর্তমানেও রয়েছে এবং আগামী দিনেও থাকবে। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পিওর ইসলাম কিয়ামত অবধি টিকে থাকবে এবং এ দাওয়াতই আল্লাহ্‌র নিকটে কবুল হবে। আহলেহাদীছ আন্দোলন এই পিওর ইসলামের দাওয়াত নিয়েই ময়দানে কাজ করে যাচ্ছে। আল্লাহ সহায় হলে এ দাওয়াত পৃথিবীর বুকে একদিন আপন মহিমায় বিজয়ীর দণ্ড হাতে নেবেই ইনশাআল্লাহ। এজন্য তিনি প্রত্যেককে স্ব স্ব আক্বীদা ও আমলের উপর দৃঢ় থেকে দাওয়াতের ময়দানে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান।

অতঃপর পূর্বনির্ধারিত বিষয়বস্তু সমূহের উপর একে একে দলীলভিত্তিক বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ

সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর), অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম (যশোর), ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (কুমিল্লা), অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা), মুযাফফর বিন মুহসিন (রাজশাহী), ড. এ. এস. এম. আযীযুল্লাহ (সাতক্ষীরা), ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গোপালগঞ্জ), ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব (ঢাকা), মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা), মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী (নওগাঁ), মাওলানা রুস্তম আলী (রাজশাহী), মাওলানা রফীকুল ইসলাম (রাজশাহী), মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক (রাজশাহী), মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (কুমিলা), মাওলানা বদরুযযামান (সাতক্ষীরা), আব্দুর রশীদ আখতার (মেহেরপুর), আব্দুল্লাহ যামান (কিশোরগঞ্জ) প্রমুখ।

দীর্ঘ ২১ বছরের ধারাবাহিকতায় ২২তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা'১২ অনুষ্ঠিত হ'তে যাচ্ছে এবার ২৩ ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী। ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়ে গেল প্রায় সিকি-শতাব্দীকাল। দীর্ঘ এই যাত্রাকালে বহু মানুষ এখানে সত্যের খোঁজে এসে সত্যপথের পথিক হয়ে ধন্য হয়েছেন। সুদূর সিলেট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশালের অজপাড়াগায়ে আজ এ ইজতেমার দাওয়াত পৌঁছে গিয়েছে। ফরিদপুরের আটরশির পীরভক্তরা শিরক-বিদ'আতের জঞ্জাল ছিন্ন করে মুক্তির পথে ছুটে এসেছেন। আবার বিপরীত চিত্রে আমরা দেখেছি নানা ঘাত-প্রতিঘাতে অনেকেই এ পথ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন, বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে ব্যর্থ হয়ে আন্দোলনের মূলসূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হারিয়ে গেছেন অনেক সাধারণ কর্মী, এমনকি সংগঠনের অগ্রবর্তী পতাকাবাহীদেরও অনেকে পথচ্যুত হয়েছেন, আবার দুনিয়ার বুক থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন অনেকে, যাদের সরব উপস্থিতি একসময় ইজতেমার ময়দানকে মুখরিত করে রাখত। আজ তারা উপস্থিত নেই, কিন্তু হক্বের পথে তাওহীদের নিশান উড়িয়ে যে তাবলীগী ইজতেমার যাত্রাপথ শুরু হয়েছিল তার সহযাত্রীর সংখ্যায় কখনই ভাটার টান পড়েনি। বরং বৃদ্ধি পেয়েছে শত শত গুণে, প্রসারিত হয়েছে দিগ্‌দিগন্তের প্রান্তে প্রান্তে। নবপ্রাণের ছোঁয়ায় নবজোয়ারের মূর্ছনায় প্রতিবারই উদ্বেলিত হয়েছে ইজতেমার প্রাঙ্গন। হক্বপিয়াসী মানুষের একান্ত আপন গন্তব্য হয়ে উঠেছে এই ইজতেমা। যেখানে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিশুদ্ধ শ্বেতশুভ্র আলোকমালায় পরিশুদ্ধ হওয়ার জন্য জাগতিক শত ব্যস্ততা ফেলে তারা এখানে ছুটে আসেন ব্যাকুলচিত্তে।

আল্লাহ্র অশেষ রহমত যে বাংলার বুকে নিরংকুশ তাওহীদী দাওয়াতের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে তিনি এই তাবলীগী ইজতেমাকে অদ্যাবধি নিরবচ্ছিন্নভাবে টিকিয়ে রেখেছেন। শুধু তা-ই নয়, আপন স্বকীয়তা নিয়ে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের মাধুর্যে তাবলীগী ইজতেমা আজ এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। নির্ভেজাল তাওহীদের অনুসারীদের এই ইজতেমার সাথে এ দেশের আর সকল ইজতেমার যে মৌলিক পার্থক্য তা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর স্বপ্নদ্রষ্টা মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের কণ্ঠেই ফুটে উঠেছে ২০০৩ সালের ইজতেমার উদ্বোধনী ভাষণে-'শেষনবীর রেখে যাওয়া অহি-র বিধান অনুযায়ী নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তোলাই এ আন্দোলনের কর্মীদের একমাত্র সাধনা। আর এটাই তো অন্যান্যদের তাবলীগী ইজতেমার সাথে অত্র তাবলীগী ইজতেমার বৈশিষ্ট্যগত ও আদর্শগত পার্থক্যের মানদণ্ড।'

রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিতব্য এই ঐতিহ্যবাহী তাবলীগী ইজতেমা আরও কতকালব্যাপী স্থায়িত্ব পাবে তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু আগামী দিনের স্বপ্ন জাগিয়ে রাখার এক বৃহৎ উদ্দীপনাকেন্দ্র হিসাবে এ ইজতেমা যুগ যুগ ধরে স্বমহিমায় টিকে থাকুক এটাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। আল্লাহ্র রহমত থাকলে এবং বাংলার বুকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের যে জোয়ার উঠেছে তা বাধাপ্রাপ্ত না হলে এই ইজতেমা হয়ত আপন মহিমায় অব্যাহত থাকবে অনির্দিষ্টকাল ধরে। *ইনশাআল্লাহ*! আর পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারীদের চক্ষুশীতলকারী মিলনকেন্দ্র হিসাবে উত্তরোত্তর এ দেশের মানুষকে ন্যায় ও সত্যের বিশুদ্ধ বার্তা পৌঁছে দিতে থাকবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আহলেহাদীছ আন্দোলনের জন্য এ ইজতেমাকে কবুল করে নিন এবং এর মাধ্যমে অহি-র বিধান তথা সত্য ও ন্যায়ের চিরন্তন আলোকমশালকে এ দেশের আনাচে-কানাচে সর্বত্র প্রজ্জ্বলিত করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

হাদীছের গল্প

আল্লাহ্র উপর ভরসার প্রতিদান

মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আল্লাহ্র উপর ভরসা করা। যেমন আল্লাহ বলেন, 'মুমিনদের জন্য আল্লাহ্র উপর ভরসা করা উচিত' *(ইবরাহীম ১১)*। 'যে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট' *(তালাক্ব ৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি যথাযথভাবে ভরসা কর, তাহ'লে তিনি তোমাদেরকে অনুরূপ রিযিক দান করবেন, যেরূপ পাখিদের দিয়ে থাকেন। তারা প্রত্যুষে খালি পেটে বের হয়ে যায় এবং দিনের শেষে ভরা পেটে ফিরে আসে' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫০৬৯)*। আল্লাহ্র উপর ভরসা সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীছ।-

(১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'বনী ইসরাঈলের কোন এক ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের অপর ব্যক্তির নিকট এক হাযার দীনার ঋণ চাইল। তখন সে (ঋণদাতা) বলল, কয়েকজন সাক্ষী আন, আমি তাদের সাক্ষী রাখব। সে বলল, সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। তারপর ঋণদাতা বলল, তাহ'লে একজন যামিনদার উপস্থিত কর। সে বলল, যামিনদার হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। ঋণদাতা বলল, তুমি সত্যিই বলেছ। এরপর নির্ধারিত সময়ে পরিশোধের শর্তে তাকে এক হাযার দীনার দিয়ে দিল। তারপর ঋণ গ্রহীতা সামুদ্রিক সফর করল এবং তার প্রয়োজন সমাধা করে সে যানবাহন খুঁজতে লাগল, যাতে সে নির্ধারিত সময়ের ভেতর ঋণদাতার কাছে এসে পৌঁছতে পারে। কিন্তু সে কোন যানবাহন পেল না। তখন সে এক টুকরো কাঠ নিয়ে তা ছিদ্র করল এবং ঋণদাতার নামে একখানা পত্র ও এক হাযার দীনার তার মধ্যে ভরে ছিদ্রটি বন্ধ করে সমুদ্র তীরে এসে বলল, হে আল্লাহ! তুমি তো জান, আমি অমুকের নিকট এক হাযার দীনার ঋণ চাইলে সে আমার কাছে যামিনদার চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, আল্লাহই যামিন হিসাবে যথেষ্ট। এতে সে রাযী হয়। তারপর সে আমার কাছে সাক্ষী চেয়েছিল, আমি বলেছিলাম, সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। তাতে সে রাযী হয়ে যায়। আমি তার ঋণ (যথাসময়ে) পরিশোধের উদ্দেশ্যে যানবাহনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু পাইনি। তাই আমি তোমার নিকট সোপর্দ করলাম। এই বলে সে কাষ্টখণ্ডটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করল। আর কাষ্ঠখণ্ডটি সমুদ্রে ভেসে চলল। অতঃপর লোকটি ফিরে গেল এবং নিজের শহরে যাওয়ার যানবাহন খুঁজতে লাগল। ওদিকে ঋণদাতা এই আশায় সমুদ্রতীরে গেল যে, হয়ত ঋণগ্রহীতা কোন নৌযানে করে তার মাল নিয়ে এসেছে। তার দৃষ্টি কাষ্ঠখণ্ডটির উপর পড়ল, যার ভিতরে মাল ছিল। সে কাষ্টখণ্ডটি তার পরিবারের জ্বালানীর জন্য বাড়ী নিয়ে গেল। যখন সে তা চিরল, তখন সে মাল ও পত্রটি পেয়ে গেল। কিছুদিন পর ঋণগ্রহীতা এক হাযার দীনার নিয়ে হাযির হ'ল এবং বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি আপনার মাল যথাসময়ে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে সব সময় যানবাহন খুঁজেছিলাম। কিন্তু আমি যে নৌযানে এখন আসলাম, তার আগে আর কোন নৌযান পাইনি। ঋণদাতা বলল, তুমি কি আমার নিকট কিছু পাঠিয়েছিলে? ঋণগ্রহীতা বলল, আমি তো তোমাকে বললামই যে, এর আগে আর কোন নৌযান আমি পাইনি। সে বলল, তুমি কাঠের টুকরোর ভিতরে যা পাঠিয়েছিলে, তা আল্লাহ তোমার পক্ষ হ'তে আমাকে আদায় করে দিয়েছেন। তখন সে আনন্দচিত্তে এক হাযার দীনার নিয়ে ফিরে চলে এল' *(বুখারী হা/২২৯১, 'কিতাবুল কিফালাহ')*।

(২) জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে নজদের (বর্তমানে রিয়াদ অঞ্চল) দিকে জিহাদে রওয়ানা হ'লেন। যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাড়ী ফিরতে লাগলেন, তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে ফিরলেন। রাস্তায় প্রচুর কাটাগাছে ভরা এক উপত্যকায় তাঁদের দুপুরের বিশ্রাম নেওয়ার সময় হ'ল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (বিশ্রামের জন্য) নেমে পড়লেন এবং ছাহাবীগণও গাছের ছায়ার খোঁজে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি বাবলা গাছের নীচে অবতরণ করলেন এবং তাতে স্বীয় তরবারি ঝুলিয়ে দিলেন। আর আমরা অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে গেলাম। অতঃপর হঠাৎ (আমরা শুনলাম যে,) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে ডাকছেন। সেখানে দেখলাম, একজন বেদুঈন তার কাছে রয়েছে। তিনি বললেন, আমার ঘুমের অবস্থায় এই ব্যক্তির হাতে আমার তরবারিখানা খোলা অবস্থায় দেখলাম। (তারপর) সে আমাকে বলল, আমার নিকট হ'তে তোমাকে (আজ) কে বাঁচাবে? আমি বললাম, আল্লাহ। এ কথা আমি তিনবার বললাম। তিনি তাকে কোন শাস্তি দিলেন না। অতঃপর তিনি বসে গেলেন। (অথবা সে বসে গেল) *(বুখারী ও মুসলিম)*।

অন্য বর্ণনায় আছে, জাবের (রাঃ) বলেন যে, আমরা 'যাতুর রিক্বা'-তে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। অতঃপর (ফেরার সময়) যখন আমরা ঘন ছায়া বিশিষ্ট একটি গাছের কাছে আসলাম, তখন তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য ছেড়ে দিলাম। (তিনি বিশ্রাম করতে লাগলেন।) ইতিমধ্যে একজন মুশরিক আসল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তরবারি গাছে ঝুলানো ছিল। তারপর সে তা (খাপ থেকে) বের করে বলল, তুমি কি আমাকে ভয় করছ? তিনি বললেন, না। সে বলল, তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? তিনি বললেন, আল্লাহ।

আবু বকর ইসমাঈলীর ছহীহ গ্রন্থে রয়েছে, সে বলল, আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে? তিনি বললেন, আল্লাহ। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তার হাত থেকে তরবারিটি পড়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তরবারিখানা তুলে নিয়ে বললেন, (এবার) তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? সে বলল, তুমি উত্তম তরবারিধারক হয়ে যাও। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল? সে বলল, না। কিন্তু আমি তোমার কাছে অঙ্গীকার করছি যে, তোমার বিরুদ্ধে কখনো লড়বো না। আর আমি সেই সম্প্রদায়ের সঙ্গীও হব না, যারা তোমার বিরুদ্ধে লড়বে। সুতরাং তিনি তার পথ ছেড়ে দিলেন। অতঃপর সে তার সঙ্গীদের নিকট এসে বলল, আমি তোমাদের নিকটে সর্বোত্তম মানুষের নিকট থেকে আসলাম *(বুখারী হা/২৯১০, ২৯১৩, ৪১৩৫, ৪১৩৭)*।

পরিশেষে বলব, আল্লাহ্র উপরে ভরসা করলে তিনি মানুষের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। উপরোক্ত হাদীছ দু'টি তার বাস্তব প্রমাণ। আল্লাহ আমাদেরকে উপরোক্ত হাদীছদ্বয়ের উপর আমল করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

** মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার*
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

চিকিৎসা জগৎ

বাতাবি লেবুর পুষ্টিগুণ

বাতাবি লেবু পুষ্টিগুণে ভরপুর এক ফলের নাম। এই ফল জাম্বুরা বা ছোলম নামেও পরিচিত। বাংলাদেশে মৌসুমী ফল হিসাবে এর যথেষ্ট সমাদর রয়েছে। অনেক ঔষধি গুণ সমৃদ্ধ বাতাবি লেবু ক্যান্সার, ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকর। শরীরের দূষিত ও বিষাক্ত পদার্থ নিঃসরণে এবং বিভিন্ন ধরনের প্রাণঘাতী রোগ প্রতিরোধে বাতাবি লেবুর রস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাতাবি লেবুর রস রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। যে কোনো ধরনের কাটা, ছেঁড়া ও ক্ষত সারাতে, যকৃৎ, দাঁত ও মাড়ি সুরক্ষায় বাতাবি লেবু অতুলনীয়। তাছাড়া অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় বাতাবি লেবু বয়স ধরে রাখতে সহায়তা করে এবং বুড়িয়ে যাওয়া বিলম্বিত করে।

১০০ গ্রাম সমপরিমাণ এক কাপ বাতাবি লেবুতে আছে ক্যালরি ৩৭ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট ৯.২ গ্রাম, প্রোটিন ২.৪ গ্রাম, চর্বি ২ গ্রাম, ফাইবার বা আঁশ ১.২ গ্রাম এবং চিনি ৭ গ্রাম।

বাতাবি লেবু কেন খাবেন?

অ্যাসিডিক হওয়ার কারণে খাদ্য পরিপাকে বাতাবি লেবু অত্যন্ত সহায়ক। হজম হওয়ার পর বাতাবি লেবুর রস অ্যালকালাইন রি-অ্যাকশন তৈরি করে হজমে সহায়তা করে। বাতাবি লেবুর খোসায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে বায়োফ্লাভোনয়েড, যা ক্যান্সার কোষ বিস্ত াররোধে সহায়তা করে। অতিরিক্ত ইস্ট্রোজেন থেকে শরীরকে মুক্ত রাখার কারণে ব্রেস্ট ক্যান্সার চিকিৎসায় বাতাবি লেবু ভূমিকা রেখে থাকে। অতিরিক্ত ভিটামিন সি থাকার কারণে ধমনীর ইলাস্টিক অবস্থা ও দৃঢ়তা রক্ষায়ও বাতাবি লেবু অত্যন্ত কার্যকর। জ্বর, ডায়াবেটিস, নিদ্রাহীনতা, গলার ক্ষত, পাকস্থলী ও প্যানক্রিয়াসের ক্যান্সার এবং অন্যান্য সংক্রামক রোগ চিকিৎসা ও প্রতিরোধে এবং শরীরের ক্লান্তি ও অবসাদ দূরীকরণে বাতাবি লেবুর জুড়ি নেই। বাতাবি লেবুতে রয়েছে পেকটিন, যা ধমনীর রক্তে দূষিত পদার্থ জমা হ'তে বাধা দেয় এবং দূষিত পদার্থ বের করতে সহায়তা করে। রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে হৃৎপিণ্ড সুরক্ষা এবং হৃদরোগজনিত জটিলতা থেকে শরীরকে রক্ষা করে। বাতাবি লেবুর ফ্যাটিবার্নিং এনজাইম শ্বেতসার ও সুগার শোষণ করে ওযন কমাতে সহায়তা করে। রক্তের লোহিত কণিকাকে টক্সিন ও অন্যান্য দূষিত পদার্থের হাত থেকে রক্ষা করে বিশুদ্ধ অক্সিজেন পরিবহনে সহায়তা করে।

নানাবিধ রোগের মহৌষধ আদা

'আদা নুন প্রাতে খাই, অরুচি থাকবে না ভাই'। আদার বহু উপকারিতা বিজ্ঞানীরা বের করেছেন। ঠাণ্ডা লেগে গেলে কিংবা কাজের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠলে আদা খাওয়া যায়। কারণ আদা কাশি কমাতে সহায়ক। আদায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণ পটাশিয়াম, আয়রণ, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ফরফরাসের মতো খনিজ পদার্থ। এছাড়া অল্প পরিমাণে আছে সোডিয়াম, জিঙ্ক ও ম্যাঙ্গানিজ। আদায় ভিটামিন- ই এ বি ও সি-এর পরিমাণও অনেক। আদা রান্না অথবা কাঁচা দু'ভাবেই খাওয়া যায়।

গলার খুসখুসে ভাব কমাতে কাঁচা আদা খুবই উপকারী। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় আদা থাকলে যে কোন ধরনের ঠাণ্ডা সংক্রান্ত রোগবালাই, কাঁশি ও হাঁপানির তীব্রতা কমিয়ে দেয়। চুলপড়া ও বমি রোধক হিসাবে আদা বেশ কার্যকর। এছাড়া আর্থ্রাইটিসের মতো রোগের ক্ষেত্রেও ব্যথানাশক হিসাবে কাজ করে আদা। রক্তের অনুচক্রিকা এবং হৃদযন্ত্রের কার্যক্রম ঠিক রাখতেও আদা দারুণ কার্যকর। মুখের রুচি বাড়াতে ও বদহজম রোধে আদা শুকিয়ে খেলে হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়। আমাশয়, জণ্ডিস, পেট ফাঁপা রোগে আদা চিবিয়ে বা রস করে খেলে উপকার পাওয়া যায়। এছাড়া গলা পরিষ্কার রাখার জন্য আদা ও লবণ খাওয়া যায়। আসলে মসলা ছাড়াও আদার রয়েছে বিভিন্ন গুণ। ইউনিভার্সিটি অব মিয়ামি মেডিক্যাল স্কুলের বিজ্ঞানীদের মতে, খাদ্যের সঙ্গে নিয়মিত আদা খেলে গিঁটের ব্যথা সারে। শীত কমাতে এককাপ আদার চা খেলে বেশ আরাম বোধ হয়। আদা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমকে উত্তেজিত করে রক্ত পরিসঞ্চালন বৃদ্ধি করে এবং রক্তনালী প্রসারিত করে। ফলে শরীর গরম থাকে দীর্ঘক্ষণ। এছাড়া যাদের মোশন সিকনেস আছে, তারা আদার সাহায্যে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

অনিদ্রা ও তার প্রতিকার

নিদ্রা একটা শারীরবৃত্তের কাজ। বর্তমান পৃথিবীতে বিশেষ করে ভোগপ্রবণ মানুষের মধ্যে এখন সুনিদ্রার অভাব অন্যতম স্বাস্থ্য সমস্যা। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রায় শতকরা ২০ জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ রাত্রে সুনিদ্রার অভাবে দিনেরবেলার স্বাভাবিক কাজকর্মে অসুবিধে ভোগ করেন যা মানসিক সুস্থতার প্রতিবন্ধক হ'তে পারে। যখন কেউ মাসের পর মাস বা বছরের পর বছর ধরে অনিদ্রায় (লং টার্ম ইনসমনিয়া বা ক্রোনিক ইনসমনিয়া) কষ্ট পান তখনই তা স্বাস্থ্যহানি আর পরের দিনের কর্মকুশলতা বিঘ্নিত হওয়ার কারণ হয়।

অনিদ্রার হাত থেকে রেহাই পাবার কয়েকটি উপায় নিম্নরূপ। যেমন- (১) রাতে টিভি দেখা বন্ধ করুন (২) তাড়াতাড়ি শুতে যান ও সকালে খুব ভোরে শয্যা ত্যাগ করে হালকা ধরনের ব্যায়াম করুন। যোগ ব্যায়াম খুব ভালো (৩) রাতে বেশি আহার করবেন না। মদ্যপান বা ধূমপান একেবারেই নয় (৪) সন্ধ্যার পর চা, কফি বা কোলা জাতীয় পানীয় পরিহার করুন (৫) মনকে সবসময় দুশ্চিন্তা মুক্ত করে সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন এবং (৬) কোনো কারণেই মন খারাপ করবেন না ও অন্যের দোষ দেখার চেষ্টা করবেন না।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

ইজতেমা সফল হোক

মুহাম্মাদ মনীর হোসাইন, কুয়েত।

বছর ধরে অধির আগ্রহে থাকি
কবে আসবে মাস ফেব্রুয়ারী
আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইজতেমা হবে
রাজশাহীর মাটি ধন্য হবে।
আল্লাহ্‌র কালাম তেলাওয়াতে
শুরু হবে ইজতেমা,
শফীকুল ভাইয়ের জাগরণীতে
প্যান্ডেল হবে মাতোয়ারা।
দু'দিনব্যাপী চলবে ইজতেমা
যেন এক জান্নাতী সমাহার,
সেথায় আলেমগণের প্রতিটি কথা
কুরআন ও হাদীছ নির্ভর।
থাকে না সেথায় সস্তা কাহিনী
থাকে না কথা মনগড়া,
ভাষণ হয় অহি-র আলোকে
নির্দেশ নেতার খুব কড়া।
এই ইজতেমার মধ্যমণি
বিশ্ব বরেণ্য আলেমে দ্বীন,
তাঁর ভাষণে বিশ্ববাসী
পায় যে দিশা দ্বিধাহীন।
তাই মনে বড় আশা জাগে
চলে যাই সেই ইজতেমায়
সাধ আছে মোর যে সাধ্য নাই
আছি আমি প্রবাসে তাই।
আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করি
দিবা-যামী সব সময়,
পরিবেশ যেন ভাল থাকে
যেন ইজতেমা সফল হয়।

মাতৃভূমি

মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

ছোট্ট মোদের মাতৃভূমি
নাম তার বাংলাদেশ,
সবুজ-শ্যামলিমায় ভরা
অপরূপ শোভার নেই শেষ।
সুজলা-সুফলা সোনালী ফসলে
সুশোভিত তার মাঠ-প্রান্তর,
কৃষাণ-কৃষাণী কাজ করে হেথা
ক্লান্তিহীন নিরন্তর।
পাখির কল-কাকলি আর সুমধুর গান
মন যে কেড়ে নেয় রাখালের তান।
দিন শেষে রাখাল ছেলে
ফিরে নিজ নীড়ে,
গরু-বকরীর পাল লয়ে যায় তেড়ে।
পালতোলা নাও বেয়ে যায় মাঝি-মাল্লা
মুখে তার সারিগান লা শারীকাল্লাহ।
মতৃভূমি বাংলায় মোরা সবাই মুসলমান
আল্লাহ্‌র বিধান মেনে চলি সদা
দৃঢ় করি আক্বীদা-ঈমান।

দিনমজুর

এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

দিনমজুর দিন খেটে রোজ
জোগায় অন্ন ভাত,
ক্লান্ত দেহে শান্তি সুখে
কাটায় প্রতি রাত।
ভাবনা ওদের জোগাতে হবে
নিত্য দিনের রুযী,
কখনো থাকে অনাহারে
পায় না কর্ম খুঁজি।
নেই তো মনে স্বপ্ন কোন
ভবিষ্যতের পুঁজি,
দুঃখ ভরা কষ্ট বুকে
আমরা নাহি বুঝি।
নিত্য দিনের সংগ্রামে
ঝরছে কত ঘাম,
শক্ত হাতে কষ্ট করে
পায় না তবুও দাম।

মাতা-পিতার সেবা

আব্দুর রহমান মোল্লা
বংশাল, ঢাকা।

সুখ চাও যদি তোমার জীবনে
কর ইহসান মাতাপিতার সনে।
যে জগৎ দেখাল দশমাস পেটে বয়ে
নিজে শীতে ঠাণ্ডা সয়ে গরমে বাতাস দিয়ে।
যে তোমায় করল লালন অকৃত্রিম আদরে
অসুখে রাত জাগে নিজে ঘুম হারাম করে
কি করে তাকে কষ্ট দাও মিথ্যা অভিযোগে।
শত বিপদ মাথায় নিয়ে রোজগার করে তব লাগি
হাঁসি ফোটাতে পেট পুরাতে খাটে আরাম ত্যাগী
সন্তান থাকবে উন্নতিতে ভবিষ্যত চিন্তা সদাই মনে
ঋণ করে শ্রম বিকায় ছেলেমেয়ের কারণে,
সন্তানের কল্যাণে খুশী, দুঃখী হয় তার অকল্যাণে।
সকল ধর্মই মাতাপিতাকে উচ্চাসনে রেখেছে
ভদ্র সুরে কথা, বৃদ্ধাবস্থায় বন্ধু হ'তে বলেছে।
বিছাও সাহায্যের ডানা, কল্যাণী মন করো সদা
বন্ধু সেজে সেবা করবে অকল্যাণে দিবে বাধা
শান্তি মায়ের পদতলে তাদের সেবা কর।

***

মহিলাদের পাতা

দাওয়াত ও তাবলীগে নারীদের ভূমিকা

*শরীফা বিনতে আব্দুল মতীন**

যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী জাতি নানাভাবে উপেক্ষিত, নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হয়ে এসেছে। পুরুষরা নারীকে বাদ দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ও বাস্তবায়ন করেছে। চাই সমাজে শান্তি আসুক বা না আসুক। সতেরশ শতাব্দীতে রোম শহরে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যে বৈঠকের নাম ছিল Council of the wise 'জ্ঞানীদের অধিবেশন'। উক্ত অধিবেশনে জ্ঞানীরা ঐক্যমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, Women has no soul 'নারীদের আত্মা নেই'। নারীদের ব্যাপারে যখন রোমের জ্ঞানীদের এই ধারণা, তখন বোঝাই যায় সাধারণ মানুষ তাদের সাথে কি আচরণ করত! ইহুদী ধর্মে নারীকে 'পুরুষের প্রতারক' বলা হয়েছে। ইউরোপীয়রা নারীকে 'শয়তানের অঙ্গ' মনে করত। গ্রীক সমাজের প্রাণপুরুষ বিশ্বখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিসও মনে করতেন- Women is the greatest source of chaose and disruption in the world 'পৃথিবীতে বিশৃংখলা ও বিভেদের সর্ববৃহৎ উৎস হ'ল নারী'।

কিন্তু ইসলাম সম্পূর্ণ এর বিপরীত। ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা কিনা পুরুষের সাথে সব কাজেই নারীকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আল্লাহ বলেন, وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ 'মুমিন ও মুমিনা একে অপরের বন্ধু। তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজে বাধা দেয়' *(তওবা ৭১)*। ওমর (রাঃ) বলেন, كُنَّا فِى الْجَاهِلِيَّةِ لاَ نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلاَمُ وَذَكَرَهُنَّ اللهُ، رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَلِكَ عَلَيْنَا حَقًّا– 'আমরা জাহেলী যুগে নারীদেরকে কোন হিসাবেই ধরতাম না। অতঃপর যখন ইসলাম আসল এবং (কুরআনে) আল্লাহ তাদের (মর্যাদার) কথা উল্লেখ করলেন, তাতে আমরা দেখলাম যে, আমাদের উপর তাদের হক আছে'।[৪৩] শরী'আতের সব বিধানেই নারী শামিল রয়েছে। দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রেও নারীরা পুরুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে এক্ষেত্রে নারীদের উল্লেখযোগ্য পদচারণা ছিল। নিম্নে এ প্রসঙ্গে আলোচনা উপস্থাপন করা হ'ল।

* *কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।*

দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুত্ব :

ইসলামকে সর্বত্র পৌঁছে দিতে দাওয়াত ও তাবলীগের বিকল্প নেই। প্রচারের কাজটি যত সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য হয়, প্রসারের কাজটিও তত সহজ হয়। কুরআন ও হাদীছে এ বিষয়ে ব্যাপক তাকীদ দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

'তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা প্রয়োজন, যারা (মানুষকে) কল্যাণের পথে ডাকবে, সৎকাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ তারাই হবে সফলকাম' *(আলে ইমরান ১০৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ. 'হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার নিকট যা নাযিল হয়েছে তা পৌঁছে দিন। আপনি যদি এরূপ না করেন, তাহ'লে আপনি রিসালাতের বাণী পৌঁছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের নিকট থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের পথ দেখান না' *(মায়েদা ৬৭)*।

যারা জানে অথচ মানুষকে জানায় না তাদের উপর আল্লাহ লা'নত করেছেন। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ. 'আমি যে সমস্ত সুস্পষ্ট বিষয় ও হেদায়াতের বাণী মানুষের জন্য নাযিল করেছি, কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার পরও যারা (মানুষ থেকে) গোপন রাখে তাদের প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত' *(বাক্বারাহ ১৫৯)*।

এ ব্যাপারে হাদীছেও বিভিন্নভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلدِّيْنُ اَلنَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ– 'দ্বীন হচ্ছে কল্যাণ কামনা বা উপদেশ দেয়ার নাম। আমরা (ছাহাবীরা) জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্য? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ, তাঁর রাসূল, মুসলিম নেতৃবর্গ এবং সাধারণ মানুষের জন্য।[৪৪]

উল্লেখ্য, আল্লাহ্র কল্যাণ কামনা দ্বারা তাঁর প্রতি খালেছ ঈমান আনা ও ইবাদত করা বুঝায়। রাসূলের কল্যাণ কামনার অর্থ হ'ল রাসূলের আনুগত্য করা। মুসলমান নেতাদের কল্যাণ কামনার মাধ্যমে ভাল কাজে তাদের আনুগত্য করা ও তাদের

৪৩. *বুখারী হা/৫৮৪৩।*

৪৪. *মুসলিম হা/১৯৬; আহমাদ হা/১৬৯৪; তিরমিযী হা/১৯২৬।*

বিদ্রোহ না করা এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণ কামনা দ্বারা তাদের উপদেশ দেয়া বুঝায়।

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ-

জারীর বিন আব্দিল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ছালাত প্রতিষ্ঠার, যাকাত প্রদানের, নেতার আদেশ শোনার ও তাঁর আনুগত্য করার এবং প্রত্যেক মুসলমানকে উপদেশ দেয়ার শপথ গ্রহণ করলাম'।[৪৫]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ- 'একটি আয়াত হ'লেও তোমরা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও। বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে বর্ণনা কর, কোন দোষ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার উপরে মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করে নিল।[৪৬] হাদীছটিতে দাওয়াতের গুরুত্ব ফুটে ওঠেছে। সেই সাথে এ বিষয়েও সাবধান করা হয়েছে যে, তাতে যেন মিথ্যার লেশমাত্র না থাকে। নতুবা তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

বিদায় হজ্জের ভাষণেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একই নির্দেশ প্রদান করেছেন, أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ 'উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়'।[৪৭]

অতএব দ্বীনকে চির জাগ্রত রাখার জন্য দাওয়াত দান অত্যাবশ্যক। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই স্ব স্ব অবস্থান থেকে এ দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে।

দাওয়াত ও তাবলীগের ফযীলত :

আল্লাহ্র পথে মানুষকে দাওয়াত দানের বহুবিধ ফযীলত রয়েছে। যেগুলো পড়লে বা শুনলে মুমিন হৃদয় দাওয়াত দানের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে, শত ঝঞ্ঝাট উপেক্ষা করেও দাওয়াতী ময়দানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে উদ্বুদ্ধ হয়। দাওয়াতের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِله 'কোন ব্যক্তি যদি ভালো কাজের পথ দেখায়, সে ঐ পরিমাণ নেকী পাবে, যতটুক নেকী পাবে ঐ কাজ সম্পাদনকারী নিজে'।[৪৮]

খায়বার যুদ্ধের সেনাপতি আলী বিন আবু তালিবকে নছীহতের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ 'আল্লাহ্র কসম! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ যদি একজন লোককেও হেদায়াত দান করেন, তবে সেটা তোমার জন্য লাল উটের (কুরবানীর) চেয়েও উত্তম হবে।[৪৯]

উট ছিল আরব মরুর উৎকৃষ্ট বাহন ও উত্তম সম্পদ। তন্মধ্যে লাল উট ছিল আরো মূল্যবান। এজন্য হাদীছে লাল উটের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً.

'যে ব্যক্তি হেদায়াতের দিকে মানুষকে ডাকে তার জন্য ঠিক ঐ পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে, যে পরিমাণ ছওয়াব পাবে তাকে অনুসরণকারীগণ। এতে অনুসরণকারীগণের ছওয়াব সামান্যতম কমবে না। আর যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার পথে কাউকে ডাকবে সে ঠিক ঐ পরিমাণ গোনাহ পাবে, যে পরিমাণ গোনাহ পাবে তাকে অনুসরণকারীগণ। এতে অনুসরণকারীদের গুনাহ সামান্যতম হ্রাস করা হবে না'।[৫০]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ-

'যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভাল নিয়মের প্রচলন করল, সে তার নেকী পাবে এবং পরে যারা এরূপ আমল করবে তাদের সমপরিমাণ নেকীও সে পাবে। কিন্তু তাদের (অনুসরণকারীদের) নেকী কিছুমাত্র কম হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ নিয়ম চালু করবে, সে তার গোনাহ পাবে এবং পরবর্তীতে যারা এরূপ আমল করবে, তাদের সম পরিমাণ গোনাহও সে পাবে। কিন্তু তাদের গোনাহ বিন্দুমাত্র কম করা হবে না'।[৫১]

আলোচ্য হাদীছে 'যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভাল নিয়মের প্রচলন করে' দ্বারা বিদ'আতে হাসানা বুঝানো হয়নি। কেউ

৪৫. *বুখারী হা/৫৭, 'ঈমান' অধ্যায়; মুসলিম হা/১৯৯; আহমাদ হা/১৯১৯১।*
৪৬. *বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া হা/৩৪৬১; আহমাদ হা/৬৪৮৬।*
৪৭. *বুখারী হা/৬৫, ৪০৫৪, ৫১২৪, ৬৮৯৩।*
৪৮. *মুসলিম, 'নেতৃত্ব' অধ্যায়, হা/৪৮৯৯; রিয়াযুছ ছালেহীন (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০০) ১/১৪৯, হা/১৭৩।*
৪৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, রিয়ায, হা/১৭৫।*
৫০. *মুসলিম হা/৬৮০৪; রিয়ায, ১/১৪৯, হা/১৭৪।*
৫১. *মুসলিম, 'ইলম' অধ্যায়, হা/৬৮০০, রিয়ায, ১/১৪৭, হা/১৭১।*

কেউ এটা দিয়ে বিদ'আতে হাসানার দলীল দিয়ে থাকেন। অথচ বিদ'আতের কোন প্রকারভেদই নেই। মন্দের আবার ভাল হয় কি করে? রাসূল (ছাঃ) সকল বিদ'আতকেই ভ্রষ্টতা বলেছেন।[৫২] দ্বিতীয়তঃ এই হাদীছের উদ্দেশ্য হচ্ছে- আগে থেকেই প্রমাণিত ছহীহ দলীলভিত্তিক কোন আমল নতুনভাবে চালু করা। যেমন মাগরিবের পূর্বে দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাতের কথা আজ মানুষ ভুলতে বসেছে। কেউ যদি উক্ত ছালাতের শিক্ষা কাউকে দিয়ে থাকে, তাহ'লে আমলকারীর অনুরূপ ছওয়াব ঐ ব্যক্তি পাবে। হাদীছের উদ্দেশ্য এটাই।

দাওয়াত ও তাবলীগে মহিলাদের ভূমিকা :

ভাল কাজে অংশগ্রহণ মুমিন নারীদের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য দেখা যায়, তারা নিজ অঞ্চলে থেকে বিভিন্নভাবে দ্বীনের সহযোগিতা করেছেন। মোট কথা, দাওয়াত ও তাবলীগে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের ভূমিকাও অপরিসীম। নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হ'ল।-

ক. নারীদের দাওয়াত দানের প্রয়োজনীয়তা :

নারী জাতির ফিতনা সম্পর্কে বহু দলীল-প্রমাণ রয়েছে। বহু জাতি নারীর কূটকৌশল ও মায়াজালে পড়ে ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং পুরুষের আকর্ষণের প্রধান হাতিয়ার এই নারীকে সংযত ও নিরাপদ রাখার মধ্যে রয়েছে পুরো জাতির কল্যাণ। মন্দ চরিত্রের নারীদের ক্ষতিকর বিষয় সমূহ থেকে পুরুষদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا تَرَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ. 'আমি পুরুষদের জন্য নারীদের চেয়ে ক্ষতিকর জিনিস আর কিছু রেখে যাইনি'।[৫৩] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ-

'দুনিয়া হচ্ছে সুমিষ্ট সবুজ স্থান। আল্লাহ তোমাদেরকে এখানে প্রতিনিধি করেছেন যেন তিনি দেখতে পারেন, তোমরা কেমন আমল কর। সুতরাং তোমরা দুনিয়াকে ভয় কর এবং নারীদের ভয় কর (সতর্ক হও)। কারণ বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিতনা নারীদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল।[৫৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ 'অকল্যাণ রয়েছে নারীতে, বাসস্থানে ও ঘোড়ায়'।[৫৫]

স্বয়ং আল্লাহ বলেন, إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ 'নিশ্চয়ই তোমাদের ষড়যন্ত্র বড়ই কঠিন' *(ইউসুফ ২৮)*।

উপরে উল্লিখিত বাণীগুলোতে নারীদের যে অনিষ্টের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা শরী'আত অমান্যকারী নারী উদ্দেশ্য। যাদের সংসার দেখাশুনা করার, বাচ্চা প্রতিপালনের যোগ্যতা নেই। সামান্য কথায় ঝগড়া করে। পুরুষের সাথে কাঁধ মিলিয়ে সমঅধিকার চায়। যারা ঘরের বধূ হওয়ার চেয়ে অফিসের 'ম্যাডাম' হওয়াকে বেশি আকর্ষণীয় মনে করে।

তবে মুমিন নারীদের হতাশার কিছু নেই। সৎ নারীদের রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'পৃথিবীর সর্বোত্তম সম্পদ' বলেছেন।[৫৬] ছাহাবীগণ বললেন, যদি আমরা জানতে পারতাম কোন সম্পদ উত্তম, তবে তা আমরা জমা করতাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের কারো সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হল আল্লাহ্র যিকরকারী জিহ্বা, কৃতজ্ঞ অন্তর ও মুমিনা স্ত্রী, যে তার (স্বামীর) ঈমানের ব্যাপারে সাহায্য করে।[৫৭] নেককার নারী স্বভাবে এত উন্নত হয় যে, স্বয়ং আল্লাহ তাদেরকে সালাম পাঠান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, (হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন থাকার দিনগুলিতে) একদিন জিবরীল (আঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذِه خَدِيْجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيْهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّيْ، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ- 'হে আল্লাহ্র রাসূল! এই যে খাদীজা একটি পাত্র নিয়ে আসছেন। তাতে তরকারী ও খাদ্যদ্রব্য রয়েছে। তিনি যখন আপনার নিকট আসবেন, তখন আপনি তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম বলবেন এবং তাঁকে জান্নাতের মধ্যে মুক্তাখচিত এমন একটি প্রাসাদের সুসংবাদ দিবেন, যেখানে হৈ-হুল্লোড় নেই, নেই কোন কষ্ট'।[৫৮] এমনিভাবে মা আয়েশা (রাঃ) কেও জিবরীল (আঃ) সালাম জানিয়েছেন। জবাবে তিনিও জিবরীল (আঃ)-কে সালাম জানান।[৫৯] সুতরাং নেককার নারীরা তাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমাজে থাকবে মাথা উঁচু করে। সমাজ দেখবে হাদীছে যে সমস্ত নারীকে তিরস্কার করা হয়েছে, তারা সেই সব নারী নয়। তারা আমলে, আক্বীদায়, যোগ্যতায় অনেক পুরুষের চেয়েও উত্তম।

এজন্য নারীরা তাদের অবস্থানে থেকে মন্দ নারীদের ভয়াবহ পরিণতি তাদের নিকট তুলে ধরবে। তারা যেন পুরো জাতির চরিত্র নষ্টের কারণ না হয়, তাদের মাধ্যমে যেন যেনা ছড়িয়ে না পড়ে, যুব চরিত্র ধ্বংস না হয়- তা বুঝিয়ে বলবে। তাই নারীদের দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। পাশাপাশি নেককার নারীদের যে সম্মান, নিরাপত্তা, প্রশান্তি সর্বশেষে

৫২. *মুসলিম; মিশকাত হা/১৪১।*
৫৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৫১।*
৫৪. *মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৫২, ৬/১৪৩।*
৫৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৫৩, ৬/১৪৪।*
৫৬. *মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত, হা/২৯৪৯, ৬/১৪২।*
৫৭. *আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১৭০; তাহক্বীক্ব মিশকাত, হা/২২৭৭, সনদ ছহীহ।*
৫৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত, হা/৫৯২৫, ১১/১৮৯।*
৫৯. *মুত্তাফাক্ব, বঙ্গানুবাদ মিশকাত, হা/৫৯২৭, ১১/১৯০।*

জান্নাতের সুসংবাদ ঘোষিত হয়েছে তা শুনিয়ে নারীদেরকে সেদিকে আগ্রহী করে গড়ে তুলতে হবে।

খ. নারীদের দাওয়াত দানের প্রথম মারকায পরিবার :

পরিবার হ'ল জাতির প্রথম ভিত্তি। এজন্য কুরআন ও হাদীছে প্রথমে পরিবারের মাধ্যমে দাওয়াত প্রদানে জোর দেয়া হয়েছে। প্রতিটি পরিবারের প্রধান যদি নিজ পরিবারকে ভাল কাজের আদেশ, মন্দ কাজে নিষেধ করত, তবে সমাজ আজ অধঃপতনের অতল তলে হারিয়ে যেত না। দুষ্ট ও নষ্ট সন্তানের ক্রমবৃদ্ধি ঘটতো না। সুসন্তানের সংখ্যা বেড়ে যেত। পরিবারে ও সমাজে শান্তি নেমে আসতো। সেকারণ সব সন্তানেরই প্রথমে পরিবার থেকে উপদেশ পাওয়া উচিত। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবারকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর' *(তাহরীম ৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ 'আপনি আপনার পরিবার ও নিকটাত্মীয়দেরকে ভয় প্রদর্শন করুন' *(শু'আরা ২৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. 'সাত বছর বয়সে উপনীত হ'লে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে ছালাতের নির্দেশ দাও। দশ বছরে উপনীত হ'লে তাদেরকে (ছালাতের অভ্যাস না হয়ে থাকলে) প্রহার কর এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও'।[৬০] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র বলেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِه، فَالْأَمِيْرُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِه وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِه وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِه وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِه-

'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার এ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। ইমাম একজন রক্ষক। তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ব্যক্তি তার পরিবারের দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের ও সন্তানের দায়িত্বশীল। তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হবে। খাদেম তার মনিবের মালের দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমাদের সবাই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।[৬১]

কোন মানুষ তার দায়িত্ব সম্পর্কে জওয়াবদিহি না করে পার পাবে না। যে যতটুকু দায়িত্ব নিয়ে আছে, সে তার মেধা, যোগ্যতা ও কর্মের হিসাব ততটুকুই দিবে। নারীকে তার পরিবারের সন্তানাদি, স্বামীর খেদমত, তার সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে আল্লাহ্র নিকট হিসাব পেশ করতে হবে। এই জওয়াব দানের চিন্তা-ভাবনা যদি সে করে তবে দুনিয়াতেই সে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করবে এবং হিসাবের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে সক্ষম হবে। সুতরাং নারীকে জেগে ওঠতে হবে। নেপোলিয়ানের বিখ্যাত উক্তি সবারই জানা। তিনি বলেছেন, Give me a good mother, I will give you a good nation. 'তুমি আমাকে একজন ভাল মা দাও, আমি তোমাকে একটি ভাল জাতি উপহার দিব'। আরবের কবি হাফিয ইবরাহীম বলেন,

اَلْأُمُّ مَدْرَسَةٌ إِذَا أَعْدَدْتَهَا * أَعْدَدْتَ شَعْبًا طَيِّبَ الْأَعْرَاقِ

'মা হ'ল মাদরাসার ন্যায়। যদি তুমি তাকে যত্ন সহকারে গড়ে তোল, তবে তুমি তো এক মহান পবিত্র জাতিকে গড়ে তুললে'।

সুতরাং একজন নারী একটি জাতি গঠনে যতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, একজন পুরুষের পক্ষে তা কখনোই সম্ভব নয়। সুতরাং শিক্ষিত নারীর জন্য উচিত তাদের দোষ শুধরে দিয়ে, ভাল কাজের উপদেশ দিয়ে পুরো পরিবারকে কল্যাণের দিকে নিয়ে যেতে উৎসাহ দেয়া।

গ. নারীর দাওয়াত দানের পদ্ধতি :

ঘর হ'ল নারীদের বিচরণ ক্ষেত্র। তাকে ঘরে থাকতে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى 'তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান কর। প্রাচীন জাহেলী যুগের নারীদের ন্যায় নিজেদেরকে প্রকাশ করো না' *(আহযাব ৩৩)*।

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ 'নারী হ'ল গোপনীয়তার বিষয়। সুতরাং যখন সে বের হয় তখন শয়তান চোখ তুলে তাকায়'।[৬২] 'শয়তান চোখ তুলে তাকায়'-এর অর্থ হ'ল- শয়তান নারীকে পুরুষের নিকট আকর্ষণীয় করে তুলে ধরে অথবা নারীর রূপ-সৌন্দর্য পুরুষের নিকট প্রকাশ করতে শয়তান নারীকে উসকে দেয়।

এর অর্থ এই নয় যে, নারীরা ঘর থেকে বের হ'তে পারবে না, পুরুষকেই তার যাবতীয় প্রয়োজন সেরে দিতে হবে। হিজাবের

---

৬০. *আবূদাঊদ হা/৪৯৮, সনদ ছহীহ; রিয়ায, হা/৩০১।*

৬১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, রিয়ায, হা/৩০০, ১/২২৭।*

৬২. *তাহক্বীক্ব তিরমিযী, হা/১১৭৩; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৩১০৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত, হা/২৯৭৫, ৬/১৫৩, সনদ ছহীহ।*

বিধান নাযিল হওয়ার পর ওমর (রাঃ) সাওদা (রাঃ)-কে বাইরে দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বিষয়টি সাওদা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে জানান। অতঃপর কিছুদিন পর অহী নাযিল হয়। রাসূল (ছাঃ) সাওদা (রাঃ)-কে ডেকে বলেন, إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ 'প্রয়োজনে তোমাদেরকে বাড়ির বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে অনুমতি দেয়া হয়েছে'।[৬৩]

উম্মে আতিইয়াহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমি পুরুষদের পিছনে থাকতাম এবং তাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করতাম। রোগী ও আহতদের সেবা করতাম।[৬৪]

অন্য হাদীছে এসেছে, জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, طُلِّقَتْ خَالَتِيْ فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّيْ نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِيْ أَوْ تَفْعَلِيْ مَعْرُوْفًا-

'আমার খালাম্মা তালাকপ্রাপ্তা হ'লে (ইদ্দতের সময়সীমার মধ্যে) তিনি গাছ থেকে খেজুর কেটে আনতে চাইলেন। কিন্তু জনৈক ব্যক্তি তাকে বাড়ি থেকে বের হ'তে নিষেধ করলেন। তিনি (খালা) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, অবশ্যই তুমি খেজুর কাটতে পার। আর তুমি তো এগুলো দান করবে এবং কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করবে।[৬৫]

উল্লেখিত হাদীছগুলো প্রমাণ করে যে, কোন উপার্জনকারী না থাকলে নারী জীবিকার জন্যও বাইরে যেতে পারে। সুতরাং খুব বেশী প্রয়োজনেও বাহিরে বের না হওয়া এবং সামান্য কিছুতেই ঘন ঘন বাহিরে যাওয়া এই দু'টির মাঝের অবস্থাটি ইসলাম অনুমোদন করে।

ইসলাম নারীকে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন ও প্রচারের কাজে বাইরে বের হ'তে বাধা দেয় না। সে নিরাপদ স্থানে থেকে নারীদের মাঝে দাওয়াত দেবে। নারী কর্মী গড়ে তোলার লক্ষে তাদের মধ্যে অধিক যোগ্য ব্যক্তির বাড়িতে অন্যান্য নারী কর্মীরা আসবে। তার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নেবে, পরামর্শ নেবে এতে কোন বাধা নেই। যেমন মা আয়েশা ও অন্যান্য উম্মাহাতুল মুমিনীনের কাছে নারীরা যাতায়াত করতেন। তবে আজকাল সংগঠনের নামে মেয়েরা যেভাবে এক থানা থেকে অন্য থানা, এক যেলা থেকে অন্য যেলায় পুরুষদের মত অবলীলায় যাতায়াত শুরু করেছে, তা কাম্য নয়। দীর্ঘ সময়ের পথ পাড়ি দিয়ে কোথাও তার ঘন ঘন ও নিয়মিত যাতায়াত তার হিজাবের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে। এমন দূরবর্তী স্থানে সে মাহরামের সাথে যাবে নতুবা পুরুষ দাঈ সেখানে দাওয়াত দিবে।

নারী যখন বের হবে তখন সে নিজেকে হিজাব দ্বারা আবৃত করে নিবে। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ- 'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনা নারীদেরকে বলুন, তারা যেন নিজেদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না' *(আহযাব ৫৯)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهِ مَرَضٌ 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে কোমল কণ্ঠে কথা বলো না। নতুবা যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা লোভ করে বসবে' *(আহযাব ৩২)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ 'যখন তোমরা তাদের নিকট কিছু চাইবে, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র' *(আহযাব ৩৩)*। আয়াত ৩টিতে নারীদের পর্দা ও পুরুষদের সাথে আদান-প্রদানের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

উল্লিখিত বিষয়গুলো মেনে পূর্ণ হিজাব অবলম্বন করে নারী ইসলাম অনুমোদিত স্থানে যেতে পারবে এবং স্ব স্ব অবস্থানে থেকে বা মুহরিম পুরুষের সাথে প্রয়োজনে নিকটতম দূরত্বে গিয়েও মহিলাদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করতে পারবে।

ঘ. দ্বীন প্রচারে উম্মাহাতুল মুমিনীনের অংশগ্রহণ :

উম্মাহাতুল মুমিনীন সর্বশক্তি দিয়ে ইসলামকে বিজয়ী রাখার চেষ্টা করেছেন। অহী নাযিলের সূচনালগ্নে খাদীজা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে যে অভয় বাণী এবং সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, তা নারী জাতির দৃঢ়তা বাড়িয়ে দেয়। বৃদ্ধি করে নারী হিসাবে তার সাহস ও শক্তিকে। পুরুষের প্রচণ্ড বিপদের সময় নারী যে তার নিরাপদ সহায়, তাকে সান্ত্বনা দানকারী, ইসলামের ইতিহাস সে কথাই প্রমাণ করে।

(১) 'হেরা' গুহায় যখন অহী নাযিল শুরু হয় তখন জিবরীল আমীন এসে রাসূল (ছাঃ)-কে জড়িয়ে ধরে পর পর তিনবার খুব জোরে চাপ দেন। এতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভীষণ ব্যথা অনুভব করেন। তৃতীয়বার ছেড়ে দিয়ে বলেন, 'পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন'। এভাবে ৫টি আয়াত নাযিল করে ফেরেশতা চলে যান। এ ঘটনায় রাসূল (ছাঃ) ভয়ে তটস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন। ঘরে এসে মমতাময়ী স্ত্রী খাদীজাকে বললেন, زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ 'আমাকে চাদর দিয়ে

৬৩. *বুখারী হা/৪৭৯৫*।
৬৪. *মুসলিম, হা/১৪৮৩ 'জিহাদ ও ভ্রমণ' অধ্যায়*।
৬৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩২৭*।

ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও'। অতঃপর তাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়ার পর খাদীজাকে সব ঘটনা খুলে বললেন। এটাও বললেন, لَقَدْ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِيْ 'আমি আমার জীবনের উপর আশংকা করছি'। খাদীজা (রাঃ) সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, كَلاَّ وَاللهِ مَا يُخْزِيْكَ اللهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ– 'কখনোই নয়, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ আপনাকে কখনোই অপমানিত করবেন না। আপনি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করেন। অসহায় মানুষের দায়িত্ব বহন করেন। নিঃস্বকে সাহায্য করেন। মেহমানের আপ্যায়ন করেন। হক্বের পথের বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিদেরকে সহযোগিতা করেন'।[৬৬]

কি চমৎকার সান্ত্বনা! ভীতি দূরকারী কতই না কার্যকর ভাষা! আশংকা লাঘবকারী কি আদরমাখা অভয়! আসলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এই চরম মুহূর্তে মা খাদীজা (রাঃ)-এর মত একজন বয়স্কা মহিলার বড়ই প্রয়োজন ছিল। মা খাদীজা প্রসঙ্গে ইবনে হিশাম বলেন, খাদীজা সর্বপ্রথম নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর ঈমান আনেন। নবী করীম (ছাঃ)-কে লোকেরা প্রত্যাখান করত, তাকে মিথ্যা বলত। এতে তিনি মনঃকষ্টে ভারাক্রান্ত হয়ে ঘরে আসার পর খাদীজা (রাঃ) তার নবুঅতের স্বীকৃতি দিতেন। তার দুঃখকে হালকা করতেন।[৬৭]

(২) ইসলাম প্রচারে হাদীছের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের মধ্যে আয়েশা (রাঃ)-এর অবদান সবচেয়ে বেশী। প্রসিদ্ধ ছয়জন হাদীছ বর্ণনাকারীর মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি ২২১০টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। দ্বীনী জ্ঞানের পাশাপাশি তিনি দুনিয়াবী জ্ঞানেও ছিলেন ঈর্ষণীয় অবস্থানে। তিনি উচ্চ ভাষা জ্ঞানের অধিকারিনী ছিলেন। তিনি তাফসীর, ফারায়েয, বংশবিদ্যা, কবিতা, চিকিৎসা, আরবদের ইতিহাস, আরবী সাহিত্য ও বক্তব্যে সমান পারদর্শী ছিলেন। তার জ্ঞানের কথা স্বীকার করে ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন, لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل– 'যদি আয়েশা (রাঃ)-এর ইলম ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অন্যান্য স্ত্রী ও সমস্ত নারীদের ইলম একত্রিত করা হয়, তবে আয়েশা (রাঃ)-এর ইলম উত্তম হবে'।[৬৮]

যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ) বলেন, ما رأيت أحدا من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحلال وحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا النسب من عائشة رضي الله عنها. 'আল-কুরআনের ফরয বিষয়, হালাল-হারাম, আরবদের কাহিনী, বংশবিদ্যা সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ) অপেক্ষা অধিক জানে এমন কাউকে দেখিনি'।[৬৯]

রাসূল (ছাঃ) ছিলেন কুমারী মেয়ের চেয়েও বেশী লজ্জাশীল।[৭০] অথচ সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ নারী। তাদের হায়েয, নিফাস, স্বামী সহবাস, তাহারাত ইত্যাদি ঘরোয়া ও খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ আবশ্যক একটি বিষয়। রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে উম্মাহাতুল মুমিনীন এ ধরনের যাবতীয় মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে গেছেন। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক আনছারী মহিলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হায়েযের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গোসলের নিয়ম বলে দিয়ে বললেন, خُذِيْ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِيْ بِهَا 'তুমি এক টুকরা কাপড়ে সুগন্ধি লাগিয়ে পবিত্রতা অর্জন কর'। মহিলা বলল, كَيْفَ أَتَطَهَّرُ 'কিভাবে পবিত্রতা হাছিল করব'? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, تَطَهَّرِىْ بِهَا 'এটা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন কর'। মহিলা বলল, كَيْفَ 'কিভাবে'? রাসূল (ছাঃ) (লজ্জায় অবাক হয়ে) বললেন, سُبْحَانَ اللهِ تَطَهَّرِىْ 'সুবহানাল্লাহ, পবিত্রতা অর্জন কর'। আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি মহিলাকে টেনে আমার দিকে নিয়ে আসলাম এবং বললাম, তা দিয়ে রক্তের চিহ্ন ভালভাবে মুছে ফেল।[৭১]

নারীদের একেবারে গোপনীয় কথা, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের মুখে আনতে পারেন না, এমন কথা স্ত্রী ছাড়া কে বুঝিয়ে বলবে নারী সমাজকে? তাদের মাধ্যমে পারিবারিক জীবনের যাবতীয় বিষয় সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।

তৎকালীন যুগে বিজ্ঞ ছাহাবীদের হাদীছ প্রচারের কেন্দ্র ছিল। মা আয়েশা (রাঃ)-এরও হাদীছের দারস প্রদানের কেন্দ্র ছিল। তার কেন্দ্রের নাম মসজিদে নববী। বড় বড় ছাহাবী, তাবেঈগণ এ কেন্দ্রে উপস্থিত হ'তেন, হাদীছের জ্ঞান অর্জনের জন্য। এ বিষয়ে আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ)-এর কথাটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,

مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا–

৬৬. *বুখারী, হা/৩।*
৬৭. *সীরাতু ইবনু হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৬।*
৬৮. *আবুবকর জাবির আল-জাযায়েরী, আল-ইলম ওয়াল ওলামা, পৃ. ২৬৬।*
৬৯ . ঐ।
৭০. *বুখারী, হা/৩৫৬২।*
৭১. *বুখারী হা/৩১৪, ৩১৫* 'হায়েয' অধ্যায়।

'আমাদের রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের নিকট কোন হাদীছের অর্থ বুঝা কষ্টকর হ'লে (খটকা লাগলে) আমরা আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করতাম এবং তার কাছে উহার সমাধান পেয়ে যেতাম।[৭২]

এভাবে উম্মাহাতুল মুমিনীন দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করেছেন। তারা রাসূল (ছাঃ)-কে পরামর্শ ও মতামত দিয়ে সাহস যুগিয়েছেন। মূলতঃ দ্বীন কায়েম ও প্রচারে নারীর এ ধরনের ভূমিকা পুরুষের বিরাট পাথেয়। কবি কাজী নজরুল ইসলাম সত্যই বলেছেন,

কোন কালে একা হয়নি কো জয়ী পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়েছে শক্তি দিয়েছে বিজয়ী লক্ষ্মী নারী।

সমাপনী :

পরিশেষে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, দাওয়াত ও তাবলীগে নারীদের ভূমিকা অপরিসীম। বরং নারী অঙ্গনে পুরুষদের চেয়ে নারীদের দাওয়াতই অধিক কার্যকর। কেননা নারী দাঈরাই অপরাপর নারীদের দ্বীনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি হাতে কলমে শিক্ষা দিতে পারে। যা পুরুষদের পক্ষে অসম্ভব। অনুরূপভাবে পুরুষদের দাওয়াতী কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা দানের মাধ্যমেও নারী দ্বীন প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। বরং বলা যায় দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের কাজটি নারী ব্যতীত অপূর্ণই থেকে যাবে। সে তার মতামত, চিন্তা-ভাবনা, লেখনী, বক্তব্য, পরামর্শ দিয়ে যেমন দ্বীন প্রচারের কাজে অংশ নিতে পারে, তেমনি নিজে নিকটস্থ নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হয়েও মা বোনদের মাঝে দ্বীন শিক্ষাদানের জন্য বৈঠক করতে পারে। একটি কথা নারীকে ঘর থেকে বের হওয়ার আগে চিন্তা করতে হবে যে, সে যেখানে যাবে, তাতে আল্লাহ কতটুকু সন্তুষ্ট আছেন। তার তাক্বওয়া নির্দ্বিধায় তাকে অনুমতি দিলে তবেই সে বের হ'তে পারবে।

৭২. *তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/৩৮৮৩; মিশকাত হা/৬১৬৫, সনদ ছহীহ।*

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ভূগোল)-এর সঠিক উত্তর

১। প্রায় ১৩ লক্ষ বর্গমাইল।
২। পৃথিবীর মধ্যস্থলে।
৩। লোহিত সাগর বা সায়না উপদ্বীপ।
৪। আরব উপসাগর।
৫। মরুময়।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)-এর সঠিক উত্তর

১। কচুর পাতা। ২। জাল। ৩। ছাতা।
৪। আনারস। ৫। ছবি বা প্রতিবিম্ব।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১। ইবরাহীম (আঃ) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
২। ইবরাহীম (আঃ) কত বছর বয়সে নবুঅত লাভ করেন?
৩। ইবরাহীম (আঃ)-এর নিজ পরিবারের কে কে মুসলমান হন?
৪। ইবরাহীম (আঃ) কোন জাতির নিকট প্রেরিত হন?
৫। ইবরাহীম (আঃ) কোথায় শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করেন?

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)

১। চিরল চিরল পাতা সোনার মত লতা
পাকলে আনে, মজলে খায় তার পরে তার স্বাদ পায়।
২। আঁকা-বাঁকা নদীটি গো-চরণে যায়
হাজার টাকার বস্তা ভেঙ্গে চাল ছোলা খায়।
৩। ঘুরি ফিরি যুদ্ধ করি মরিবার ভয়ে,
না ছুঁলে সে মরে না ছুঁলে পরে মরে।
৪। একটা খুড়িয়া মুল্লুকটা জুড়িয়া।
৫। শুইতে গেলে দিতে হয় না দিলে ক্ষতি হয়,
বিজ্ঞজনে বলে, যা বুঝেছ তা নয়।

সংগ্রহে : *গোলাম কিবরিয়া*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

বাগমারা, রাজশাহী ৩১ ডিসেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব হাটগাঙ্গোপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি হাটগাঙ্গোপাড়া শাখার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আহমাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক এসএম সিরাজুল ইসলাম মাষ্টার ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক ও সোনামণি সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম। উক্ত সমাবেশে আব্দুল মালেক মাষ্টারকে পরিচালক করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি বাগমারা উপযেলা পরিচালনা পরিষদ গঠন করা হয়।

প্রার্থনা

মুহাম্মাদ মাহদী হাসান
জামিরা, পুঠিয়া, রাজশাহী।

আল্লাহ মোদের সৃষ্টিকর্তা তিনি মোদের রব
তাঁর ইশারাতেই চলে এই পৃথিবীর সব।
আল্লাহ তুমি রহম কর আমাদের উপর,
শান্তি যেন পাই মোরা কবরের ভিতর।
জাহান্নামের শাস্তি হ'তে মুক্তি যেন পাই,
মোদের তুমি রক্ষা কর এই প্রার্থনা জানাই।
ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে তোমার রহম চাই,
সূর্যের খরতাপ হ'তে যেন রেহাই পাই।
হাশরের দিন বড়ই কঠিন আমরা সবাই জানি,
তরাবে মোদের তুমি ওহে অন্তরযামী।

***

তাবলীগী ইজতেমা

মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
রসূলপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

চলরে চল নওদাপাড়ায় চল
অহি-র শিক্ষা নিতে
ইজতেমাতে চল।
কুরআনের পথে যেতে
জান্নাতের রাস্তা পেতে,
ইজতেমাতে যাব মোরা
রাজশাহীতে চল।
হক্বের দীক্ষা পেতে
চল মুমিন ইজতেমাতে
পরকালে মুক্তি পেতে
দ্বীন মেনে চল দুনিয়াতে।
মোরা আহলেহাদীছ
বাতিলকে করি না ভয়
আল্লাহ মোদের সাথে আছেন
তিনিই মোদের সহায়।
রাসূল মোদের একমাত্র নেতা
তাঁর তরীকাই মানব
অহি-র বিধান মেনে চলে
পরকালে জান্নাতে যাব।

***

আল্লাহ্র সৃষ্টি

আব্দুল মতীন
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

আল্লাহ্র সৃষ্টি আকাশ-বাতাস
সারা দুনিয়া-জাহান
আল্লাহ্র সৃষ্টি ফেরেশতাকুল
জিন-পরী ও ইনসান।
জান্নাত-জাহান্নাম সবকিছু
মহান আল্লাহ্র সৃষ্টি,
তাঁর মহিমা দেখে দেখে
জুড়ায় সবার দৃষ্টি।
নদ-নদীর মিঠা পানি
ফল ফলাদি মিষ্টি,
সবকিছু মানুষের তরে
মহান আল্লাহর সৃষ্টি।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

বিবিসিকে বিএসএফ প্রধান

সীমান্তে গুলী বন্ধ হবে না

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের প্রধান বলেছেন, বাংলাদেশ সীমান্তে তার বাহিনী গুলী চালানো বন্ধ করবে না। এর কারণ হিসাবে তিনি বলেন, সীমান্তে অপরাধীদের থামাতে আমাদের ব্যবস্থা নিতেই হবে। গত ৭ ফেব্রুয়ারী রাতে বিবিসি রেডিওকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বিএসএফের মহাপরিচালক ইউকে বানসাল বলেন, বাংলাদেশ সীমান্তে গুলী চালানো পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, যতক্ষণ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অপরাধমূলক কাজ হ'তে থাকবে, ততক্ষণ সেই অপরাধ আটকাতেই হবে বিএসএফকে, সেটাই বাহিনীর দায়িত্ব। উল্লেখ্য, 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচে'র মতো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো বিএসএফকে 'ট্রিগার হ্যাপি ফোর্স' বা বন্দুকবাজ বাহিনী বলে আখ্যা দিয়েছে।

জানুয়ারীতে দৈনিক ১১ জন খুন

চলতি বছরের জানুয়ারী মাসে সারাদেশে ৩৪৩টি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। এ হিসাবে প্রতিদিন গড়ে ১১ জন খুন হয়েছে। বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের এক প্রতিবেদনে গত ১লা ফেব্রুয়ারী এ তথ্য জানানো হয়েছে।

দেশে ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা প্রায় ১২ লাখ

দেশে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। প্রতি বছর আক্রান্ত হচ্ছে প্রায় ৩ লাখ মানুষ। এ রোগে দেশে প্রায় দুই লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটছে। বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি সূত্র জানায়, বর্তমানে দেশে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রায় ১২ লাখ।

'টাইম' ম্যাগাজিনের প্রতিবেদন

বাংলাদেশের শেয়ার বাজার বিশ্বের সবচেয়ে নিকৃষ্ট

দেশের শেয়ারবাজারকে উত্থান-পতনের দিক থেকে বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ পুঁজিবাজার বলে ২ ফেব্রুয়ারীর 'টাইম' সাময়িকীতে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পত্রিকাটির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১১ সালের শুরু থেকে গত এক বছরে দেশের প্রধান স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ৫৫ শতাংশের মতো নেমে আসে। এ দরপতনের ফলে লাখ লাখ বিনিয়োগকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পথে বসার উপক্রম হয়েছে। এতে দেশের শেয়ার বাজারে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সম্পৃক্ততাকে ২০১০ সালে বাজারের আকাশচুম্বী উত্থান ও পরে আবার ধস নামার প্রধান কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে। একই সঙ্গে বিনিয়োগকারীদের অজ্ঞতাকেও চিহ্নিত করা হয়েছে বিরাট ভুল হিসাবে।

সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবসরের বয়স ৬৫ বছর

গত ১৩ ফেব্রুয়ারী মন্ত্রীসভা দেশের ৩৪টি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবসরের বয়স ৬৫ বছর করার প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রীসভার সাপ্তাহিক বৈঠকে এ অনুমোদন দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে থেকেই এ নিয়ম কার্যকর রয়েছে।

সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসর ৫৯ বছরে : সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসরের বয়স ৫৭ বছর থেকে বাড়িয়ে ৫৯ বছর নির্ধারণ করে গত ১৪ ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদে পাবলিক সার্ভেন্ট (রিটায়ারমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট ২০১২ পাস হয়েছে।

৭৬ শতাংশ মামলায় আসামী খালাস পায়

দেশে প্রতিদিন গড়ে ১১টি খুন, ৫৫টি নারী ও শিশু নির্যাতন, ৮৭টি মাদকের মামলা থানায় নথিভুক্ত হচ্ছে। তবে পুলিশ অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারায় এ ধরনের ৭৬ শতাংশ মামলার ক্ষেত্রে আসামীরা খালাস পেয়ে যাচ্ছে। গত ১৩ ফেব্রুয়ারী পুলিশ সদর দফতরে পুলিশের অপরাধ বিষয়ক সভায় দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এ চিত্র তুলে ধরা হয়।

সশরীরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতে বায়'আত!

বায়তুল মুকাররম মসজিদ সংলগ্ন চত্বরে 'মুনীরিয়া যুব তাবলীগ কমিটি বাংলাদেশ' আয়োজিত এশায়াত সম্মেলনে গত ২৮ জানুয়ারী প্রধান অতিথির বক্তব্যে কাগতিয়া আলিয়া গাউছুল আযম দরবার শরীফের অধ্যক্ষ সৈয়দ মুহাম্মাদ মুনীরুল্লাহ আহমাদী বলেন, মহান আল্লাহর রঙে রঞ্জিত ও রাসূল (ছাঃ)-এর অনুপম আদর্শের মূর্তপ্রতীক কাগতিয়ার গাউছুল আযমকে স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) মদীনা শরীফের রওযা পাকে ডেকে নিয়ে সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় বায়'আতের মাধ্যমে খলীফায়ে রাসূল (ছাঃ)-এর মর্যাদা দান করেন। বেলায়েতের সর্বোচ্চ স্তর গাউছিয়তের শীর্ষপদে বর্তমানে আসীন কাগতিয়ার গাউছুল আযম এমন এক যুগশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, যার প্রতিষ্ঠিত সংগঠন মুনীরিয়া যুব তাবলীগ কমিটির মনোগ্রাম অলৌকিকভাবে বিভিন্ন বৃক্ষের পাতায় উদ্ভাসিত হয়ে তার গাউছিয়াতের ও সংগঠনের কবুলিয়তের সাক্ষ্য বহন করে।

[পাগল আর কাকে বলে? (স.স.)]

গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন

খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে চোখে অন্ধকার দেখছে বাংলাদেশের গরীব পরিবারগুলো

খাদ্যপণ্যের ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের গরীব পরিবারগুলো চোখে অন্ধকার দেখছে বলে মন্তব্য করেছে প্রভাবশালী ব্রিটিশ দৈনিক 'গার্ডিয়ান'। 'পুওর নিউট্রিশন স্টান্টস গ্রোথ অব নিয়ারলী হাফ অব আন্ডার-ফাইভ ইন বাংলাদেশ' (পুষ্টির ঘাটতির কারণে বাংলাদেশে পাঁচ বছরের নীচের প্রায় অর্ধেক শিশুর বিকাশ ঠিকঠাক হচ্ছে না' শিরোনামের ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে প্রতি ১৫টি শিশুর মধ্যে ১টি শিশু ৫ বছর বয়সে পৌঁছানোর আগেই মারা যায়। প্রতি বছর ২৫ হাযার শিশু জন্মের প্রথম মাসেই মারা যায়। ঐ প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, সরকার গরীব পরিবারের শিশুদের অপুষ্টি রোধ ও শিশু মৃত্যুর হার কমানোর প্রতিশ্রুতি দিলেও খাদ্যপণ্যের ক্রমবর্ধমান মূল্যের কারণে পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে।

মানব পাচারের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড

মানব পাচারের অপরাধে দোষী ব্যক্তির সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রেখে 'মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন বিল ২০১২' সংসদে পাস হয়েছে। ১৫ ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন বিলটি পাসের প্রস্তাব করলে সেটি কণ্ঠভোটে পাস হয়।

বিদেশ

প্রতি বছর ১৩০ কোটি টন খাবার নষ্ট হয়

জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (ফাও) এক তথ্যে জানিয়েছে, বিশ্বে প্রতি বছর ১৩০ কোটি টন খাবার নষ্ট হয়ে যায়। ফাও'র পক্ষে সুইডিশ ইনস্টিটিউট ফর ফুড অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি কর্তৃক এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ধনী দেশগুলোর ভোক্তারা বছরে ২২ কোটি টন খাদ্য নষ্ট করছে, যা সাব-সাহারান আফ্রিকার এক বছরের প্রকৃত উৎপাদনের সমান। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় ভোক্তাপ্রতি খাদ্য নষ্টের পরিমাণ বছরে ৯৫ কেজি থেকে ১১১ কেজির মতো। এশিয়ার বেশির ভাগ দেশ এবং সাব-সাহারান আফ্রিকায় এর পরিমাণ ৬ থেকে ১১ কেজি। গবেষণায় দেখা গেছে, ভোক্তারা ফল ও সবজি নষ্ট করছে সবচেয়ে বেশী।

বিশ্বের সবচেয়ে বেশিসংখ্যক কারাবন্দী রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে

নিউইয়র্কভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ' (এইচআরডব্লিউ)-এর প্রতিবেদন মতে বিশ্বের সবচেয়ে বেশিসংখ্যক কারাবন্দী রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। বর্তমানে সেখানে ২৩ লাখ লোক কারাগারে রয়েছে। দেশটিতে অনেক সময় বর্ণবাদে প্রভাবিত হয়েও দীর্ঘ মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয় বলে জানিয়েছে এইচআরডব্লিউ। অভিবাসীদের আটকের ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে এবং ২০১০ সালে ৩ লাখ ৬৮ হাযার অভিবাসীকে আটক করা হয়। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ৩৪টি অঙ্গরাজ্যে নিয়মিত মৃত্যুদণ্ড দেয়া হচ্ছে এবং ২০১১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৩৯ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।

বিশ্বে উদ্বাস্তুর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে

২০১০ সালে পৃথিবীর ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে ৪ কোটি ২০ লাখেরও বেশি মানুষ নিজেদের ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। গত ৬ জুন অসলোতে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থাপিত এক প্রতিবেদন মতে, গত দুই দশকের মধ্যে বিশ্বে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা ২শ' থেকে বেড়ে হয়েছে ৪শ' অর্থাৎ দ্বিগুণ। প্রতিবেদনটিতে আরো বলা হয়েছে, গত ২০১০ সালে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হেনেছে সবচেয়ে বেশি। আর এর ফলে ভারত, ফিলিপাইন, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, চীন এবং পাকিস্তানে বিপুলসংখ্যক মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছে।

বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু সেতু মেক্সিকোতে

বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু সেতু এখন মেক্সিকোতে। দেশটির উত্তরাঞ্চলে সিয়েরা মাদ্রে অক্সিডেন্টাল পর্বতমালার একট সংকীর্ণ উপত্যকাকে যুক্ত করেছে বালুয়ার্তে নামের এই সেতুটি। এর স্প্যানের উচ্চতা ৪০৩ মিটার (এক হাযার ৩২২ ফুট), যা ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অবস্থিত বিখ্যাত আইফেল টাওয়ারের (৩২৪ মিটার) চেয়েও উঁচু। সেতুটির দৈর্ঘ্য এক হাযার ১২৪ মিটার (তিন হাযার ৬৮৭ ফুট)। বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু এই সেতুটি মেক্সিকোর মাজাটলান ও ডুরাঙ্গো এলাকাকে সংযুক্ত করেছে।

দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত এহুদ ওলমার্ট

ইসরাঈলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এহুদ ওলমার্টকে দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। হোলিল্যান্ড নামের একটি গৃহনির্মাণ প্রকল্পে ওলমার্টের বিরুদ্ধে কয়েক মিলিয়ন ডলার ঘুষ নেয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। জেরুজালেমের মেয়র থাকাকালে তিনি ঘুষ নেন বলে অভিযোগে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯93-২০০3 সাল পর্যন্ত জেরুজালেমের মেয়র ছিলেন ওলমার্ট। পরে ২০০৬ সালে তিনি দেশটির প্রধানমন্ত্রী হন এবং দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে ২০০৯ সালে পদত্যাগ করেন।

স্পেনে বেকার ৫৩ লাখ

স্পেনে বেকারের সংখ্যা গত বছরের শেষার্ধে ৫০ লাখ ছাড়িয়েছে। ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ বেকার হয়েছে ৫৩ লাখ মানুষ। ১৭ বছরের মধ্যে স্পেনে বেকারত্বের এ হার সর্বোচ্চ। বর্তমানে দেশটিতে ১৬ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই (৪৮ দশমিক ৬ শতাংশ) বেকার। আগে এ হার ছিল ৪৫ দশমিক ৮শ শতাংশ।

সবচেয়ে বিষাক্ত বায়ু ভারতে

বিশ্বের সবচেয়ে বিষাক্ত বায়ু ভারতে। এরপরই রয়েছে নেপাল, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও চীনের স্থান। অন্যদিকে সবচেয়ে নির্মল বায়ুর দেশ হিসাবে শীর্ষে রয়েছে সুইজারল্যান্ড, লাটভিয়া, নরওয়ে, লুক্সেমবার্গ ও কোস্টারিকা। ইয়েল ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জরিপে বলা হয়, মানবদেহে প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে বায়ুমণ্ডলের দিক দিয়ে বিশ্বের ১৩২টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান সর্বনিম্নে। এতে দেখা যায়, দূষণের হার দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতেই সবচেয়ে বেশী।

সবচেয়ে বেশী কালো টাকা ভারতীয়দের

বিভিন্ন বিদেশী ব্যাংকে ভারতীয়দের গচ্ছিত কালো টাকার পরিমাণ প্রায় ৫০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২৪.৫ লাখ কোটি টাকা)। যা অন্যান্য সব দেশের চাইতে বেশী। সিবিআই গত সোমবার (১৩.২.১২) এ তথ্য জানিয়েছে। সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে সিঙ্গাপুর পঞ্চম স্থানে ও সুইজারল্যান্ড সপ্তম স্থানে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলির সরকারী আমলাদের ঘুষ নেওয়া টাকার পরিমাণ ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত ১৫ বছরে এর মধ্যে মাত্র ৫ বিলিয়ন ডলার উদ্ধার করা হয়েছে।

সততা কমেছে ব্রিটিশদের!

ব্রিটিশদের মধ্যে সততা কমে গেছে। যুক্তরাজ্যের এসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা এই দাবী করে বলেছেন, এক দশক আগের তুলনায় ব্রিটিশদের মধ্যে এখন সৎলোক কম। দুই হাযারের বেশি প্রাপ্তবয়স্ক ব্রিটিশ নাগরিকের উপর সমীক্ষা চালিয়ে তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। ২০১১ সালে চালানো এই সমীক্ষায় দেখা গেছে, অনূর্ধ্ব ২৫ বছর বয়সী তরুণেরা চারিত্রিক শুদ্ধতার ক্ষেত্রে গড়ে ৪৭ নম্বর পেয়েছেন। সেক্ষেত্রে ৬৫ বছরের বেশী বয়সের বৃদ্ধদের গড় নম্বর হচ্ছে ৫৪। উক্ত সমীক্ষায় দেখা যায়, বয়স্ক লোকদের তুলনায় তরুণেরা বেশি অসৎ।

১৬০ জন নিরীহ ইরাকীকে হত্যাকারী ক্রিস কাইলি

পেন্টাগনের দাপ্তরিক হিসাব অনুযায়ী, ইরাকে গত বছর গুপ্তঘাতকের দায়িত্ব পালনকালে যুক্তরাষ্ট্র নেভি সিলের সদস্য গুপ্তঘাতক ক্রিস কাইলি ১৬০ জন মানুষকে গুলী করে হত্যা করে। আর নিজের হিসাবে তার দূরপাল্লার রাইফেলের গুলীতে নিহত মানুষের সংখ্যা ২৫৫ জন।

২৪ জন নিরীহ ইরাকীকে হত্যা করেও বেকসুর খালাস মার্কিন সেনা

যুক্তরাষ্ট্রের একটি সামরিক আদালত ঠাণ্ডা মাথায় ২৪ বেসামরিক ইরাকীকে খুনের দায়ে অভিযুক্ত এক মার্কিন মেরিন সেনাকে বেকসুর খালাস দিয়েছে। ২০০৫ সালে ইরাকের হাদীছাহ শহরে নারী ও শিশুসহ ২৪ ইরাকী বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছিল স্টাফ সার্জেন্ট ফ্রাঙ্ক উটেরিচ।

মুসলিম জাহান

জাতিসংঘের প্রতিবেদন

গত বছর ৩ হাযারেরও বেশি আফগান নিহত হয়েছে

২০১১ সালে আফগানিস্তানে ৩ হাযার ২১ জন বেসামরিক আফগান নিহত হয়েছে। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে এই পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ২০০১ সালে তালেবান শাসনের অবসানের পর এক বছরে নিহত হওয়ার এই সংখ্যাই সর্বোচ্চ। জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১০ সালের তুলনায় গত বছর আফগানিস্তানে শতকরা ৮ ভাগ বেশি লোক নিহত হয়েছে।

আদালত অবমাননার মামলায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী গিলানী অভিযুক্ত

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানীকে আদালত অবমাননার দায়ে গত ১৩ ফেব্রুয়ারী অভিযুক্ত ঘোষণা করেছেন দেশটির সর্বোচ্চ আদালত পাকিস্তান সুপ্রিমকোর্ট। এ মামলায় দোষী প্রমাণিত হ'লে প্রধানমন্ত্রীর পদ খোয়াতে পারেন গিলানী। হ'তে পারে ৬ মাসের কারাদণ্ডও। প্রসঙ্গত, প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারির বিরুদ্ধে সুইজারল্যান্ডের একটি আদালতে আর্থিক দুর্নীতির তদন্ত শুরু করতে গিলানী সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিমকোর্ট। কিন্তু তিনি সেই নির্দেশ অমান্য করেন। সেই প্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার চার্জ গঠন করা হয়। আদালত এর আগে এ মামলাটি চালু করতে প্রধানমন্ত্রীকে দুই বছর সময় দিয়েছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তিনি কোন উদ্যোগ নেননি বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়মুক্তি আইনের দোহাই দিয়ে প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারির বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত পুনরায় শুরু করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল গিলানীর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান সরকার।

মধ্যপ্রাচ্যে ভাসমান কমান্ডো ঘাঁটি করবে আমেরিকা

মধ্যপ্রাচ্যে একটি বৃহৎ ভাসমান সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের পরিকল্পনা করছে আমেরিকা। ইরানের সঙ্গে উত্তেজনা বৃদ্ধি ও ইয়েমেনে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মার্কিন কমান্ডো দলের জন্য এ ঘাঁটি নির্মাণ করা হবে। মার্কিন কেন্দ্রীয় কমান্ডোর অনুরোধে কমান্ডোদের জন্য নির্মিত একটি অস্থায়ী ঘাঁটিতে এই জাহাজ মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এতে উচ্চগতির ছোট নৌকা ও নেভী সিলদের ব্যবহৃত হেলিকপ্টার সংযুক্ত থাকবে।

গ্রীষ্মের আগেই ইরানে হামলা হ'তে পারে

-রুশ সেনাপ্রধান

রাশিয়ার সেনাপ্রধান জেনারেল নিকোলাই মাকারোভ বলেছেন, আগামী গ্রীষ্মের আগেই ইরানে হামলা হ'তে পারে। তিনি আরো বলেছেন, রাশিয়া একটি নতুন ক্রাইসিস সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছে এবং ঐ কেন্দ্র ইরান সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করছে। রুশ বার্তা সংস্থা রিয়া নোভোস্তিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি গত ১৪ ফেব্রুয়ারী এসব কথা বলেছেন।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

মিশিগান ইউনিভার্সিটির গবেষণা

১১ মাস আগেই জানা যাবে ঢাকায় কলেরা প্রাদুর্ভাবের সতর্ক সংকেত

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান ইউনিভার্সিটির একদল গবেষক এমন একটি পূর্বাভাষ মডেল আবিষ্কার করেছেন, যা ঢাকায় কলেরার প্রাদুর্ভাব হওয়ার ১১ মাস আগেই আগাম সতর্ক সংকেত দিতে সক্ষম। এর ফলে কলেরা রোগের ব্যাপারে আগাম প্রস্তুতি নেয়া যাবে এবং রোগীদের উপযুক্ত চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হবে।

কলেরার পূর্বাভাস দেয়ার নতুন এই মডেলটি ঢাকা শহরের কলেরা রোগের ওপর ভিত্তি করে আবিষ্কার করা হয়েছে। ঢাকা শহরের কয়েক বছরের জলবায়ুর পরিবর্তনশীলতা এবং স্থানিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে এ রিপোর্ট তৈরী হয়েছে। বর্তমানে ঢাকা মহানগরীতে প্রায় ১ কোটি ৪০ লাখ লোক বসবাস করে।

মিশিগান ইউনিভার্সিটির থিওরিটিক্যাল ইকোলজিস্ট মার্সিডিজ পাসকুয়াল ও অ্যারন কিং, পোস্টডক্টরাল গবেষক রবার্ট রেইনার এবং তাদের সহকর্মীরা দেখতে পান যে, ঢাকা শহরের একটি অংশের স্পর্শকাতর জলবায়ুর প্রভাবে শহরের অন্যান্য অংশেও কলেরা রোগ ছড়িয়ে পড়ে। গবেষণার এসব উপাদান তাদের মডেলে সন্নিবেশ করে তারা ঢাকা শহরের জন্য ১১ মাস আগেই কলেরার পূর্বাভাস দিতে সক্ষম হন। এর আগে এরকম একটি গবেষণার ফলে মাত্র ১ মাস আগে সতর্ক সংকেত দেয়া সম্ভব হ'ত। ফলে সংশ্লিষ্টরা কলেরার চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে পারতেন না। নতুন এই মডেল আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে কলেরার প্রস্তুতি, ভ্যাকসিন দেয়া এবং কলেরা প্রতিরোধে কৌশল প্রণয়ন সহজ হবে।

চার্জ ছাড়াই ১৫ বছর চলবে মোবাইল

এক্সপিএএল নামের যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান 'স্পেয়ারওয়ান' নামে একটি মোবাইল আবিষ্কার করেছে, যার ব্যাটারী বিনাচার্জেই ১৫ বছর পর্যন্ত চলবে। এ মোবাইলে চার্জ দেয়া হ'লে বা চার্জবিহীন ফেলে রাখলেও ব্যাটারী ১৫ বছরের আগে নষ্ট হওয়ার আশংকা কম। এ মোবাইল ফোনে একটি এএ ব্যাটারী ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও এ ফোনটিতে স্মার্টফোনের মতো অনেক বেশি ফিচার নেই। কেবল মোবাইল ডায়াল করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নম্বরগুলো রাখা আছে। কেবল গুরুত্বপূর্ণ ফোন করা এবং ফোন রিসিভ করার কাজ করে স্পেয়ারওয়ান। এছাড়াও স্বয়ংক্রিয়ভাবে লোকেশন জানাতে পারে এ ফোনটি।

জুতা চলবে গাড়ির মতো গড়গড়িয়ে

লস অ্যাঞ্জেলেসের প্রকৌশলী পিটার ট্রিডওয়ে 'এসপিএনকিক্স' নামে ব্যাটারীচালিত উন্নত প্রযুক্তির জুতা আবিষ্কার করেছেন। এ জুতা চলবে গাড়ির মতো গড়গড়িয়ে ঘণ্টায় ১০ মাইল (১৬ কিলোমিটার) গতিতে। এ জুতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যন্ত্রচালিত স্কেটকে প্রথমে জুতার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এরপর ধীরে ধীরে পথ চলতে হবে। প্রতিটি জুতায় একটি ব্যাটারী ও একটি মোটর রয়েছে। এ দু'টি একসঙ্গে কাজ করে। রিচার্জযোগ্য এ ব্যাটারী একবার চার্জ করলে দুই থেকে তিন মাইল (তিন থেকে পাঁচ কিলোমিটার) যাওয়া যাবে। ব্যাটারী রিচার্জ করতে দুই থেকে তিন ঘণ্টা সময় লাগে। জুতাটি নিয়ন্ত্রণ করবে দূরনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (রিমোট কন্ট্রোল)। যন্ত্রটি আকারে একটি সাধারণ কার্ডের চেয়েও ছোট।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন

আহলেহাদীছ আন্দোলন নেতা নয়, নীতির পরিবর্তন চায়

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৪ ফেব্রুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার উদ্যোগে যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন কানসাট রাজাবাড়ী ময়দানে অনুষ্ঠিত চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, আমল কবুল হওয়ার জন্য তা অবশ্যই আল্লাহ্র জন্য একনিষ্ঠ এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তরীকা মোতাবেক হ'তে হবে। রাসূল (ছাঃ) করেননি এমন কোন কাজ করলে তা গ্রহণীয় হবে না। বরং সেটাই হবে বিদ'আত। তিনি বলেন, মুসলিম জাতি সাহসী জাতি। তারা কখনো ভীরু-কাপুরুষ হ'তে পারে না। হাদীছ অনুযায়ী আমল করতে হ'লে শিরক-বিদ'আতের সাথে মোকাবেলা করতে হবে। শিরক-বিদ'আতের সাথে আপোষ করে কস্মিনকালেও হাদীছ মানা সম্ভব নয়। সর্বাবস্থায় নিঃশর্তভাবে হাদীছ মানার মানসিকতা থাকতে হবে। আহলেহাদীছ আন্দোলন এদেশের মানুষের মধ্যে এই চেতনা সৃষ্টি করতে চায়। তিনি বলেন, মানুষ যখন পরকালের জন্য কাজ করে, তখন সে কোন রকম দুর্নীতি করতে পারে না। সে পারে না কুরআন-হাদীছের বিরোধী কোন কাজ করতে। ফলে সকলেই হয় নীতিবান। আর মানুষ যখন নীতি ও আদর্শবান হয় তখন তার কাজও সুন্দর ও সুচারু হয়, তার দ্বারা মানবতা উপকৃত হয়। যা দেশ ও জাতির জন্য অতীব যরূরী। দেশের নেতা যদি নীতি ও আদর্শবান হন, তাহ'লে জনগণ শান্তি লাভ করে। তাই আহলেহাদীছ আন্দোলন সর্বদা নীতির পরিবর্তন কামনা করে।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শেখ মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ, বর্তমান অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম প্রমুখ।

মণিপুর, গাযীপুর ১০ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাযীপুর যেলার উদ্যোগে যেলার জয়দেবপুর থানাধীন মণিপুর হাইস্কুল ময়দানে গাযীপুর যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন মুহাম্মাদ আছমত আলী ও মুহাম্মাদ রূহুল আমীন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি কাযী মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম।

আলোচনা সভা

বাজিতপুর, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা ১০ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' আলমডাঙ্গা উপযেলার উদ্যোগে বাজিতপুর জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল কুদ্দূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণমূলক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আলমডাঙ্গা 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বশিরাবাদ, রাজশাহী ১২ ফেব্রুয়ারী রবিবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে বশিরাবাদ দাখিল মাদরাসা সংলগ্ন মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনাব ইবরাহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন মহানগর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা রুস্তম আলী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ হারুনুর রশীদ।

প্রবাসী সংবাদ

সিঙ্গাপুর ২৩ জানুয়ারী সোমবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিঙ্গাপুর শাখার উদ্যোগে সিঙ্গাপুরের সুলতান মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিঙ্গাপুর শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (কুমিল্লা)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য পেশ করেন মানছূর রহমান (টাঙ্গাইল), মুহাম্মাদ হাবীব (রাজশাহী), মুহাম্মাদ শু'আইব আহমাদ (কুমিল্লা), মুহাম্মাদ ফাকীরুল ইসলাম (মেহেরপুর), মুহাম্মাদ মুয়াযেযম হোসাইন (বগুড়া), মুহাম্মাদ আলী (চুয়াডাঙ্গা), মুহাম্মাদ মাযহারুল ইসলাম (পটুয়াখালী), মুহাম্মাদ শাহীন (চট্টগ্রাম), শহীদুল ইসলাম (দিনাজপুর) প্রমুখ। নতুন আহলেহাদীছদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মা'ছূম খান (ময়মনসিংহ), মুহাম্মাদ নাজমুল হাসান সরকার (কুমিল্লা), হুমায়ুন কবীর (মেহেরপুর), সৈয়দ আমীনুল ইসলাম (মাদারীপুর), মুশফিকুর রহমান (মেহেরপুর), আমীনুল ইসলাম (কুমিল্লা), শহীদুল ইসলাম (শরীয়তপুর), হাবীবুর রহমান (নরসিংদী) প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয মুহাম্মাদ ওয়ালীউল্লাহ (কিশোরগঞ্জ) এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (নরসিংদী), মুহাম্মাদ কাওছার (কুমিল্লা), মুহাম্মাদ হাসান (টাঙ্গাইল) ও ওমর ফারূক। দিনব্যাপী এ আলোচনা সভায় ১৫০ জনের অধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন আব্দুল মুকীত (কুষ্টিয়া)।

মৃত্যু সংবাদ

(১) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর-দক্ষিণ যেলার সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা ইবরাহীম (৬৩) গত ৯ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সকাল ১০-টায় হঠাৎ ব্রেন স্ট্রোকে ইন্তেকাল করেন। *ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ৫ কন্যা রেখে যান। একই দিন রাত ৮-টায় তার নিজ গ্রাম

কোনাবাড়ী মাদরাসা ময়দানে ছালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করে একমাত্র পুত্র হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মামূন। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান, সহ-সভাপতি কামারুযযামান বিন আব্দুল বারী সহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ জানাযায় যোগদান করেন। জানাযা শেষে তাঁকে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। উল্লেখ্য যে, মাওলানা ইবরাহীম ছাহেবের পুত্র হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মামুন 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার দাওরায়ে হাদীছ বিভাগের ছাত্র এবং দুই মেয়ে 'মহিলা সালাফিয়া মাদরাসা'র নবম শ্রেণীর ছাত্রী।

(২) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মেহেরপুর সদর উপযেলার সভাপতি ও যাদুখালী স্কুল এণ্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ আলহাজ্জ আব্দুল মান্নান (৭৫) গত ১৩ ফেব্রুয়ারী সোমবার ভারতীয় সময় বিকাল ৪-১৫ মিনিটে ভারতের ব্যাঙ্গালুরুস্থ নারায়ণা হৃদয়ালা হার্ট সেন্টারে ইন্তেকাল করেন। *ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। উল্লেখ্য যে, তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হার্টের রিং লাগানোর জন্য ১৮ ডিসেম্বর '১১ তারিখে ডা. দেবী প্রসাদ শেঠীর অধীনে উক্ত হার্ট সেন্টারে ভর্তি হন। মৃত্যুর পর তাঁকে ব্যাঙ্গালুরু থেকে বিমান যোগে ১৫ ফেব্রুয়ারী কলকাতা এবং সেখান থেকে এ্যাম্বুলেন্স যোগে সড়ক পথে ১৬ ফেব্রুয়ারী সকাল ৬-টায় মেহেরপুর নিজ বাড়ীতে আনা হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ৩ কন্যা রেখে যান। ঐদিন সকাল ১১-টায় মেহেরপুর সরকারী হাইস্কুল ময়দানে তার প্রথম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর দুপুর ২-টায় মুজিবনগর উপযেলাধীন গোপালপুর গ্রামে তার প্রতিষ্ঠিত ঈদগাহ ময়দানে দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় জানাযায় ইমামতি করেন তাঁর অছিয়ত অনুযায়ী মুহাতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

জানাযায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল-কিবরিয়া, কুষ্টিয়া-পূর্ব যেলা সভাপতি কাযী আব্দুল ওয়াহহাব, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আব্দুর রকীব, 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ-সভাপতি হাফেয রাশেদুল ইসলাম এবং মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ। শেষোক্ত জানাযায় এম.পি, ইউএনও এবং মেহেরপুরের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ সহ সর্বস্তরের কয়েক হাযার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য যে, তিনি একজন বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং দু'দু'বার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৮৪ সালে বিআরডিপি-এর সহায়তায় রাশিয়ার মস্কোতে প্রশিক্ষণ নিতে যান। ২০০৮ সাল থেকে তিনি পুরাপুরি 'আহলেহাদীছ' হন এবং সকল প্রকার শিরক ও বিদ'আত থেকে ফিরে আসেন। চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাওয়ার আগে, চিকিৎসাকালে, এমনকি ওটিতে প্রবেশের আগেও তিনি অছিয়ত করে যান যেন তাঁকে আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয় সম্মান না দেওয়া হয় ও কোনরূপ শিরক ও বিদ'আত না করা হয়। সকাল ১১-টায় জানাযার ঘোষণা দেওয়া হয়। কিন্তু বেলা ৯-টায় মুক্তিযোদ্ধারা এসে তার লাশ নিয়ে যায় এবং আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদান সহ প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সবকিছু করা হয়। ফলে আমীরে জামা'আত উক্ত জানাযায় যোগদান করেননি বা মৃতের ছেলেরাও তাতে যোগ দেননি। পরে বেলা ২-টায় মৃতের গ্রামে অনুষ্ঠিত ২য় জানাযায় আমীরে জামা'আত যোগদান করেন। যেখানে ১ম জানাযার তিনগুণ বেশী লোক হয়।

[আমরা তাঁদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকাহত পরিবার বর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]

পাঠকের মতামত

মানুষ আজ কোন্ পথে?

আজ মানুষের মনে আল্লাহভীতির বড্ড অভাব। অথচ মানুষের জন্য পরকালে মহাসাফল্য লাভ দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। তা হচ্ছে, নিজেকে পরিশুদ্ধ করা এবং আল্লাহ পাককে যথাযথভাবে ভয় করা *(বাক্বারাহ ১৮৯, আ'লা ১৪, শামস ৯)*। নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে অন্তরে আল্লাহভীতি জাগ্রত থাকা আবশ্যক। মূলতঃ এ দু'টি বিষয় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অন্তরে আল্লাহভীতি জাগ্রত থাকলে মানুষ যাবতীয় অন্যায় কাজ হ'তে বিরত থাকবে। আর অন্যায় হ'তে বিরত থাকলেই পরিশুদ্ধতা অর্জিত হবে।

আজ মানুষ বে-পরোয়াভাবে আল্লাহপাকের যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজে নিমজ্জিত রয়েছে। মানুষ পার্থিব সুখ-শান্তির জন্য জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রাচুর্য প্রতিযোগিতায় মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে *(তাকাছুর ১-২)*। তাই প্রতিদিনই মানুষকে খুন-খারাবীসহ নানা নিষিদ্ধ কাজে জড়িত থাকতে দেখা যায়।

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলির মধ্যে খাদ্য প্রথম স্থানে রয়েছে। মানুষকে বেঁচে থাকতে হ'লে আহারের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। দৈনন্দিন জীবনে চলতে আল্লাহপাক মানুষের জন্য সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আহারের ক্ষেত্রেও এ সীমারেখা বাদ পড়েনি। আল্লাহ পাক দুনিয়ার প্রথম মানুষ হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির পর জান্নাতের সকল ফলমূল খেতে অনুমতি দিলেন। কেবল একটি গাছের কাছে যেতে নিষেধ করলেন। আল্লাহ পাকের এ নিষেধ উপেক্ষার পরিণতি সম্বন্ধে সকল মানুষের অবগতি আছে। আদম (আঃ) শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করায় শাস্তি স্বরূপ তাঁকে দুনিয়ায় অবতরণ করতে হয়। যদি হযরত আদম (আঃ) একটি মাত্র নিষিদ্ধ কাজ করায় জান্নাতের মত শান্তির আবাস হ'তে বহিস্কৃত হয়ে থাকেন, তাহ'লে আমাদের ক্ষেত্রে শত শত নিষেধ উপক্ষো করার পরিণতি কি হ'তে পারে, এ বিষয়ে সকল মানুষের একটু চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

গান-বাজনা নিষিদ্ধ বিষয়ের আওতাভুক্ত। অথচ গান-বাজনাতে দেশ পুরাপুরিভাবে সয়লাব হয়ে গেছে। সিনেমা, টিভি, সিডি, মেমোরী চীপ গান-বাজনার আধুনিক উন্নতমানের উপকরণ। এগুলির অশ্লীলতার কারণে যুবসমাজ ধ্বংসের পথে নিত্য অগ্রসরমান। এগুলির অশ্লীলতা নিয়ন্ত্রণে সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। অথচ এ ব্যাপারে সরকারের সঠিক পদক্ষেপ লক্ষণীয় নয়।

নৈতিক চরিত্রের উন্নতির জন্য মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত যাবতীয় বিধানের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সে মোতাবেক জীবন পরিচালনা করতে হবে। মানুষকে নৈতিক চরিত্রে উন্নীত করার একমাত্র হাতিয়ার কুরআনী শাসন ব্যবস্থা চালু করা। সরকারকে সেদিকে দৃষ্টি দিতে আকুল আহ্বান জানাই।

** মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

আত-তাহরীক সত্যের সন্ধানে ফোটা ফুল

আত-তাহরীক গবেষণাধর্মী স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি ইসলামী পত্রিকা। এটি গতানুগতিক পত্রিকার মত নয়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরে শিরক-বিদ'আত মুক্ত ঈমান গঠনে সহায়ক এটি। সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করতে আত-তাহরীক বদ্ধপরিকর। সাহিত্যকে দূষণমুক্ত করতে আত-তাহরীক-এর তুলনা নেই। বিশেষ করে পত্রিকার প্রশ্নোত্তর পর্বটি অনন্য বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। এখানে দলীলভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান পেশ করা হয়। যা পাঠকের তৃষিত হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করে।

হে তাহরীক! তুমি সত্যের সন্ধানে ফোটা ফুল। তুমি নির্ভয়ে সম্মুখপানে এগিয়ে চল। সমাজ সংস্কারে তোমার ভূমিকা হোক আপোসহীন। তোমার চলার কণ্টকাকীর্ণ পথ হোক নিষ্কণ্টক। মহান আল্লাহর কাছে করজোড়ে নিবেদন, হে আল্লাহ! যারা আত-তাহরীক-এর শনৈঃ শনৈঃ অগ্রগতির পথে নিভৃতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন, তাদেরকে তুমি উত্তম পারিতোষিকে ভূষিত কর। আমীন!

** সা'দ মুহাম্মাদ*
তড়িৎকৌশল বিভাগ, ইউআইটিএস,
রাজশাহী ক্যাম্পাস, রাজশাহী।

চাই দুর্নীতিমুক্ত সমাজ

দুর্নীতি শব্দটি বর্তমানে বহুল প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ। এর আগে এককভাবে কোন শব্দ এমন প্রসিদ্ধি পেয়েছে বলে জানা যায় না। কারণ বোধ হয় একটাই যে, দুর্নীতি বিষয়টি আমাদের ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত প্রত্যেকের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হস্ত ক্ষেপে অনেক স্বাস্থ্যবান দুর্নীতির অকাল মৃত্যু হয়েছিল। অনেক জনদরদী খ্যাত, গণতন্ত্রের বিখ্যাত সব নেতা-নেত্রী অসৎ পয়সাকড়ি বাদ দিয়ে দিন, সপ্তাহ, মাস গুণছিল শ্রীঘরে বসে। অনেক উদীয়মান নেতা স্বপ্ন দেখা ভুলতে বসেছিল। ফলে আমাদের মধ্য থেকে হারাতে যাচ্ছিল অনেক ফুলের মত চরিত্র, সত্যের পথে নির্ভীক, জনগণের দুঃখ-দুর্দশায় একনিষ্ঠ অংশীদার (?) এমন অনেক নেতৃবর্গ। তারা টের পাননি দেশ ও জাতির মুখ ও সমৃদ্ধির কথা ভাবতে ভাবতে কিভাবে নিজেরাই সম্পদের পাহাড় গড়েছিলেন। অনেকে নিজেদের সম্পদের পরিমাণও জানতেন না। পরবর্তীতে জেনে অনেকে যে আঁতকেও উঠছেন, সে কথাও জোর দিয়ে বলা যায়। সেই অর্থে বলা যায়, জাতির কর্ণধারদের যদি দুর্নীতির কারণে দমন করতে হয়, তাহ'লে দুর্নীতি শব্দটি তো তারকা খ্যাতি পেতেই পারে।

দেশ স্বাধীনের পর প্রথমে সামরিক শাসন পরে স্বৈরশাসনের মূল উপজীব্য কি ছিল তা নতুন প্রজন্মের কাছে অস্পষ্ট। কিন্তু দীর্ঘকাল হ'তে চলে আসা বহুদলীয় গণতন্ত্রের যে মূল রশদ ছিল দুর্নীতি তা এখন দিবালোকের মত পরিষ্কার। গণতান্ত্রিক শাসনামলে দুর্নীতিতে এদেশ কানায় কানায় পরিপূর্ণ থাকলেও দুর্নীতিলব্ধ মুনাফার অধিকাংশই কিন্তু লুটেছেন শীর্ষস্থানীয় কিছু রাজনীতিবিদ। জনসাধারণ দুর্নীতির মাধ্যমে এই পুকুর চুরির বিষয়টি বুঝতে পারলেও তাদের করার কিছু নেই। দুর্নীতিই যে 'অদৃশ্য ভুত'-এর বেশে গণতন্ত্রের মূল চালিকা শক্তি একথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই।

দেশের প্রধান দু'টি দল ও তাদের নেতৃবৃন্দ তাদের পারস্পরিক কোন্দল রেষারেষির ফল কতটুকু নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করেছেন জানি না। তবে একথা সত্য যে, দেশের জনগণকেই এর মূল্য দিতে হয়েছে সবচেয়ে বেশি। রাজনীতিবিদদের উগ্র রাজনৈতিক রোষাণলে কত জীবন, স্বপ্ন আর আশা-আকাংখার সমাধি হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। পুলিশের লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস এবং বিরোধীদলের হরতাল-অবরোধে থমকে দাঁড়িয়েছে নাগরিক জীবন, ধ্বংস হয়েছে দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো। কিন্তু এসবের নীরব দর্শক হয়ে জনগণ কেবল প্রত্যক্ষ করছে। কারণ তাদের করার কিছু নেই। যারাই ক্ষমতায় গেছেন, আলাউদ্দীনের চেরাগ ধরা দিয়েছে তাদের হাতে। মুখে জনগণের মেজর নানাবিধ বুলি আর অন্তরে দুর্নীতি নিয়ে তারা চলে গেছেন জনগণের নাগালের বাইরে। বিরোধীদল রাস্তা-ঘাট করে বেড়িয়েছে মিছিল-মিটিং। একঘেয়েমি কাটাতে ডাক দিয়েছে হরতাল-অবরোধের। আমাদের দেশে জনগণই ক্ষমতার উৎস নামে বহুদলীয় গণতন্ত্রের এই তো হ'ল চিরাচরিত দৃশ্য।

একটা প্রবাদ প্রায়ই শোনা যায়। তাহ'ল 'রাজনীতি নয়, পেটনীতি'। রাজনীতিবিদ হ'ল নেতাদের পোশাকি নাম। আর তাদের মূল কাজ হ'ল নিজের পেট পূর্ণ করা। তাদের পেটেরও আয়তন বা সীমা-পরিসীমা নির্ণয় করাও কঠিন। তাদের কুকীর্তি (দুর্নীতির ভাষায় সুকীর্তি) দেশকে বারংবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন সহ যে সামগ্রিক অবকাঠামোর অবনতি ঘটিয়েছে, এই জাতি কোন দিনে তা পূরণ করতে পারবে না।

বন্যা, প্লাবন ও ঘূর্ণিঝড়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশের মানুষ যখন অসহনীয় বিপর্যয়ের মুখে পড়ে, প্রিয়জন ও সহায়-সম্বল হারিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় যখন তাদের দিন কাটে। গায়ে কাপড় থাকে না, ঘরে খাবার থাকে না, অনেকের মাথা গোজার ঠাইও থাকে না, খোলা আকাশের নীচে রাত্রি যাপন করতে বাধ্য হয়, তখন এই দুর্যোগকবলিত মানুষদের নিয়ে দেশের একশ্রেণীর নেতারা ব্যবসা ফেদে বসেন। দুর্গত মানুষের জন্য আগত ত্রাণ ও বৈদেশিক সাহায্য ভাগ-বাটোয়ারায় মেতে ওঠেন অনেকেই। অবশেষে এসব সাহায্যের ছিটে-ফোঁটাই ঐসব অসহায় মানুষদের ভাগ্যে জোটে। ফলে দুস্থরা, ক্ষতিগ্রস্তরা ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে না পেরে আরো অভাব-অনটনে পড়ে। অন্যদিকে এদেশের একশ্রেণীর নেতা রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়ে ওঠেন। এই হ'ল আমাদের দেশের গণতন্ত্রের আসল চেহারা। সুতরাং এদের এসব কর্মকাণ্ডকে রাজনীতি না বলে পেটনীতি বলাই শ্রেয়। ফলে দেশের জনগণ যারা রাজনীতিকে পেটনীতি নয়; বরং রাজক্ষমতাকে আমানত হিসাবে নিতে পারে তাদেরই ক্ষমতায় দেখতে চায়। ইসলামই পারে রাজনীতিবিদদের দুর্নীতির লাগাম টেনে ধরতে, পারে দেশ ও জাতির সত্যিকার কল্যাণের পথ দেখাতে। সুতরাং আসুন, আমরা ইসলামকেই আমাদের দেশ ও জীবন চলার সংবিধান হিসাবে গ্রহণ করি। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে সচেষ্ট হই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

** মুহাম্মাদ আহসান হাবীব*
মিয়াপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২০১): 'ডেসটিনি ২০০০ প্রাইভেট লিমিটেড' যে কার্যক্রম চালাচ্ছে এবং Multi Level Marketing পদ্ধতিতে যে লভ্যাংশ মানুষকে দিচ্ছে তা কি শরী'আত সম্মত?

-আসাদুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

উত্তরঃ মৌলিকভাবে দু'টি পদ্ধতিতে যৌথ ব্যবসা করা শরী'আত সম্মত। একটির নাম 'মুশারাকাহ' (مشاركة) অর্থাৎ শরীকানা ব্যবসা। এতে যার যেমন অর্থ থাকবে, সে তেমন লভ্যাংশ পাবে *(আবুদাঊদ হা/৪৮৩৬; সনদ ছহীহ, বুলূগুল মারাম হা/৮৭০; নায়ল হা/২৩৩৪-৩৫)*। অপরটির নাম 'মুযারাবাহ' (مضاربة) অর্থাৎ একজনের অর্থ নিয়ে অপর জন ব্যবসা করবে। এ পদ্ধতিতে লভ্যাংশ তাদের মাঝে চুক্তিহারে বন্টিত হবে *(দারাকুৎনী হা/৩০৭৭; মুওয়াত্ত্বা হা/২৫৩৫; ইরওয়াউল গালীল হা/১৪৭২, ৫/২৯২ পৃঃ; বুলূগুল মারাম হা/৮৯৫, মওকূফ ছহীহ)*। প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যবসা এ দু'য়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

সঊদী আরবের জাতীয় গবেষণা ও ফাতাওয়া বিভাগের স্থায়ী কমিটি (লাজনা দায়েমাহ) এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানিয়েছে যে, পিরামিড স্কীম, নেটওয়ার্ক মার্কেটিং বা এমএলএম যে নামেই হোক না কেন এ ধরনের সকল প্রকার লেনদেন নিষিদ্ধ। কেননা এর উদ্দেশ্য হ'ল, কোম্পানীর জন্য নতুন নতুন সদস্য সৃষ্টির মাধ্যমে কমিশন লাভ করা, পণ্যটি বিক্রি করে লভ্যাংশ গ্রহণ করা নয়। এ কারবার থেকে বহুগুণ কমিশন লাভের প্রলোভন দেখানো হয়। স্বল্পমূল্যের একটি পণ্যের বিনিময়ে এরূপ অস্বাভাবিক লাভ যে কোন মানুষকে প্ররোচিত করবে। আর এতে ক্রেতা-পরিবেশকদের মাধ্যমে কোম্পানী এক বিরাট লাভের দেখা পাবে। মূলতঃ পণ্যটি হ'ল কোম্পানীর কমিশন ও লাভের হাতিয়ার মাত্র।

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের নেটওয়ার্ক ব্যবসা অসম মূল্য নির্ধারণ ও অতিরঞ্জিত আয়ের প্রলোভন দেখানোর কারণে অভিযুক্ত হয়েছে। আমেরিকার ফেডারেল ট্রেড কমিশন (FTC) ২০০৮ সালের মার্চ মাসে তাদের প্রস্তাবিত ব্যবসায় সুযোগ সম্বন্ধীয় তালিকা থেকে এমএলএম কোম্পানীগুলোর নাম বাদ দিয়েছে। সংস্থাটি গ্রাহকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, নতুন সদস্য সংগ্রহের মাধ্যমে কমিশন গ্রহণ করার এই রীতি (এমএলএম) বিশ্বের অধিকাংশ দেশে পিরামিড স্কীম পদ্ধতির ন্যায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে *(দ্রঃ Multi-level marketing-উইকিপিডিয়া)*। তত্ত্বগতভাবেও এ ধরনের মার্কেটিং বিষয়ে অনেক আপত্তি রয়েছে। কেননা এ মার্কেটিং-কে বলা হয়েছে, 'MLM is like a train with no brakes and no engineer headed full-throttle towards a terminal.' অর্থাৎ 'সর্বোচ্চ গতিতে স্টেশনমুখী একটি ট্রেনের মত যার কোন ব্রেক নেই, নেই কোন চালক' (দ্রঃ www.vandruff.com/mlm.html)।

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এ 'ব্যবসা' সমর্থন করা যায় না। কেননা একজন গ্রাহককে তার আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের বশীভূত করে পণ্য বিক্রয় করতে বলা হয়। ফলে গ্রাহক ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। মানুষের সাথে অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ককে সে ব্যবসায়িক স্বার্থ চরিতার্থের কেন্দ্রে পরিণত করে। এ সম্পর্ক তখন হয়ে যায় যান্ত্রিক। নিষ্কলুষ বন্ধুত্বের স্থলে তখন সন্দেহ আর সংকীর্ণতাবোধ স্থান করে নেয়। নিজ গৃহ পরিণত হয় মার্কেট প্লেসে। যে কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন লোক এ কাজে ঘৃণাবোধ করবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট। এর মধ্যবর্তী বিষয়সমূহ অস্পষ্ট, যা অনেক মানুষ জানে না। অতএব যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকবে, সে ব্যক্তি তার দ্বীন ও সম্মানকে পবিত্র রাখলো। আর যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ কাজে লিপ্ত হ'ল, সে হারামে পতিত হ'ল *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, সন্দিগ্ধ বিষয় পরিহার করে নিঃসন্দেহ বিষয়ের দিকে ধাবিত হও। কেননা সত্যে রয়েছে প্রশান্তি এবং মিথ্যায় রয়েছে সন্দেহ' *(তিরমিযী হা/২৫৮১; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৭৭৩)*।

অতএব আমাদের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত এই যে, প্রশ্নে উল্লেখিত নামে বা অন্য নামে প্রচলিত এম.এল.এম ব্যবসা সমূহ শরী'আত সম্মত হবে না। জান্নাত পিয়াসী মুমিনকে এসব থেকে বেঁচে থাকতে হবে *(বিস্তারিত দেখুনঃ আত-তাহরীক, ডিসেম্বর ২০০৮ প্রশ্নোত্তর : ২/৮২ ডেসটিনি২০০০ ব্যবসা কি জায়েয?*

প্রশ্ন (২/২০২) : দিগন্ত টেলিভিশনে কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক প্রশ্নোত্তর পর্বে বলেছেন, তিন রাক'আত বিতর মাগরিবের ছালাতের ন্যায় পড়ারও ছহীহ হাদীছ আছে। সুতরাং এ নিয়ে ফেৎনা করা সমীচীন নয়। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-নকীব ইমাম কাজল
৪০ লেক সার্কাস কলাবাগান, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মাগরিবের ছালাতের ন্যায় (মাঝখানে বৈঠক

করে) বিতর আদায় করো না' *(দারাকুৎনী হা/১৬৩৪-৩৫; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/২৪২০; তুহফাতুল আহওয়াযী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫৩)*। পক্ষান্তরে মাগরিবের ছালাতের ন্যায় বিতর পড়ার পক্ষে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ (يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا هَذَا يُقَالُ لَهُ ابْنُ أَبِى الْحَوَاجِبِ ضَعِيفٌ. وَلَمْ يَرْوِهِ عَنِ الأَعْمَشِ مَرْفُوعًا غَيْرُهُ). *(দারাকুৎনী হা/১৬৩৭)*।

প্রশ্ন (৩/২০৩) : জানাযার ছালাত আদায়ের পর দলবদ্ধভাবে হাত তুলে দো'আ করা এবং দাফন করার পর পুনরায় হাত তুলে দো'আ করা কী শরী'আত সম্মত?

-দিদার বখশ
খানপুর, রাজশাহী।

উত্তর : জানাযা হ'ল মুসলিম মাইয়েতের জন্য একমাত্র দো'আর অনুষ্ঠান। এর বাইরে সবকিছু বিদ'আত। প্রশ্নে বর্ণিত উভয়টিই বিদ'আতী প্রথা। বিশেষ করে জানাযার ছালাত আদায়ের পর হাত তুলে দো'আ করার নিয়মটি সম্প্রতি চালু হয়েছে। উক্ত প্রথার প্রমাণে কোন দলীল নেই। তবে দাফনের পর সকলে ব্যক্তিগতভাবে মাইয়েতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এ সময় 'আল্লাহুম্মাগফিরলাহু ওয়া ছাব্বিতহু' বলতে পারে *(আবুদাউদ হা/৩২২১)*। এছাড়া আল্লাহুম্মাগফিরলাহু ওয়ার হামহু.. মর্মে বর্ণিত দো'আটিও পড়তে পারে *(মুসলিম হা/৩৩৬)*।

প্রশ্ন (৪/২০৪) : কবর কী পরিমাণ গভীর করতে হবে? পুরুষ ও মহিলার কবরের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

-ফযলুর রহমান
গড়েরকান্দা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : যতটুকু গভীর করা প্রয়োজন ততটুকু গভীর করতে হবে। কারণ হাদীছে কবর গভীর করার কথা বলা হয়েছে *(বুখারী, মিশকাত হা/১৬৯৫)*। কিন্তু কতটুকু করতে হবে তা বলা হয়নি। এতে নারী-পুরুষের কোন পার্থক্য নেই *(মুগনী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৯৭; মির'আত হা/১৭১৭)*।

প্রশ্ন (৫/২০৫) : যঈফ হাদীছ তো সন্দেহযুক্ত। তাই যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যাবে না। কিন্তু ইমাম তিরমিযী, আবুদাউদ প্রমুখ তাদের স্ব স্ব গ্রন্থে যঈফ হাদীছ উল্লেখ করেছেন। কেউ যদি তা দেখে যঈফ হাদীছের উপর আমল করে তবে দায়ী কে হবে? কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যায়?

-আব্দুল্লাহ
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : ইমাম তিরমিযী, আবুদাউদ প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ স্ব স্ব গ্রন্থে যে সমস্ত যঈফ হাদীছ উল্লেখ করেছেন এবং যঈফ বলে অভিহিত করেছেন সেগুলো মূলতঃ জনসাধারণকে যঈফ হাদীছ হতে সতর্ক করার জন্য। এরপরও যারা সেগুলোর প্রতি আমল করবে তারাই দায়ী হবে। তবে কিছু হাদীছ যঈফ হওয়ার পরও তারা সেগুলো সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি। কারণ উক্ত হাদীছগুলোর সমর্থনে অন্যত্র ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

শর্ত সাপেক্ষে যঈফ হাদীছের প্রতি আমল করা যাবে মর্মে পূর্ববর্তী কতিপয় বিদ্বান শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু ছাহাবী, তাবেঈ ও মুহাদ্দিছগণ যে সমস্ত মূলনীতি এবং শর্ত আরোপ করেছেন তাতে কোন ক্ষেত্রেই যঈফ হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন ইমাম বুখারী, মুসলিম, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, ইবনুল আরাবী মালেকী, ইবনু হাযম, ইবনু তায়মিয়াহ প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিছগণ সকল ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ বর্জন করেছেন *(ক্বাওয়াইদুত তাহদীছ, পৃঃ ১১৩)*। শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই যঈফ হাদীছ অতিরিক্ত ধারণার ফায়েদা দেয় মাত্র। তবে এ বিষয়ে সকলে একমত যে, তার উপর আমল করা বৈধ নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি বলে, ফযীলত সংক্রান্ত যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যাবে, তাকে অবশ্যই দলীল পেশ করতে হবে। কিন্তু তাতো অসম্ভব' *(তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৪)*। অতএব যঈফ হাদীছ কোন ক্ষেত্রেই আমলযোগ্য নয়।

প্রশ্ন (৬/২০৬) : আমাদের এলাকায় জানাযার সময় মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে আধা ঘণ্টা বা তার চেয়েও বেশী সময় ধরে বিভিন্ন জন বক্তব্য দেন। এর শারঈ বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-তৈয়বুর রহমান
গোছা, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত প্রথা শরী'আত সম্মত নয়। মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে ইমাম কথা বলতে পারেন *(বুখারী, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৯০৯, ২৯১৩)*। জানাযার আগে-পরে 'সকলে ব্যক্তিগতভাবে মাইয়েতের গুণাবলী বর্ণনা করবে। এতে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে। কেননা মুমিন বান্দাগণ এ পৃথিবীতে আল্লাহ্র জন্য সাক্ষী স্বরূপ' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৬২, 'জানাযা' অধ্যায়)*। উল্লেখ্য যে, জানাযার পূর্বে উপস্থিত সকলের সমস্বরে 'মাইয়েত ভাল ছিলেন' বলে সাক্ষ্য দেওয়ার রেওয়াজটি নিন্দনীয় বিদ'আত *(তালখীছ পৃঃ ২৬; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ২২৪)*।

প্রশ্ন (৭/২০৭) : জামা'আতে ছালাত রত অবস্থায় ওযূ নষ্ট হয়ে গেলে করণীয় কি?

-যাকির মজুমদার
তিলনাপাড়া, খিলগাঁও, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত অবস্থায় ছালাত ছেড়ে দিবে এবং ওযূ করে জামা'আতে শরীক হবে *(মুস্তাদরাক হাকেম হা/৬৫৫, হাদীছ ছহীহ)*। সালামের পর বাকী ছালাত পূর্ণ করবে। পূর্বে আদায়কৃত ছালাত ধরবে না। উল্লেখ্য, পূর্বের ছালাত ঠিক থাকবে মর্মে ইবনু মাজাহতে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ *(যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১২১২)*।

প্রশ্ন (৮/২০৮) : কোন দুর্যোগ কিংবা শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকলে ফরয ছালাতের শেষ রাক'আতে রুকূর পর সবাই মিলে হাত তুলে দো'আ করা যাবে কি?

-মুজীবুর রহমান
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : করা যাবে। উক্ত পদ্ধতিতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতেই দো'আ করা যাবে। একে কুনূতে নাযেলাহ বলা হয় *(আবূদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১২৯৮)*।

প্রশ্নঃ (৯/২০৯): মুহাম্মাদ (ছাঃ) মি'রাজে গিয়ে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে সমস্ত নবী-রাসূলের ইমামতি করেছিলেন। উক্ত বক্তব্যের প্রমাণ জানতে চাই। উক্ত ছালাত সুন্নাত ছিল না ফরয ছিল?

-আব্দুল কাহ্হার
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক। হাদীছটি ছহীহ মুসলিমে *(হা/১৭২ 'ঈমান' অধ্যায় ৭৫ অনুচ্ছেদ)* হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, এটিই সম্ভাবনাযুক্ত যে, এটি ছিল ফজরের ছালাত এবং এটি স্পষ্ট যে, এটি ছিল মি'রাজ থেকে ফেরার পথে বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে। অতঃপর ছালাত শেষে তিনি মসজিদ থেকে বেরিয়ে বোরাকে চড়ে গালাসের অন্ধকারেই মক্কায় ফিরে আসেন *(তাফসীর ইবনে কাছীর ইসরা ১ম আয়াতের তাফসীর শেষে উপসংহার)*।

প্রশ্নঃ (১০/২১০) : মানুষকে আল্লাহ তা'আলা কী দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? কোন আয়াতে এসেছে পানি দ্বারা (ফুরক্বান ৫৪)। আবার কোন আয়াতে এসেছে, মাটি দ্বারা (ত্বোয়াহা ৫৫; রহমান ১৪)। সঠিক সমাধান দানে বাধিত করবেন।

-সাঈদুর
কাযীপাড়া, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। সূরা ফুরক্বানে যেখানে মানুষকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে তার অর্থ বীর্য *(ইবনু কাছীর)*। প্রকৃতপক্ষে তা তৈরী হয়েছে মাটি হ'তে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যের নির্যাস হ'তে।

প্রশ্ন (১১/২১১) : জনৈক অধ্যাপক বলেন, ছাহাবীগণের মধ্যে আলী (রাঃ) সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি জ্ঞানের শহর আর আলী তার দরজা'। বক্তব্যটি কি সঠিক?

-মুনীরুল ইসলাম
বিনোদপুর, রাজশাহী।

উত্তর : বর্ণনাটি জাল বা বানোয়াট *(যঈফ তিরমিযী হা/৩৭২৩; মিশকাত হা/৬০৮৭; যঈফুল জামে' হা/১৩১৩)*।

প্রশ্ন (১২/২১২) : নিয়ামুল কুরআন ও মকছুদুল মুমিনীন বই দু'টি কি নির্ভরযোগ্য? এগুলি পড়ে আমল করা যাবে কি?

-যাকির
খিলগাঁও, ঢাকা।

উত্তর : মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। এ সমস্ত বই ক্রয় করা যাবে না, পড়াও যাবে না। কারণ নিয়ামুল কুরআনে এমন কিছু কল্পিত দরূদ আছে যেগুলো পড়লে শিরক হবে। অনুরূপভাবে মকছুদুল মুমিনীন বইটি জাল, যঈফ, মিথ্যা ও বানোয়াট কাহিনীতে ভরপুর।

প্রশ্ন (১৩/২১৩) : হাদীছে এসেছে, কোন নাবালেগ সন্তান মারা গেলে ক্বিয়ামতের দিন সে তার পিতা-মাতাকে কাপড় ধরে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে। প্রশ্ন হল, সেদিন তো সবাই নগ্ন অবস্থায় থাকবে, কাপড় ধরে টানবে কিভাবে?

-আব্দুল্লাহ ইসহাক
নজরপুর, নরসিংদী।

উত্তর : ক্বিয়ামতের মাঠে সকল মানুষকে নগ্নাবস্থায় একত্রিত করা হবে *(বুখারী হা/৬৫২৭)*। তবে পরবর্তীতে অনেককে কাপড় পরানো হবে। আর যাদেরকে কাপড় পরানো হবে ইবরাহীম (আঃ) হবেন তাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি *(বুখারী হা/৪৬৫৪)*। এতে প্রমাণিত হয় যে, অন্য কোন ব্যক্তিকেও কাপড় পরানো হবে। তা না হলে প্রথম হওয়া বুঝাবে না। প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীছটিও সে কথা প্রমাণ করে। আর সে জন্য শিশু সন্তান পিতা-মাতার কাপড় ধরে টানার সুযোগ পাবে।

প্রশ্ন (১৪/২১৪) : জনৈক ব্যক্তির হজ্জ করার প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সে হঠাৎ মারা গেছে। কিন্তু কাউকে অছিয়ত করে যায়নি। এক্ষেত্রে তার পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করা যাবে কি? সে তার ছওয়াব পাবে কি?

-আশিকুর রহমান
ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯।

উত্তর : উক্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করা যাবে এবং মাইয়েত তার নেকীও পাবেন *(মুসলিম হা/২৭৫৩; মিশকাত হা/১৯৫৫)*। তবে বদলী হজ্জ সম্পাদনকারীকে আগে নিজের হজ্জ করতে হবে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৫২৯)*।

প্রশ্ন (১৫/২১৫) : বাজারে শেয়ার বেচাকেনা হয়। এর লাভ লটারীর মাধ্যমে শেয়ার হোল্ডারদের মাঝে বণ্টন করা হয় অথবা একাউন্টে জমা হয়। এভাবে লটারীর মাধ্যমে বেচাকেনা করা যাবে কি?

–আমীনুল ইসলাম
পুরানা পল্টন, ঢাকা।

উত্তর : বিভিন্ন কারণে শেয়ার বেচাকেনা জায়েয নয়। যেমন- (১) ক্রেতার অনেক সময় সম্যক জ্ঞান থাকে না কী বস্তুর শেয়ার তিনি ক্রয় করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হারাম বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় হারাম করেছেন *(আবুদাঊদ হা/৩৪৮৮)*। (২) যে বস্তুর শেয়ার কেনা-বেচা হয়, তা দেখা ও জানা-বুঝার সুযোগ থাকে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন ক্রয়-বিক্রয়কে ধোঁকা বলেছেন *(মুসলিম*

হা/৩৮৮১; বুলূগুল মারাম হা/৭৮৪)। (৩) শেয়ার ব্যবসার পণ্য আয়ত্বে নিয়ে আসার সুযোগ থাকে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বস্তু ক্রয়ের পর তা নিজ মালিকানায় নিয়ে আসার পূর্বে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/৩৯১৬ ও ৩৯২৫; বুলূগুল মারাম হা/৭৮৫)*। (৪) শেয়ার ব্যবসা একটি জুয়া মাত্র। যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতা কেউ মাল দেখে না। অথচ ঘণ্টায় ঘণ্টায় দর উঠা-নামা হয়। (৫) শেয়ার ব্যবসায় ফটকাবাজারীর প্রচুর সুযোগ রয়েছে। অনেক সময় কোম্পানী তার প্রকৃত তথ্য গোপন রাখে। কখনো লোকেরা কোম্পানীতে শেয়ার কিনে অধিক লাভ করে। কখনো কারখানা তৈরি না করেই তার শেয়ার বাজারে ছাড়া হয় এবং নতুন শেয়ারে অধিক লাভ মনে করে সেটিকে লোকেরা অধিক মূল্যে খরিদ করে। কোনরূপ ব্যবসা বা মালামাল ছাড়াই তারা এ লাভ করে থাকে। এছাড়াও নিত্যনতুন ছলচাতুরী শেয়ারবাজারে প্রতিনিয়ত যুক্ত হচ্ছে। (৬) এতে সূদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। বর্তমানে অধিকাংশ শেয়ার ব্যবসা ব্যাংক থেকে সূদের ভিত্তিতে ঋণ নিয়ে করা হচ্ছে। অতএব শেয়ার ব্যবসা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক *(দ্রঃ আত-তাহরীক ডিসেম্বর ২০১০, প্রশ্নোত্তর : ২৫/১০৫)*।

প্রশ্ন (১৬/৯৬) : ওমর (রাঃ) মেয়েদের মোহরানা নির্ধারণ করে দিলে জনৈক মহিলা তার বিরোধিতা করেছিলেন মর্মে যে ঘটনা প্রচলিত আছে তার প্রমাণ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-যাকির
ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তর : বায়হাক্বী (৭/২৩৩ পৃঃ) বর্ণিত উক্ত হাদীছটি মুনক্বাতি' অর্থাৎ যঈফ। তবে একই হাদীছ যা আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহতে বর্ণিত হয়েছে, সেটি 'হাসান'। তবে সেখানে মহিলার আপত্তির কথা বর্ণিত হয়নি। উল্লেখ্য যে, মোহরানা বেশী করায় কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। বরং উক্ত আয়াত দ্বারা 'মুবাহ' প্রমাণিত হয়। তবে সেটা হবে বরের আর্থিক অবস্থার বিবেচনায়। মোহরানায় কোন বাড়াবাড়ি করা যাবে না। বরং সর্বদা মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে *(দ্রঃ তাফসীর কুরতুবী; নিসা ২০ ও ২১ আয়াত; বায়হাক্বী 'মোহরানা' অধ্যায় ৭/২৩৩-৩৫)*।

প্রশ্ন (১৭/৯৭) : আমি বাসের হেলপার। ছালাত আদায় করার সুযোগ পাই না। আমার করণীয় কি? জান্নাত পাওয়ার আশায় চাকুরী ছেড়ে দেব, না পেটের দায়ে জান্নাত হারাব?

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন
লাখাই, হবিগঞ্জ।

উত্তর : বাসের হেলপার হলেও ছালাত ত্যাগ করা যাবে না। ছালাত আদায়ের সময় বের করে নিতে হবে। উক্ত অবস্থায় যোহর ও আছর একত্রে দুই দুই রাক'আত করে পৃথক এক্বামতে জমা ও ক্বছর করবেন। অনুরূপভাবে মাগরিব তিন রাক'আত ও এশা দুই রাক'আত পৃথক এক্বামতে জমা ও ক্বছর করবেন। এটি দুই নিয়মে পড়া যায়। শেষের ওয়াক্তের ছালাত আগের ওয়াক্তের সাথে এগিয়ে অথবা আগের ওয়াক্তের ছালাত শেষের ওয়াক্তের সাথে পিছিয়ে একত্রে পড়বেন *(বুখারী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৩৩৯, ৪৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৫)*। বিশেষ কারণে বাড়ীতে থাকা অবস্থায়ও যোহর-আছর চার-চার অথবা মাগরিব-এশা তিন-চার রাক'আত একত্রে জমা করে ছালাত আদায় করতে পারেন এবং তারপর সফরে বের হতে পারেন *(বুখারী হা/১১৭৪)*। এই সময় বা সফরকালে কেবল বিতর ও ফজরের সুন্নাত ব্যতীত আর কোন সুন্নাত পড়ার প্রয়োজন নেই *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১৮৮-৮৯)*। অনেক সময় ক্বিবলা বুঝা যায় না। তখন যেকোন দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করা যাবে *(বাক্বারাহ ১১৫; তিরমিযী হা/৩৪৫)*। এছাড়াও অনেক সময় পানি ও মাটি কিছুই পাওয়া যায় না, তখন বিনা ওযূ ও তায়াম্মুমেই ছালাত আদায় করা যাবে *(বুখারী হা/৩৩৬)*।

অতএব ছালাতের বিকল্প নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিন ও কাফির-মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য হ'ল ছালাত' *(মুসলিম হা/১৩৪)*। যে ব্যক্তি ছালাত পরিত্যাগ করল সে কুফরী করল *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৭৪ 'ছালাত' অধ্যায়)*।

পরিশেষে বলব, যদি ছালাত আদায়ের কোনরূপ সুযোগ না থাকে, তাহ'লে উক্ত চাকরী ছাড়তে হবে।

প্রশ্ন (১৮/৯৮) : অনেক মুছল্লী ছালাত শেষে দো'আ পাঠ করে স্বীয় হাতের আঙ্গুল দ্বারা তিনবার চোখ মাসাহ করেন। এরূপ করার কোন দলীল আছে কি?

-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তর : উক্ত আমলের প্রমাণে কোন দলীল পাওয়া যায় না। অনেক সূরা ক্বাফ-এর ২২নং আয়াত 'লাক্বাদ কুনতা... পাঠ করে স্বীয় চোখ মাসাহ করেন। উক্ত মর্মেও কোন হাদীছ পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (১৯/৯৯) : হিজড়া ব্যক্তি মারা গেলে তার জানাযা পড়তে হবে কি? কাফন দেওয়ার সময় তাকে পুরুষ না মহিলার কাফন দিতে হবে?

-ইবরাহীম
রাণী শংকৈল, ঠাকুরগাঁ।

উত্তর : হিজড়া পুরুষের অন্তর্ভুক্ত *(বুখারী হা/৫৮৮৬)*। মুসলিম হ'লে পুরুষের নিয়মেই তার জানাযার ছালাত পড়তে হবে। ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নারী ও পুরুষের কাফন তিন কাপড় দিয়ে করতে হবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তিনটি সাদা সূতী কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল। তারমধ্যে ক্বামীছ ও পাগড়ী ছিল না *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৩৫)*। উল্লেখ্য যে, নারীদের পাঁচ কাপড়ে কাফন দেওয়ার হাদীছটি 'যঈফ' *(যঈফ আবুদাঊদ হা/৩১৫৭ 'মহিলাদের কাফন দেওয়া' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২০/১০০) : সূরা রহমানে আল্লাহ বলেন, 'দুই পূর্ব এবং দুই পশ্চিমের রব'। আমরা জানি, পূর্ব এবং পশ্চিম একটি করে। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনে উক্ত শব্দদ্বয় বহুবচনেও এসেছে। যেমন 'রাব্বুল মাশারিক্ব' অনেক পূর্বের রব *(ছাফফাত ৫; মা'আরিজ ৪০)*। তাতে বুঝানো হয়েছে যে, সূর্য বছরের ৩৬০ দিনে নির্ধারিত একটি মাত্র স্থান হ'তে উদিত হয় না। এর দ্বারা সূর্যের গতিশীলতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা সৌর বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সূর্য প্রতিদিন পরিবর্তিত স্থান হ'তে উদিত হয়। সূরা রহমানে যে দ্বিবচন ব্যবহার করা হয়েছে তার দ্বারা সূর্য গ্রীষ্মকালে উত্তর-পূর্ব এবং শীতকালে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে উদয়াস্তের কথা বুঝানো হয়েছে *(তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর, সূরা ছাফফাত ৫)*।

প্রশ্নঃ (২১/১০১) : নবী করীম (ছাঃ)-এর জন্মদিনের স্মরণে কোন প্রাণী যবেহ করলে তার গোশত খাওয়া যাবে কি?

-লতীফুর রহমান
তেরখাদা, খুলনা।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্মদিনের স্মরণে কোন প্রাণী যবেহ করা জায়েয নয়। আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কোন কিছু উৎসর্গ করা শিরক। সুতরাং উক্ত প্রাণীর গোশত খাওয়া যাবে না *(মায়েদাহ ৩)*। উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম দিন উপলক্ষে ঈদে মীলাদুন্নবী কিংবা সীরাতুন্নবী ইত্যাদি অনুষ্ঠান করা বিদ'আত বা গর্হিত অন্যায় *(মুসলিম হা/২০৪২; নাসাঈ হা/১৫৭৮; মিশকাত হা/১৪১)*।

প্রশ্ন (২২/২২২) : চোর তওবা করার পূর্বে মারা গেলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে কি?

-মুহাম্মাদ মশিউর রহমান
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

উত্তর : চুরি করা কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই কেউ চুরি করার পর তওবা না করে মারা গেলে সে চুরির অপরাধে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে। তবে সে যদি আন্তরিক বিশ্বাস নিয়ে কালেমা পড়ে থাকে, তাহ'লে কালেমায়ে শাহাদাতের বরকতে এবং শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শাফা'আতে এক সময় জান্নাতে ফিরে আসবে *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৭৩)*।

প্রশ্ন (২৩/২২৩) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পেশাব, পায়খানা, রক্ত না-কি পবিত্র ছিল। উক্ত দাবী কি সঠিক?

-মুহাম্মাদ কবীর
ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত মর্মে যে সমস্ত বর্ণনা পাওয়া যায় সেগুলো সবই জাল বা বানোয়াট।

প্রশ্ন (২৪/২২৪) : ছহীহ হাদীছ জানার পর যারা বিদ'আতী আমল করে থাকে তাদের পরিণতি কি হবে?

-সুমাইয়া, নরসিংদী।

উত্তর : বিদ'আতীদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। যেমন- আল্লাহ বলেন, 'আপনি বলে দিন, আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে জানিয়ে দিব? (দুনিয়াবী জীবনে) যাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে গেছে। অথচ তারা ভাবে যে, তারা সুন্দর আমলই করে যাচ্ছে' *(কাহফ ১০৩-৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা হ'তে বিরত থাক। নিশ্চয় প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত ও প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী *(আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৬৫)*। নাসাঈ-র বর্ণনায় এসেছে, 'প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম' *(নাসাঈ হা/১৫৭৮)*। বিদ'আতীর আমল কবুল হয় না *(বুখারী হা/৩১৮০)*। সে হাউয কাওছারের পানি পান করা হ'তে বঞ্চিত হবে *(মুসলিম হা/৪২৪৩)*। বিদ'আতীর উপর আল্লাহ এবং ফেরেশতা ও সকল মানুষের লা'নত বর্ষিত হয় *(বুখারী হা/৩১৮০)*।

প্রশ্ন (২৫/২২৫) : দোকান বা নব নির্মিত বাড়ীতে বসবাসের জন্য সকলে মিলে হাত তুলে দো'আ করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ মশিউর রহমান
দাউদপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : দোকান বা নব নির্মিত বাড়ীতে ওঠা ও তার জন্য কুরআন পাঠ, মীলাদ পড়ানো, অনুষ্ঠান করা, মুনাজাত করা সবই বিদ'আতী প্রথা। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের যুগে এ ধরনের কোন প্রথার অস্তিত্ব ছিল না। এগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে *(মুসলিম হা/৪৫৯০)*। বাড়ীওয়ালা নিজে 'বিসমিল্লাহ' বলে উঠে যাবেন ও আল্লাহ্র রহমত ও বরকত কামনা করবেন।

প্রশ্ন (২৬/২২৬) : বিবাহের ২ বছর পর স্ত্রী প্রস্তাব দেয় যে, স্বামী ঘরজামাই থাকলে সে স্বামীর সাথে ঘর-সংসার করবে, নইলে করবে না। কিন্তু স্বামী ঘরজামাই থাকবে না। উক্ত দ্বন্দ্বের কারণে তারা ৮ বছর যাবৎ পৃথক হয়ে আছে। তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক হয়েছে কি? অথবা বিবাহ বিচ্ছেদ করতে হলে স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে পুনরায় তালাক দিতে হবে কি?

-এফ রহমান
গাযীপুর।

উত্তর : স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদের জন্য শরী'আত কর্তৃক দু'টি পন্থা রয়েছে। একটি হচ্ছে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে শরী'আতের পদ্ধতি অনুযায়ী তালাক প্রদান করা। অন্যটি হচ্ছে- স্বামীর দেওয়া মোহরানা সরকারি কর্তৃপক্ষের নিকটে ফেরত দিয়ে স্ত্রীর 'খোলা' করে নেওয়া *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৭৪-৭৫)*। যেহেতু উক্ত দু'টির কোনটিই সংঘটিত হয়নি, তাই তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়নি, তালাকও হয়নি। সুতরাং তারা যদি উভয়ে মীমাংসা করে একত্রিত হতে চায়, তাহলে একত্রিত হতে কোন বাধা নেই। আর বিচ্ছেদ চাইলে শারঈ পদ্ধতির মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে।

প্রশ্ন (২৭/২২৭) : জনৈক ইমাম তিন তোহরে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। তারপরেও সে উক্ত স্ত্রী নিয়ে সংসার করছে। এছাড়া সে তার পিতার সাথে দুর্ব্যবহার করে। একদা নালিশে মীমাংসার কথা বলা হলে সে জবাব দেয়, মীমাংসা কিসের উক্ত পিতাকে হত্যা করা জায়েয আছে। প্রায় ২/৩ বছর পূর্বে তার সৎ মায়ের সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করে ও তার সামনে নগ্নতা প্রদর্শন করে। উক্ত ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি? অনেকে তার পিছনে ছালাত আদায় করা ছেড়ে দিয়েছে। উক্ত বিষয়ে সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আফসার
দুয়ারপাল, পোরশা, সাপাহার।

উত্তর : উক্ত ব্যক্তি স্ত্রীকে তিন তোহরে তিন তালাক দেওয়ার পরও যদি স্ত্রীকে হালাল মনে করে ব্যবহার করে, তবে সে ইসলাম থেকে খারিজ বলে গণ্য হবে *(ফাতাওয়া লাজনাহ দায়েমাহ ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৮; ফাতাওয়া উছায়মীন, ১৫তম খণ্ড, পৃঃ ১৩৪)*। উক্ত অন্যায় কর্মকাণ্ডের জন্য তাকে ইমামতি থেকে বরখাস্ত করতে হবে এবং তার স্থলে একজন ন্যায়পরায়ণ ইমাম নিযুক্ত করতে হবে। আল্লাহ বলেন, তোমরা অন্যায় কর্মে কাউকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্ন (২৮/২২৮) : বাড়ীতে তারাবীহ্র ছালাত আদায় করলে ক্বিরাআত সরবে হবে না নীরবে?

-মাহফুযা
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : সরবে ক্বিরাআত পড়বে। তবে উচ্চৈঃস্বরে নয় *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১২০৪, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২৯/২২৯) : এক যুবক জনৈক ব্যক্তির মেয়েকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু তার ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে, সে ছালাত আদায় করে না। কিন্তু বলা হচ্ছে, ঠিক হয়ে যাবে। উক্ত যুবকের সাথে মেয়ে বিয়ে দেয়া যাবে কি?

-আবুল হুসাইন
কেন্দুয়াপাড়া, কাঞ্চন, রূপগঞ্জ।

উত্তর : যাবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হল ছালাত *(ছহীহ মুসলিম হা/১৩৪, ঈমান অধ্যায়; ফাতাওয়া উছায়মীন, ১২ খণ্ড, পৃঃ ১০০)*। তবে সে যদি তওবা করে এবং নিয়মিত ছালাত আদায় করে তাহলে তার সাথে বিয়ে দেওয়া যাবে।

প্রশ্ন (৩০/২৩০) : কোন হিন্দু তার নিজস্ব লাইব্রেরীর দোকানে কুরআন মজীদ কেনা-বেচা করতে পারবে কি?

-আইয়ূব
ভবানীগঞ্জ, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : পারবে না। কারণ হিন্দুরা মুশরিক। তারা অপবিত্র *(তওবা ২৮; ওয়াক্বি'আহ ৭৯)*। এটা পবিত্র কুরআনের জন্য অবমাননাকর।

প্রশ্ন (৩১/২৩১) : হাদীছে রয়েছে, ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে- (১) ইফতারের সময় (২) আল্লাহ্র সাথে জান্নাতে সাক্ষাতের সময়। কিন্তু জনৈক আলেম বলেছেন, দ্বিতীয়টি হবে সাহারীর সময় যখন আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন। উক্ত ব্যাখ্যা কি সঠিক?

-মুহাম্মাদ দেলোয়ার
খিদিরপুর, নরসিংদী।

উত্তর : উক্ত ব্যাখ্যা সঠিক নয়। বরং প্রশ্নে বর্ণিত দু'টি সময়ই আনন্দের সময় *(ফাৎহুল বারী ৪/১১৮ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩২/২৩২) : চাশতের ছালাত আদায় করার সঠিক সময় কখন? বেলা উঠার কতক্ষণ পর হতে এ ছালাত পড়তে হবে? কোনদিন ছুটে গেলে ক্বাযা আদায় করতে হবে কি?

-মুঈনুল ইসলাম
উত্তর বাড্ডা, ঢাকা।

উত্তর : সূর্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে উক্ত ছালাতের সময় শুরু হয়। প্রথম প্রহরের শুরুতে পড়লে তাকে 'ছালাতুল ইশরাক্ব' বলে এবং কিছু পরে দ্বিপ্রহরের পূর্বে পড়লে তাকে ছালাতুয যোহা বা চাশতের ছালাত বলা হয় *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ২৫৪)*। এই ছালাতকেই 'ছালাতুল আউয়াবীন' বলা হয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১২)*। এ ছালাত সর্বদা পড়া বা আবশ্যিক গণ্য করা উচিত নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো পড়তেন, কখনো ছাড়তেন *(তিরমিযী হা/৪৭৭, সনদ হাসান)*। অতএব কোনদিন ছুটে গেলে ক্বাযা করার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন (৩৩/২৩৩) : একদা মু'আবিয়া (রাঃ) মদীনার মসজিদে এশার ছালাতের ইমামতি করেন। তিনি 'সূরা ফাতিহার শুরুতে' বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রাহীম' নীরবে পাঠ করেন। ফলে আনছার ও মুহাজির ছাহাবীগণ মু'আবিয়া (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেন, 'আপনি কি ছালাত চুরি করলেন না ভুলে গেলেন? পরবর্তীতে তিনি আর কখনো নীরবে পড়েননি। উক্ত ঘটনা কি সঠিক?

-সফিউদ্দীন আহমাদ
নরসিংদী।

উত্তর : উক্ত মর্মে দারাকুৎনীতে দু'টি 'আছার' বর্ণিত হয়েছে *(দারাকুৎনী হা/১১৯৯ ও ১২০০)* যা যঈফ। ইবনু মাঈন, নাসাঈ, আলী ইবনুল মাদীনী প্রমুখ মুহাদ্দিছ যঈফ বলেছেন *(নাছবুর রাইয়াহ ১/৩৫৩ পৃঃ)*। উল্লেখ্য যে, 'বিসমিল্লাহ' সরবে বলার পক্ষে যতগুলো বর্ণনা রয়েছে সবই দুর্বল। বরং আস্তে বলার পক্ষে বর্ণিত হাদীছগুলি ছহীহ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩; আলোচনা দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৮৬-৮৭)*।

প্রশ্ন (৩৪/২৩৪) : ভুলক্রমে ফরয ছালাত পাঁচ রাক'আত পড়া হয়েছে। মুছল্লীরা লোকমা দেয়নি সবাই সুন্নাত পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু যে এক রাক'আত পায়নি সে বলল, আমার

ছালাত পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু আপনাদের এক রাক'আত বেশী হয়েছে। এখন করণীয় কী?

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী, কুমিল্লা।

উত্তর : উক্ত অবস্থায় ইমাম যদি বসে থাকেন, তবে যারা সুন্নাত শুরু করেনি তাদের নিয়ে তাকবীর দিয়ে দু'টি 'সিজদায়ে সহো' করে সালাম ফিরাবেন *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১০১৬)*। যারা সুন্নাত শুরু করেছেন তাদের সহো সিজদা দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন (৩৫/২৩৫) : একই সঙ্গে একাধিক মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়া যাবে কি?

-আবুল কালাম আযাদ
সারদা কুঠিপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : যাবে। মাইয়েত পুরুষ ও নারী মিশ্রিত হ'লে পুরুষের লাশ ইমামের কাছাকাছি সম্মুখে রাখবে। অতঃপর মহিলার লাশ রাখবে। যদি শিশু ও মহিলা হয় তাহ'লে শিশুর লাশ প্রথমে ও পরে মহিলার লাশ রাখবে *(বুখারী হা/১৩৪৭, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ২১৪; ফাতাওয়া উছায়মীন ১৭তম খণ্ড, পৃঃ ১০২)*।

প্রশ্ন (৩৬/২৩৬) : রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা জিবরীল (আঃ)-এর মাধ্যমে কিছু শহরকে অধিবাসীসহ উল্টিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দান করেন। কিন্তু সেখানে একজন পরহেযগার ব্যক্তি থাকায় জিবরীল (আঃ) আপত্তি করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, তার ও তাদের সকলের উপরই শহরটিকে উল্টিয়ে দাও। কারণ তার সম্মুখে পাপাচার হতে দেখে মুহূর্তের জন্যও তার চেহারা মলিন হয়নি (শু'আবুল ঈমান হা/৭৫৯৫; মিশকাত হা/৫১৫২)। উক্ত হাদীছকে জনৈক আলেম যঈফ বললেন। তার দাবী কি সঠিক?

-নাজমুল ইসলাম
ধামরাই, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত আলেমের দাবী সঠিক। এর সনদে আম্মার ইবনু সাইফ ও উবাইদ ইবনু ইসহাক্ব আল-আত্তার নামে দু'জন যঈফ রাবী আছেন। ইমাম দারাকুৎনী, ইমাম যাহাবী প্রমুখ মুহাদ্দিছ তাকে যঈফ বলেছেন *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১৯০৪; মিশকাত হা/৫১৫২)*।

প্রশ্ন (৩৭/২৩৭) : যে ঔষধে এ্যালকোহল মিশানো থাকে সে ঔষধ খাওয়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ
ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী কলেজ।

উত্তর : সরাসরি এ্যালকোহল পান নিষিদ্ধ *(মায়েদাহ ৯০)*। কিন্তু তা যদি পরিশুদ্ধ করে ঔষধ বানানো হয় ও মাদকতা না আসে এবং ছালাত ও যিকর হতে বিরত না রাখে, তবে তা জায়েয হবে *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১১তম খণ্ড, পৃঃ ২৫৬-২৫৯)*। যেমন- সাপ খাওয়া হারাম কিন্তু সেই সাপের বিষ দ্বারা ঔষধ তৈরি করা জায়েয।

প্রশ্ন (৩৮/২৩৮) : কোন সভা-সমিতি বা আলোচনা বৈঠকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নাম উচ্চারণ করা হলে শ্রোতাদেরকে কেন 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম' বলতে হয়?

-রফীক আহমাদ
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : হাদীছের নির্দেশ অনুযায়ী এটা বলতে হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কৃপণ সেই ব্যক্তি যার নিকট আমার নাম উল্লেখ করা হয়, অথচ সে আমার উপর দরূদ পাঠ করে না *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৩৩)*। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন, তার দশটি পাপ ক্ষমা করা হয় এবং তার মর্যাদা দশগুণ বৃদ্ধি করা হয়' *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৯২২)*।

প্রশ্ন (৩৯/২৩৯) : মসজিদে ইমাম না থাকায় এক ব্যক্তি এশার ছালাতে ইমামতি করেন। তিনি একটি ৭/৮ বছরের ছেলেকে তার ডান পার্শ্বে নিয়ে ছালাত আদায় করেন। এতে মসজিদে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। এমনকি কেউ কেউ ছালাত পুনরায় পড়ে। উক্ত ছালাত সঠিক হয়েছে কি?

-মাস'উদ
মেহেরপুর সদর।

উত্তর : ইমামের ছালাত সঠিক হয়েছে। আর যারা বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে এবং পুনরায় ছালাত আদায় করেছে তারা ভুল করেছে। কারণ শিশু সন্তানকে পার্শ্বে নিয়ে কিংবা কাঁধে ও কোলে নিয়ে ছালাত আদায় করা যায়। স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) এমনটি করেছেন। আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে লোকেদের ইমামতি করতে দেখেছি, অথচ তখন আবুল 'আছের কন্যা উমামা (অর্থাৎ নাতনী) তাঁর কাঁধের উপর ছিল *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৯৮৪)*।

প্রশ্ন (৪০/২৪০) : অনেক আলেমকে দেখা যায়, সাদা দাড়িতে কলপ দিয়ে কালো করে এবং দাড়ি কেটে ছোট করে। শরী'আতে এর অনুমোদন আছে কি?

-আব্দুল আলীম
নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

উত্তর : শরী'আতে এর কোন অনুমোদন নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, শেষ যামানায় একশ্রেণীর লোক চুল-দাড়িতে কালো রং দ্বারা খেযাব দিবে। দেখতে কবুতরের বুকের মত সুন্দর লাগবে। তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না *(আবুদাউদ হা/৪২১২)*। বরং মেহেদী লাগাবে *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৪৫১)*। দাড়ি কাটা, ছাঁটা, চাছা কোনটিই শরী'আত সম্মত নয় *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, তাবারাণী মিশকাত হা/৪৪৫২)*। বরং গোঁফ ছাটবে ও দাড়ি ছেড়ে দিবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২১)*।